# মেক দ্য করপস ওয়াক

জেমস হেডলি চেজ

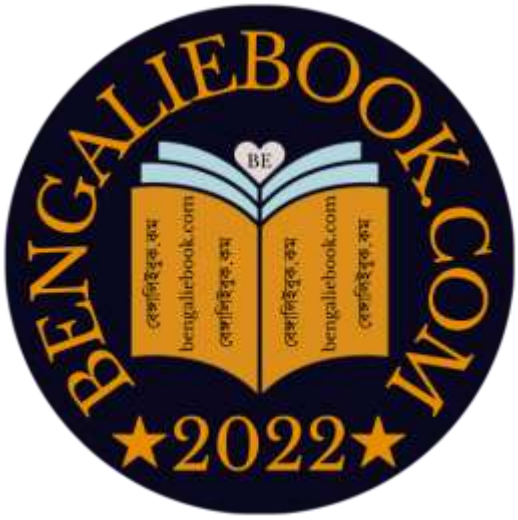

# সূচিপত্র

১. গ্রীষ্মের এক সুন্দর রাত ....................2
২. ফুলহাম রোডের আবাসিক বাড়িটা....................38
৩. রোলো তার ডেস্কের পাশে....................74
৪. অশুভ নিস্তব্ধতা ....................104
৫. অন্ধকার একটা বাড়ি....................136

# ১. গ্রীষ্মের এক সুন্দর রাত

গ্রীষ্মের এক সুন্দর রাত। সময় এখন এগারটা বেজে কিছুক্ষণ মাত্র। একটা কালো আর ক্রোমিয়াম রংয়ের রোলস রয়েস ক্লার্জে স্ট্রিট থেকে কার্জন স্ট্রিটে এগিয়ে শেফার্ড মারকেটের দিকের সরু পথের ধারে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল।

খেকশিয়ালের চামড়ার কোট পরা দুটো যুবতী মেয়ে আবছা আলোছায়ার ভেতর ঘোরাঘুরি করছিল। তারা উৎসুক চোখে ব্যবসায়িক আগ্রহে রোলস রয়েসটাকে দেখতে লাগল। প্রচুর অর্থের মালিক হবার স্বপ্ন তাদের মনে ঈর্ষার মনোভাব জাগিয়ে তুলছিল।

সমস্ত কার্জন স্ট্রিট জনমানবশূন্য দুটি যুবতীনারী এবং রোলস রয়েসটা ছাড়া। লন্ডনের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা গুলোতে কোন কারণ অকারণ ছাড়াই হঠাৎ নিস্তব্ধতার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দুজনের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলল, মনে হচ্ছে আমাদের চাইছে, তাই না?

স্বর্ণকেশী মেয়েটি তার এই আশার কথা শুনে মুখ টিপে হাসল এবং তার ছোট্ট টুপীটার নীচে ঝুলে থাকা কোঁকড়ান চুলে হাত ঢুকিয়ে আনমনে বলল, আমরা রোলস রয়েসের শ্রেণীভুক্ত নই পেয়ারী।

শোফার তারা বসে কথা বলছে দেখে এগিয়ে এল।

দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলল, কি হে? কিন্তু তার অপরিণত মুখটা দেখেই মনে মনে বুঝতে পারল নেহাতই কাঁচা বয়স। কিন্তু কাঁচা বয়স হলেও শোফারটির দৃষ্টির মধ্যে এবং দাঁড়ানোর মধ্যে এমন এক ঋজুতা ছিল যা দেখে অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল।

শোফারটি এদের দেখেই বুঝতে পারল এরা কারা। মুখে বিরক্তির একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ করল।

–তোমরা কি গিল্ডেড লিলিক্লাবটা কোথায় বলতে পারো? একটু ইতস্ততঃকরে বৈশিষ্ট্যহীন নরম গলায় সে প্রশ্নটা করল।

-হে ভগবান! মেয়েটি হতাশা আর রাগে বলল। আমার সময় নষ্ট না করে কোন পুলিসকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না। আমি ভেবেছিলাম আমাকে তোমার দরকার।

তার ঠাণ্ডা চোখে ঘৃণা ঠিকরে এলো। এখানে কোন পুলিস নেই জিজ্ঞেস করার মত। তাছাড়া তোমরাও তো কিছুমাত্র ব্যস্ত নও।

শোফারটি তার সরু মুখটা সিঁটকোল,-না জানলে তো বললেই হয়। আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি।

তাই করো গিয়ে। মেয়েটি ফিরে গেল।

স্বর্ণকেশী বলল, আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমি জানি।

শোফারটি অধৈর্যের সঙ্গে বলল, কোথায়?

স্বর্ণকেশী তার বন্ধুর মত মুখ টিপে হাসল। ওটা শুধুমাত্র সভ্যদের জন্য। খুব কড়া নিয়ম। তোমায় ঢুকতে দেবে না।

সে নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। শুধু বল ক্লাবটা কোথায়?

সারা রাত ঘুরে মরলেও খুঁজে পাবে না। যদি আমায় সময়ের মূল্য কিছু ছাড় তবে বলতে পারি। স্বর্ণকেশী রোলস রয়েসের দিকে তাকাল।

কালো কোট পরা, মাথার টুপীটা চোখ পর্যন্ত ঢাকা,হাতে রাফস্কিনের দস্তানা পরা একটা বেঁটে লোক গাড়ি থেকে নামল। জুতোর ওপর চাঁদের আলো পরে চকচক করে উঠল। আবলুস কাঠের ছড়িটা নিয়ে ফুটপাত ধরে লোকটা এগিয়ে এল।

–ভাল মেয়ে, তাহলে তুমি জান ক্লাবটা কোথায়?

নিয়ে যাব। যদি আমার সময়ের দামটা পুষিয়ে দাও, মাথা নেড়ে মেয়েটি বলল।

তুমি কি রোলোকে চেন? হাতে একপাউন্ডের এক তাড়া নোট নিয়ে লোকটি প্রশ্ন করল। আঙ্গুলের হীরের আংটিটা ঝকমক করে উঠল।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় স্বর্ণকেশী বলল, মনে তো হয়।

আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

মেয়েটি চারিদিকটা দেখে নিলো। রাস্তায় আবার লোক চলাচল শুরু হয়েছে।

–তুমি বরং আমার ঘরে এস। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা যাবে না।

লোকটা হাত ধরে তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে গেল,তার চেয়ে বরং এস, গাড়ি চড়ে আমরা একটু ঘুরে আসি। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু এদিক-সেদিক গাড়ি নিয়ে ঘোর। কিন্তু বেশি দূরে যাবার দরকার নেই।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রোলোকে চেনো?

–তার সম্বন্ধে কিছু বলা সে পছন্দ করেনা। আমাকে সাবধান হতে হবে।

–আসলে টাকাই সব তাই নয় কি? বলে লোকটি তার দিকে এগিয়ে দিল দশ পাউন্ডের

সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে স্বর্ণকেশী বলল, চিনি বৈকি।

–সেকি গিল্ডেড লিলি ক্লাবের মালিক?

স্বর্ণকেশী মাথা নাড়ল।

ক্লাবটা কি?

একটু ইতস্ততঃকরে সে বলল, ওটা একটা বিলাসবহুলনাইট ক্লাব আর কি! লোকে ওখানে নাচাগানা করতে যায়। মেম্বার ছাড়া ওখানে কেউ ঢুকতে পারে না। তুমি পাবে না, কেননা আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম কিনা, জানি।

বলে যাও।

–কি আর বলব? খাবার-দাবার পাওয়া যায় ওখানে। বাজে খাবার। রোলোও বেশ দু-চার পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।

তুমি যা কিছু আমাকে বললে এর জন্যে তোমাকে টাকা দিইনি আমি। ক্লাবের ভেতরের ব্যাপারটা বলো দেখি।

দেখো, আমি ঠিক জানিনা। তবে নোকমুখে শুনেছি। আসলে কোন বাজে ঝাটে আমি নিজেকে জড়াতে চাইনা।

ঝঞ্ঝাটে জড়াবার দরকার নেই তাহলে। টাকাটা আমি ফেরত নেব।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর সে বলল, শোনা যায় রোলো মানুষকে বিপদে সাহায্য করে। তাদের কাছ থেকে সে জিনিসপত্র কেনে। শুনেছি কিছু কিছু মেয়ে তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য কেনে। তার একটা দল আছে। বুচ বলে একটা লোক হোটেলময় ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমার খুব ভয় করে। লোকে ওকে খুনী বলে জানে। মন দিয়ে শোন, আমি যা জানি তা হচ্ছে এটা একটা সাধারণ ক্লাব মাত্র।

তাহলে তুমি বলতে চাও রোলো চোরাই মাল আরমাদক ওষুধ কেনা বেচারব্য বসাদার। তাই না?

-হ্যাঁ, তাই।

–বেশ। আমি রোলোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

–ওরা এত কড়া যে তোমাকে ঢুকতেই দেবেনা।

–আমাকে ক্লাবে নিয়ে চল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল লোকটা।

গাড়ি থেকে নামবার সময় স্বর্ণকেশী অনুভব করল যে শোফারটি তাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে। বেঁটে লোকটিকে নিয়ে অন্ধকারে হাঁটবার সময় শোফারের দৃষ্টি সে পেছন থেকে অনুভব করতে পারছিল। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল সে।

অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলিপথের মুখে এসে লোকটি প্রশ্ন করল, আর কত দূর?

–এই তো গলিটার শেষে। কোনো ভয় নেই। আমার কাছে টর্চ আছে।

অন্ধকারের বুক চিরে সরু সুতোর মত আলো পথ করে দিল। বেঁটে লোকটি আলোর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা সরু পথের মাথায় এসে দাঁড়াল। পথরুদ্ধ করে সামনেই একটা ইটের পাঁচিল। দেওয়ালের মাঝখানে একটা গেট। টর্চের আলোয় লোকটি দেখতে পেল কাঠের ওপর থেকে রং খসে পড়েছে। লোহার বড় কড়াটা মরচে ধরা।

স্বর্ণকেশী বলল, ঢুকতে না দিলে আমায় দোষ দিও না।

অনেক অনেক ধন্যবাদ, তুমি এবার নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পার।

গলি ধরে ফিরে আসার সময় সে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল লোকটা সহজেই ঢুকে গেল। হঠাৎ সে তার পাশে কারোর উপস্থিতি অনুভব করল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে। টর্চের আলোটা পাগলের মতো সন্ধান করতে করতে শোফারটির ওপর। স্থির। তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। তার ভয়ার্ত কণ্ঠ।

আলো নেভাও। শোফারটির গলায় হিংস্রতা। সাপ যেমন খরগোসকে সম্মোহিত করে ফেলে সেইরকম সম্মোহিত হয়ে টর্চ নিভিয়ে ফেলল সে। চারিদিক অন্ধকার গ্রাস করল। শোফারটি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, কিছু অনুভব করতে পারছ?

স্বর্ণকেশী অনুভব করল তার পোষাকের ওপর দিয়ে পার্শ্বদেশে কিছু খোঁচা মারছে। হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করল সে। তুমি কি কাজ করছ? ভয়ে সারা শরীর কাঁপছিল।

–এটা একটা ছুরি। খুবই ধারালো তোমার পেটটা চিরে ফেলতে পারি।

দম নিয়ে সে চীৎকার করতে গেল। কিন্তু ছুরিটি তার পশ্চাদদেশের হাড়ে খোঁচা মারল।কাঁপতে থাকল সে। মুখ হাঁ। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

-ব্যাগটা দাও। নড়বে না।

স্বর্ণকেশী তাকে তার হাতের তলা থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে তার টাকাটা পকেটস্থ করতে শুনল।

–পচা ইঁদুর কোথাকার। রাগে এবং ভয়ে সে বলল।

নীচু গলায় লোকটি বলল, তুমি ঐ লোকটাকে এমন কোন খবর দাওনি যাতে উনি তোমাকে দশ পাউন্ড দিয়েছেন। উনি পাগল তাই এভাবে টাকা খরচ করছেন।

সে ছুরিটা দিয়ে মেয়েটার গায়ে চাপ দিতে লাগল। ফার কোটের জন্যে যন্ত্রণাটা সে অনুভব করতে পারলনা।

–আমি টাকাটা রাখছি। তোমার চেয়ে ওটা আমার বেশি প্রয়োজন।

–তুমি ওটা নিয়ে কিছুতেই যেতে পারবেনা। আমি ওকে বলে দেব। ও এখুনি ফিরে আসবে বুঝতে পেরেছে পচা শুয়োর।

সে সরে গেল। স্বর্ণকেশী তার স্কার্টের ভেতর উরুর ওপর যেখানটা কেটে গেছে সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসা অনুভব করল।

মেয়েটি বুঝতে পারল যেতটা খুব মারাত্মক নয়।তবুরক্তপাত অনুভবকরে ভীত হয়ে উঠল।

-কিন্তু তিনি যখন আসবেন তোমাকে দেখতে পাবেন না। একটা গেঁঠো আঙ্গুলওয়ালা মুঠো চোয়ালে এসে তীব্র আঘাত করল।

.

রোলো–পঞ্চাশ বছরের এই বিশাল চেহারার লোকটি রোলো। লম্বায় ছফুটের চেয়ে চার ইঞ্চি বেশি। বিশাল মেদবহুল দেহ। বিরাট ডিমের মতো নরম একটা ভুড়ি। মোটা মোটা হাত। চোখের দুপাশে মাংস ঝুলে পড়ে চোখ দুটো ঘোট ঘোট। সেই চোখে কখনও কোমলতা, কখনও ধূর্তামি, কখনও কামনা। তার ঠোঁটের ওপর মোম লাগানো একটা গোঁফ। বিশাল হাত দুটো মাকড়সার মতো সদাই ব্যস্ত।

গিল্ডেড লিলি ক্লাবের পরিচালনা করা ছাড়া সে আর কিছুই জানেনা। সমস্ত কিছু সন্দেহজনক ব্যাপারেই তার হাত আছে এরকম মনে করা হয়। কেউ বলে চোরাই মালের ব্যবসা, কেউ বলে মাদক ওষুধের। আবার কেউ বলে খুনকরা। কেউ সঠিকভাবে কিছু জানেনা। লন্ডনের এই ক্লাবের ছশো মেম্বারদের প্রত্যেকেই অসৎ সমাজের সর্বস্তরের অসাধু লোক।

ক্লাবটার ভেতরে একটা সাজানো-গোছানো ঘর আছে। তাকে ঘিরে ব্যালকনী। সেখানে কয়েকজন অনুগ্রহ ভাজন লোকই পৌঁছতে পারে। রোলোর সব কিছু লক্ষ্য করার জন্য এটাই পছন্দ সই জায়গা।

কেউ ক্লাবে ঢুকে রোলোর দিকে তাকাবে তার সঙ্গে রোলো কথা বলতে চায় কিনা। রোলো আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে নিজের অফিস ঘরে ঢুকে যাবে।

কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে যেতে পারবেনা। তাকে বারম্যানের সঙ্গে দুচারটে কথা বলতে হবে। মদ খেতে হবে। তারপর ছোট্ট নাচবার জায়গায় ঘুরঘুর করতে করতে সবার চোখের আড়ালে ঝোলানো মোটা ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ব্যালকনীতে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই গোপনীয়।

বুচ–পাতলা লম্বা। মৃত্যুশীতল চাউনী।কালো পোষাক কালো ঝোলানো টুপী,কালো জামা। লাল হলদে ঘোড়র ক্ষুরের ছাপ লাগানো সাদা লাল সিল্কের টাই। বুচের কাজ সিঁড়ির পাহারা।

রোলোর অফিসটা বেশ সাজানো গোছানো। রোলো ডেস্কের পেছনে ঘুম জড়ানো মুখের হলদে দাঁতে একটা সিগার চেপে ধরে থাকবে। শেলি থাকবে ফায়ার প্লেসের কাছে। মাঝে মধ্যে সে কথা বলবে। কিন্তু তুমি ঘরে ঢোকামাত্র বড় বড় কালো চোখ তোমার দিকে স্থির হয়ে থাকবে। তার চোখে কিছুই ফসকায় না।

শেলী একজন ক্রেয়ল। হাল্কা ব্রোঞ্জ রং-এর মূর্তির মতো চেহারা। তার বড় বড় কালো চোখ। চওড়া থুতনীর ওপর গোখরো সাপের মতো গালের হাড়। মুখটা লাল ফলের মত, উদ্ধত। শেলি তার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেররক্তের জন্যে লজ্জিত।তার সান্ধ্য রং বেরংয়ের পোষাকের ভেতর দিয়ে শরীরের রেখাগুলো স্পষ্ট। তার প্রচণ্ড যৌন আবেদনে প্রতিটা পুরুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শেলি হচ্ছে রোলোর রক্ষিতা। হয়তো কেউ রোলোর সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা সেরে চলে গেল। রোলো তখন শেলিকে জিজ্ঞেস করবে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। লোকের মনের গোপন ভাব বুঝে বলার আশ্চর্য

ক্ষমতা আছে শেলির এবং এই ক্ষমতার জন্যে সে বহুবার রোলোকে সাবধান করে দিয়েছে।

আজ রাতে রোলো তার ডেস্কে বসে একটা জড়োয়ার গয়না দেখছিল। বুচ এসে বলল, একটা লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিন্তু আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি। সে এখানকার মেম্বারও নয়।

–কি চায় সে?

কিছু বলছে না।

–তবে বলে দাও, আমি দেখা করব না।

বুচ মাথা নেড়ে বলল, সেটা সে জানে। আর সেজন্যই সে এই খামটা তোমাকে দিতে বলেছে।

রোলো একবার শেলির দিকে তাকিয়ে কুঁচকিয়ে খামটা খুলল। ভেতরে একটা ব্যাংক নোট।

হঠাৎ ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। নীচের হল ঘরের ড্রামের মৃদু শব্দটা থেমে গেল। রোলো নোটটা টেবিলে মেলে ধরল। শেলি আর বুচ নোটের দিকে ঝুঁকে পড়ল। একশ পাউন্ডের নোট। —এ কে?

বুচ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বেঁটে মত একটা লোক। পোষাক দেখে মনে হচ্ছে বেশ শাসালো পার্টি।

–বেশ তবে আমি দেখা করে জানতে চাই লোকটা কে? আমি যদি দুবার ঘণ্টা বাজাই তুমি লোকটাকে অনুসরণ করবে।

বুচ বেরিয়ে গিয়ে আবার এল। সঙ্গে এলো রোলস রয়েসের সেই বেঁটেটা। মাথার টুপী ঝুঁকিয়ে বলল–আমার নাম ডুপন্ট। আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বুচ আড়চোখে রোলোর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

-আপনি তো বেশ ব্যয়বহুল পথে নিজের পরিচয়টা দিয়েছেন। বসুন মিঃ ডুপন্ট।

লোকটি শেলির দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা একটু একা হলে ভাল হতো না?

–আপনি নিশ্চিন্তে যা বলার বলতে পারেন। এবার বলুন আপনি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চেয়েছেন?

আমি আপনার সাহায্য চাই।

আমার অনেক কাজ আছে। লোককে সাহায্য করা আমার পেশা নয়।

–তবে দেখছি আপনার সাহায্য আমাকে ক্রয় করতে হবে।

রোলো টেবিলে হাত ছড়িয়ে বলল, তাহলে আলাদা কথা।

ইতস্ততঃ করে ডুপন্ট বললেন,আমি ভুডুইজম সম্পর্কে আগ্রহী। আমার মনে হয় আপনার থেকে এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবো। এর জন্যে খরচ করতেও আমি সমান আগ্রহী।

রোলোর এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। ভুডুইজম সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি কেউ জানেনা। অর্থের কথা মাথায় রেখে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। সুতরাং উৎসাহব্যাঞ্জক। হাসি হেসে সে বলল, আমার জানা নেই এমন জিনিস খুব কমই আছে। তবু আমি কিছু বলার আগে আপনাকে আরও বিশদ ভাবে বলতে হবে।

আমার মনে হয় না এর প্রয়োজন আছে। ভুডুইজমের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার জানে এমন কাউকে কি আপনার জানা আছে? জানেন তো বলুন টাকা পাবেন। না জানলে বলে দিন খামোকা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

–এ ধরনের ব্যাপার এদেশে উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। ব্যাপারটা কি বলুন তো, আপনার এতে খোঁজ কিসের। প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া উচিত।

এক হাজার পাউন্ড পাবেন, কোন প্রশ্ন করবেন না। রোলো আশ্চর্য হলেও মুখে প্রকাশ না করে বলল, হ্যাঁ অনেক টাকার ব্যাপার, এবার মনে হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

–ভাল কথা, তবে চটপট নাম, ঠিকানা দিন, আর হাতে হাতে টাকা নিন।

রোলোর নাম, ঠিকানা জানানা থাকলেও তার জানা আছে সে কোথায় থাকে। সুতরাং চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে মুখে বলল–একটা লোক আছে, কালই তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম।

–কে সে?

–তাকে না জিজ্ঞেস করে নাম বলাটা ঠিক হবেনা।

আপনি তবে কথা বলে রাখুন, আমি আবার আসব।

সন্ধানী দৃষ্টিতে রোলো বলল, কিন্তু আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি বলে গেলেন না তো?

বলবেন আমি ভুইজমের আনুষ্ঠানিক পট দেখতে আগ্রহী, ব্যাপারটার মধ্যে জুমবিইজমও থাকবে। অনুষ্ঠানটা গোপনে হবে। দক্ষিণাও মোটা রকমের দেব।

জুমবিইজম কথাটা মনে রাখার জন্যে রোলো ব্লটিং পেপারে লিখে রাখল। এ কথাটা সে কোন দিনই শোনেনি, অর্থও কিছু বোধগম্য হচ্ছে না।

–মাপ করবেন, দয়া করে বলে যাবেন দক্ষিণাটা কত হবে? আপনার কাছে মোটা রকমের হলেও তার কাছে নাও হতে পারে।

–ঠিক আছে দশ হাজার পাউন্ড দেব। কিন্তু টাকাটার মতো ব্যাপারটাও যেন সফল হয়।

সমীহের দৃষ্টি হেনে রোলো বলল বৃহস্পতিবার ঠিক এসময়ে আমি লোকটাকে নিয়ে আসব।

-ঠিক আছে। পরিচয়ের জন্যে আপনি পাবেন হাজার পাউন্ড। আর সে পাবে দশ হাজার পাউন্ড।

–ঠিক আছে, বুঝেছি।

তবে আমার ব্যয়বহুল ভিজিটিং কার্ডটা ফেরত দিন। ঢোকবার জন্যে ওটার প্রয়োজন হয়েছিল।

–রোলো দ্বিরুক্তি না করে একশ পাউন্ডের নোটটা ফেরৎ দিল।

মিঃ ডুপন্ট চলে যেতেই শেলি বলল, লোকটা বদ্ধ পাগল, ওর চোখ দেখেছো?

-হ্যাঁ, তবে বেশ মালদার আছে। রোলো দুবার বেল বাজাল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে সুশানকে এই নিয়ে আটবার শুনতে হল এই যে খুকী যাবেনাকি আমার সঙ্গে? সে রাস্তা পেরিয়ে পিকাডিলীর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ফুলহাম রোডের ঐ পুরোন বাড়িটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। ওটাই তার ঘর। কিছুক্ষণ আগেও যে ঘরের স্বপ্ন সে দেখছিল একটা চিঠিতেই তা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। চিঠিটা নিয়ে চিন্তা করার জন্যে সারা জীবন পড়ে আছে। আজ নাই বা করল চিন্তা। কিন্তু ঘরে

ফিরলেও নিঃসঙ্গতা তাকে আবার চিন্তার দিকে ঠেলে দেবে। তার চেয়ে এই মানুষ জন ভাল।

একটা লোক পা টেনে টেনে পেছন পেছন আসছে। সে মনিকো ছাড়িয়ে গ্লাস হাউসের দিকে আসতেই তার মনে হল গ্লাস হাউস স্ট্রিটে অন্ধকার আর শিকার ধরার জায়গা। এদিকে আসা ঠিক হয়নি। সামনে একটা ম্যাক্স বার দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল।

ভেতরটা বেশ গরম। সব টেবিলই ভর্তি। দেখে শুনে একটা টেবিলে বসে পড়ল। সামনের লোকটা মুখ ঢেকে, দুটো গেঁঠো হাতে কাগজ পড়ছে।

ওয়েট্রেস এসে বলল, দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত সুশান হতাশ হয়ে বলল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এক কাপ কফি

হবে না, বন্ধ করে দিচ্ছি।

সুশান ভাবল বিশ্রাম তাকে নিতেই হবে, যদি বাইরে সেই লোকটা অপেক্ষা করে থাকে?

সুশান অশান্তির ভয়ে চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল।

বন্ধ কুড়ি মিনিট পর হবে।

–একটা নরম গলা বলল, ওকে এককাপ কফি দাও।

সুশান ও ওয়েট্রেস দুজনেই টেবিলে বসা লোকটার দিকে তাকাল।

ওয়েট্রেস কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কফি না নিয়ে এলে তোকটা বোধহয় সারারাত এভাবে তাকিয়ে থাকবে।

সে কফি নিয়ে এসে ঠক করে রেখে বিল দিয়ে চলে গেল। লোকটি আবার কাগজের আড়ালে চলে গেল। ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছে হলেও কোন সুযোগ নেই। সুশান দেখে নিয়েছে লোকটার গায়ে শোফারের পোষাক। বয়স তার মতো একুশ-বাইশ হবে। তার চোখ দুটো গভীর কঠিন। ভয় পাবার মত।

সুশান ব্যাগ হাতড়ে প্রত্যাখানের চিঠিটা বার করল আর তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

হঠাৎ সে শোফারকে লক্ষ্য করতে লাগল। কাগজটা এমনভাবে ধরা যে কেবলমাত্র সুশানই তার মুখ দেখতে পাবে।

কেঁদে কোন লাভ হবে না।

–সুশানের মনে হল এবার সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

–শোফারটি চোখ দুটোনা সরিয়ে বলল, তুমিনরম, মনে হচ্ছে কোন পুরুষ সংক্রান্ত ব্যাপার। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই।

রেগে সুশান বলে উঠল–তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে।

–ভাল। মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে উদ্যম রয়েছে।

দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

–আমি তোমাকে সাহায্য করতে আগ্রহী। সাহায্য চাই কিনা তোমার?

আমার মনে হয় তুমি কাকে কি বলছ জানো না।

মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল–আমি মেয়েদের জানি এবং এটাও সঠিকভাবে জানি তুমিই সে মেয়ে যাকে আমি খুঁজছি। আজ তুমি দুঃখী কিন্তু পরে তুমি দুঃখ কাটিয়ে উঠবে।

ব্যাগ তুলে নিয়ে সুশান বলল–অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা বলি না। চলি।

–আমি তোমাকে কফি পাইয়ে দিলাম আর তুমি আমার একটা উপকার করবেনা।

–আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

–ঘরের শেষ প্রান্তে বাঁ দিকের টেবিলে কালো জামা, সাদা টাই একটা লোক বসে আছে। দেখো

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সুশান বলল–আছে।

–লোকটা আমাকে অনুসরণ করছে।

–তা আমার কি করার আছে?

আছে। তুমি যে ধাক্কাটা খেয়েছো এ কাজটা করলে তুমি সেটা ভুলতে পারবে। তুমি আমার হয়ে লোকটাকে অনুসরণ করবে। আমি জানতে চাই লোকটা কে। স্থির দৃষ্টিতে সুশান তাকিয়ে রইল।

এতে ঝুঁকি আছে।

লোকটা বুঝতেও পারবে না। তোমাকে আমি দশ পাউন্ড দেব।

–পাগল হয়েছে। আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না।

–তোমাকে ভাবতে হবে। এই তুমিই না এক মিনিট আগে নদীতে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলে আর এখন প্রাণের ভয় করছ?

–কিন্তু আমি যে কখনও কাউকে অনুসরণ করিনি।

–খুব সোজা। বাইরে নম্বর এক্স.এল.এ৩৫৭৮একটা প্যাকার্ড গাড়ি আছে। পেছনসীটে একটা কম্বল আছে। তুমি ভেতরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাক। সে পেছন ফিরে তাকাবেও না।

–কিন্তু তুমি কে আর লোকটাই বা কে?

–এখন জানার প্রয়োজন নেই। তবে প্রচণ্ড ঝুঁকিও আছে।

সুশান তার ফুলহাম স্ট্রীটের ঘরে ফিরে যাবার কথা ভেবে ভয় পেয়ে বলল ঠিক আছে। বলেই আফশোস হল।

.

বুচ, তার আসল নামমাইক এগান। টেমসের পার দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল সন্ধেটা ভাল কাটল। সময় তখন রাত বারটা ত্রিশ মিনিট। ব্যক্তিগত কাজগুলো সারবার সময় আছে। বুচ রোলোর কথা ভাবতে ভাবতে বার্কলে স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখলোত ওপরে পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে শেলি ফিরেছে। সে দুবার হর্ন বাজাল। পর্দাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা একটা সংকেত। মানে শেলি একলা রয়েছে। গাড়িটা বিশাল গ্যারেজে ঢুকিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করল। তারপর আলো জ্বালিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল

শেলি বিছানায় আগুন রঙ-এর পাজামা পরে শুয়েছিল। মনিবন্ধে ভারি ব্রেসলেট, পায়ে চটি, মাথায় স্নান করার জন্য সিল্কের টুপী।

-কি হল?

–লোকটাকে পিছু করলাম। কি জিজ্ঞেস করছিল?

–লোকটা কে?

–কেস্টার ওয়েডম্যান-কোটিপতি। কিন্তু কি চাইছিল ও?

–পাগল, একেবারে পাগল।

খুলে বল।

–ভুডুইজমের ব্যাপার। ও চাইছিল ভুডুইজম জানে এমন লোকের সন্ধান।

–রোলো ভাগিয়ে দিয়েছে?

না, এগার হাজার পাউন্ডের ব্যাপার তো!

–অনেক টাকা। তা এসো না এটাকে আমরা ভাগাভাগি করে নিই।

–রোলো ছাড়া কেউ পারবেনা।

–তোমারও কিছু মনে আছে। ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোর না।

–মাইক এত সন্দেহ প্রবণ হয়ো না।

–শেলি! রোলোর কাছ থেকে ভেগে পড়ার তালে আছি। আশা করি যাবার সময় তুমি সঙ্গে থাকবে।

–এত সন্দেহ প্রবণ হয়োনা মাইক। গুড নাইট।

সিঁড়ির মুখে গুড়ি মারা সুশান হেডার একটা চড় মারার শব্দ পেল, তারপর সশব্দে একটা দেহের পড়ে যাওয়ার শব্দ। পরমুহূর্তে একটা আধা জান্তব আওয়াজ ঢাকবার জন্যে সেকানে হাত চাপা দিল।

ডাঃ মাটিন রোলোর ঘরের ঘণ্টা বাজাল। রোলোর পাশ্বচর লংটম বেরিয়ে এল ডাক্তার, এত সকালে ওনার সঙ্গে দেখা হবেনা।

–ভাগো, রোলো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

বিশাল খাটে রোলো শুয়ে আছে। ডাক্তার পাশের চেয়ারে বসল।

পনের বছর আগে ডাঃ মার্টিনের চেম্বার ছিল হারলে স্ট্রিটে। কিন্তু একবার একটা যুবতীকে সাহায্য করতে গিয়ে সব কিছু গড়বড় হয়ে যায়। এখন তিনি শুধু গিল্ডেড লিলির ডাক্তার। অছাড়া তার অদ্ভুত সাধারণ জ্ঞানের ফায়দা লোটে রোলো।

ডাক্তার তুমি কি ভুডুইজম সম্পর্কে কিছু জান?

-পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ডাকিনীবিদ্যা।

জুমবিইজম?

–মড়াকে জ্যান্ত করা।

–মানে?

–আমার হাইতির এক বন্ধু বলেছিল জোমবি মানে আত্মাবিহীন মৃতদেহ। কবর থেকে তুলে তাতে প্রাণসঞ্চার করা হয়। জুমবিকে দিয়ে মানুষের মত খুন করানো আর যত বাজে কাজ করানো যাবে।

–কি করে প্রাণসঞ্চার করা হয়?

–ওসব ভুডুর গোাপন ব্যাপার, কেউই বলতে পারবে না।

রোলো খেতে খেতে চিন্তা করতে লাগল ডাক্তারকে সে টাকার কথা সব খুলে বলবে কি? কিন্তু ডাক্তার ছাড়া এ সম্বন্ধে তাকে আর কেউই সাহায্য করতে পারবেনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারকে সব কথা বলাই স্থির করল।

আমি এ ব্যাপারে কিছু টাকা পেতে পারি। সাহায্য করবে আমাকে?

টাকা পেলে সবই করতে পারি।

রোলো এগার হাজার পাউন্ডের কথা চেপে গিয়ে কেস্টার ওয়েডম্যানের আসার ব্যাপারটা সব খুলে বলল।

বুচ কি জানতে পেরেছে, লোকটা কে? ডাক্তারের প্রশ্ন।

রোলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, হ্যাঁ ও হল কেস্টার ওয়েডম্যান।

ডাক্তার মার্টিন গভীর শ্বাস টেনে বলল–আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ও তো কোটি কোটি টাকার মালিক।

জানি, আমি চাই তুমি এমন একজনকে খুঁজে বার করো, যে ভুডুইজম সম্পর্কে কিছু জানে। তারপর রোলো চিন্তা করল যে দুএকশ পাউন্ড দিয়ে ডাক্তারকে বোকা বানানো যাবে না, তাই অনেক কষ্টে বলল, তোমাকে হাজার পাউন্ড দেব।

–ওতে কাজ হবে না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না। সাফ সাফ বলল যা পাবে তার এক তৃতীয়াংশ শেয়ার আমাকে দিতে হবে।

–ডাক্তার দেখ বেশি বাড়াবাড়ি কোর না। তবে বিদেয় করে দেব। তোমাকে ছাড়াই আমার কাজ চলবে।

–ডাক্তার বলল চলবে না। সম্ভবতঃ আমিই একমাত্র লোক যাকে তুমি অবিশ্বাস করতে। পারোনা। আমি বুড়ো মানুষ.বুড়োদের অবিশ্বাসীহওয়া পোযায়? ছেলে ছোকরাদের কথা আলাদা তাদের জীবনের অনেক বাকি।

–কি বলতে চাইছো? তুমি কি জান?

–আমি শুধু বলতে চাই আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

–বুচকে পারি না?

–ওর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। তাহলে বলল এক তৃতীয়াংশে রাজি?

–এক চতুর্থাংশ।

–এক তৃতীয়াংশ।

–বেশ, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। কেস্টার কালই আসবে।

–আসুক। আজ আমি একটু পড়াশুনা করে নোব। ঐ পাগল কোটিপতিটাকে একটু খেলাতে পারলেই এক মিলিয়ন পাউন্ডও বাগাতে পারবে।

–কি যা তা বলছ?

–ঠিকই বলছি। ওকে আমি জানি। ওর পেছনে উকিল, পুলিশ সব আছে। তাছাড়া এদিকে বুচ টাকার লোভে ব্যাপারটা সে নিজেই হাসিল করার চেষ্টা করবে।

রোলো ঘুসি পাকিয়ে বলল, বারবার ওর কথা তুলছ কেন? ও আমার কথামতো কাজ করে। এছাড়া আর কিছু নয়।

দরজার দিকে যেতে যেতে ডাক্তার বলল-তবু খেয়াল রেখো, ভুলেও ওকে এ ব্যাপারে কিছু রোলো না। অনেক টাকার ব্যাপার কিনা!

.

সুশান হেডার গ্রীনমানে বাস থেকে নেমে হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকী। শোফারটি কথামত আসবে তো?

গতকাল রাতের ঘটনা বেশ ভীতিপ্রদ এবং উত্তেজক। মাঝে তো সে জর্জের কথা ভুলতে রসেছিল। এরকম অভিজ্ঞতা কজন মেয়ের হয়? হঠাৎ করে দশ পাউন্ড রোজগার করা গেল। কিন্তু কঠিন পরিবেশের মেয়ে সুশান শিখেছিল অজানা লোকের থেকে কিছু নেবেনা। কিন্তু আজ সে নিজেকে বুঝিয়েছে টাকার বদলে সে একটা কাজ তো করেছে! শোফার যদি তার বিবরণে সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে টাকাটা ফেরৎ দেবে।

হঠাৎ মৃদু একটা গলার আওয়াজে সুশানের চিন্তা ভগ্ন হল।

-তুমি তাহলে ঠিক সময়ে এসেছে।

দুরু দুরু বক্ষে তাকিয়ে দেখল শোফারটি ঠাণ্ডা অবন্ধুসুলভ, তিক্ত, বিপপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

–ভাবছিলাম তুমি আসবে কিনা, সুশান বলল।

চল আমরা হাঁটি, রাস্তায় আমাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে। সামনের বাগানে ঝোঁপের আড়ালে ফাঁকা বেঞ্চি দেখে সেবলল, বোস। এখানে কথা বলি। অনেকটা ফাঁক রেখে সুশান বসল।

-কি ব্যাপার? অনুসরণ করেছিলে?

-হ্যাঁ, তার আগে আমি জানতে চাই তুমি কে। কাল রাতে আমাকে বোকা বানিয়েছিলে। আমি বিপদে পড়তে পারতাম।

–আমি কে তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবেনা। কাজ করেছে, বদলে টাকা নিয়েছে। তাই নয় কি?

ব্যাগ খুলে সুশান দশ পাউন্ডের নোটখানা শোফারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও তোমার টাকা। আমার কাজের আগে এটা নেওয়া উচিত হয়নি।

শোফারটির চোখে বিস্ময়।

-নাও, নাও। তাড়া লাগাল সুশান।

–কি ব্যাপার? তোমার কি টাকার দরকার নেই?

–তা থাকবে না কেন? কিন্তু এভাবে টাকা আমি চাই না। সুশানের হাত থেকে টাকাটা হঠাৎ পড়ে গেল।

–ফেলে দিলে যে? তার মানে ভয় পেয়ে তুমি আমার কাজ করনি। এখন টাকা ফেরৎ দিতে এসেছে?

সুশান রেগে গিয়ে বলল

–অনুসরণ ঠিকই করেছি। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কে?

শোফার গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল, সুশান ভয় পেয়ে এখানে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবেনা। সুশান পালাবে কিনা ঠিক করতে করতে শোফারটি সহজ হয়ে নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে বললনাও। টাকাটা নাও। অবশ্য টাকাটা আমার নয়।

গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে সুশান বললনা নেবনা, যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি টাকাটা আমি কার থেকে উপার্জন করেছি ততক্ষণ নয়।

টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে শোফার বলল–আমার নাম জো ফোর্ড। আমি মিঃ কেস্টার ওয়েডম্যানের কাছে চাকরী করি। সে যে কত ধনী তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তার ভাই একবার আমার উপকার করেছিল। যদি কেউ উপকার করে থাকে তাহলে আমি কি তার প্রত্যুৎপকার করব না?

কি ধরনের উপকার?

–আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তার ভাই করনেলিয়াস আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। কেস্টারকে বলে আমাকে থাকতে দেয়। গাড়ি চালাতে শেখায়। তারপর থেকে আমি তাদের হুকুমের দাস। করনেলিয়াস সব সময় আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।

তার মানে সে মারা গিয়েছে।

হা। দুসপ্তাহ আগে। কেস্টার তার ভাইকে খুব ভালবাসত। এখন তাকে ছাড়া কেস্টারের চলছে না।

–তার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?

–ঠিক বুঝতে পারছি না। মনেহয় কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকই আছে, কিন্তু কোথাও বের হয়না। কাল আমি তাকে শেফার্ড মার্কেটে গিল্ডেড লিলি ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রোলো লোকটার কাছে সে কি চায়, এই ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

–তোমার দরকারটা কি?

–তারা আমার উপকার করেছিল। এবার তাকে রক্ষা করে আমার উপকারের প্রতিদান দিতে হবে।

—তারা যদি টাকার গন্ধ না পায়?

পেয়েছে রোলো। জানিনা কালো পোষাক পরা লোকটা ক্লাব থেকে বেরোবার পর আমাদের অনুসরণ করে কেন? তাই আমি লোকটা কে জানতে চাই।

–সুশান সব খুলে বলে উদ্বিগ্ন মুখে তাকালো। কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা।

–আমি খুব ভাল করেই জানতাম তুমিই পারবে কাজটা।

টাকাটা তুমি রোজগার করেছে। এই নাও ধরো।

সুশান টাকাটা নিয়ে নিল।

এখনও অনেক কিছু করার বাকি। ওরা আমাকে যে বকশিস করেছে আমি জমিয়ে রেখেছি। ও টাকাগুলো আমার দরকার নেই। আমাকে সাহায্য কর আর টাকাগুলো নাও।

–আমি তোমার জন্যে আর কি করতে পারি বল।

–আমি কাউকে ক্লাবের ভিতরে পাঠাতে চাই। সেক্ষেত্রে তুমি কি সঠিক?

সুশান সতর্ক হয়ে বলল মনে হয় না।

জো বাধা দিয়ে বলল, তুমিই পারবে।

–সেক্ষেত্রে তোমাকে আমার জন্যে ওখানে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এই নাও আমার নাম ঠিকানা।

বেশ, দেখা যাক কি করতে পারি।

.

সকাল এগারটা বেজেকয়েক মিনিট পরে শেলি সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব আর সুন্দর সাজ-পোষাক পরে নিউব্যান্ড স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলেছে। লোকেরা তাকিয়ে দেখলেও তার কোন খেয়াল ছিল না। সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে এথেন কোর্টের একটা ঠিকানা বলল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে পুরানো ধরনের লিফটে গিয়ে উঠল সে। ওপরে উঠে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপল। পেতলের পাতের ওপর নাম লেখা গিলোরী।

গিলোরী দরজা খুলল।

–অবাক হচ্ছে?

–তুমি এখানে এসো না, কেউ দেখে ফেলবে।

–ওসব ছাড়। ঢুকতে দেবে কি?

–তুমি বরং চলে যাও। এটা ঠিক নয়, নরম গলায় গিলোরী বলল।

শেলি নিগ্রো গিলোরীকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল।

–তুমি একমাত্র লোক যে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে।

–সমস্ত কালো লোকই তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবে। তুমি আর আমাদের জাতের নও। বল কি চাও?

–তোমাকে দেখার ইচ্ছে হল, তাই এলাম।

–আজ রাতে দেখতে পেতে।

শেলি গিলোরীর পাশে গায়ে গা লাগিয়ে একটা টুলে বসল। সারা শরীর কামনায় জর্জরিত। গিলোরী জাতে হাইতিয়ান। কয়েকবছর পর বুচ, রোলো এরাযখন তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন, তার কি হবে? গিলোরী যদি তাকে গ্রহণ করে তবে সে জন্মভূমি ফিরে যাবার জন্যে অধীর আগ্রহী।

শেলি প্রশ্ন করল আমি কি তোমার কেউ নই?

ভাবলেশহীন ভাবে গিলোরী বলল–কেন হবে?

তুমি কি ভুলে গেছ, তুমি আমায় ভালবাসতে?

তোমার কাছে ওসবের মূল্য ছিলনা।

–সবারই ভুল হয়। আমরা কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারিনা?

–ভাগ্যকে পাল্টানো যায়না। চলে যাও তুমি। আর কখনোও আসবেনা।

–আমি কি তোমার থেকে একটু সাহায্য চাইতেও পারিনা?

না, কারণ তুমি জানো কাজটা ভালো নয়। আমি জানি কি ঘটতে যাচ্ছে। তাই কাজটা আমি করব। তোমার বলার দরকার নেই।

–কি বলতে চাইছো তুমি?

–রোলো যদি আমায় করতে বলে তবেই। এতে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।

–হাত মুঠো করে শেলি বলল–রোলো কি করতে বলবে?

–তোমরা টাকার জন্য করতে পারনা এমন কি আছে? তাই এখন সাবধান করছি এর থেকে সরে থাকো।

–তুমি বড় হেঁয়ালি করে কথা বলছ।

তবে আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি। বলে গিলোরী আলমারী থেকে একটা কালো এবং একটা সাদা পুতুল বের করে ডিভানের দিকে ছুঁড়ে দিল। দুটো পুতুল একসঙ্গে পড়ল। কিন্তু সাদা পুতুলটা কালো পুতুলের ওপর।

শেলি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

–আবার দেখো–বলে একই পুনরাবৃত্তি করল। এবারও কালো পুতুলটার ওপর সাদা পুতুলটা। দুবার একই ফল হল।-দেখতে পাচ্ছো?

–তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কর, তবে ভুল করছ।

পুতুল দুটো শেলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গিলোরী বলল–তবে নিজেই চেষ্টা করে দেখনা।

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে শেলি পুতুল দুটোকে দেওয়ালে আছড়িয়ে মারল। দেখা গেল ফলাফল সেই একই। কালো পুতুলটার ওপর সাদা পুতুল।

সাদাটা কে?

গিলোরী মাথা নেড়ে বলল–জানি না।

-ভয় দেখাচ্ছো?

হঠাৎ বেল বেজে উঠল।

দরজা খুল না।হয়ত বুচ।

–সেটা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

শেলি দৌড়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে পড়ল।

গিলোরী দরজা খুলে দেখল ডাক্তার মার্টিন, বলল–আসুন আপনাকেই চাইছিলাম।

ঘরে ঢুকেই ডাক্তারের নাকে শেলির প্রসাধনের গন্ধ ঢুকল। মনে মনে ভাবল–এই শেলির কি সর্বত্র যাতায়াত, চেয়ারে বসে ডাক্তার বলল তুমি তোনাচের ড্রাম বাজিয়ে, তুমি আমায় আশা করছিলে কেন?

বলুন, বলুন, যা বলার বলুন গিলোরী বলল।

–তুমি একটা অদ্ভুত মাল, ডাক্তার বলল।

–বোধ হয় তাই, গিলোরী ঘাড় নাড়ল।

–তুমি আমাকে একটা সাহায্য করবে? রোজগারের একটা সুযোগ করে দিতে পারি। লোকটার অনেক টাকা, ভুডু সম্বন্ধে জানতে চায়।

–আপনি কি করে ভাবলেন, আমি ভুডু সম্বন্ধে জানি?

-তা জানিনা। বই পড়ে জেনেছি এটা একটা আদিম সংস্কার। তবে তুমি না জানলে, জানার ভান করতে পার। ঐ ভানের বিনিময়েই পাবে এক হাজার পাউন্ড।

–তা কি করতে হবে?

–সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নোব। সে রকম কিছুই নয়।

–আপনি ঠিক জানেন ব্যাপারটা সত্যিই সরল সোজা?

–অবশ্য আমাদের জানতে হবে আসলে সে কি চায়।

–আপনি কি ভুডুতে বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার হেসে বলল–পাগল হয়েছো তুমি?

–আমার দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি একজন অজ্ঞ-নিগ্রো।

তুমি বিশ্বাস করনা? বুঝিনা তোমার মধ্যে যেন কি আছে।

–যদি আজ রাতে আমরা রোলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলি?

-তাহলে আমি বুঝলাম তুমি আমার সাহায্যে রাজি আছো। হাজার পাউন্ড তো আর আকাশ থেকে পড়ে না! তাহলে আজ রাতেই দেখা হবে। চলি। ডাক্তার চলে গেলেন।

# ২. ফুলহাম রোডের আবাসিক বাড়িটা

১৫৫এ ফুলহাম রোডের আবাসিক বাড়িটা সেডরিক স্মাইথ-এর। সুশান হেডার সুন্দরী, বুদ্ধিমতী হওয়ায় তার ওপর প্রখর দৃষ্টি ছিল সেডরিকের। এটা সে নিজের দায়িত্ব মনে করত। ফলে জর্জের চিঠিগুলো সে বাষ্প দিয়ে খুলত এবং পড়ত। সেডরিকের মনেও আঘাত হেনেছিল জর্জের শেষ চিঠিটা এবং দেখেছিল সুশান চিঠিটা পড়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিল ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে সে ফিরে আসবে।

বদলে সুশানের উজ্জ্বল চোখ দেখে সেডরিক অবাক হয়ে গেল। আরও অবাক হলো যখন দেখল পোস্টম্যান তার চাকরী এবং বীমার কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে গেল। অর্থাৎ সুশানের চাকরী নেই। সে ভাবতে লাগল, মেয়েটার কি জর্জ কিংবা চাকরীর জন্যে কোন দুঃখ নেই? করছে কি মেয়েটা? কাল অত রাত পর্যন্ত কি করছিল, কোথায় ছিল? চিন্তায় জর্জরিত হয়ে উঠল। এমন সময় চিন্তাভগ্ন করে বেল বাজতে দেখল দরজায় একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে।

মিস্ হেডার এখানে থাকেন?

–হ্যাঁ, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

ছোকরাটি বিন্দুমাত্র ভাবনানা করে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল,ও এলেই এটা দিয়ে দেবে। বাষ্প দিয়ে যেন এটা খুলনা। তোমার মতো হোঁৎকা বদমায়েসদের আমার ভাল চেনা আছে। সেডরিক ভীত চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আজকালকার ছোকরাগুলো যেন কেমন–মনে মনে ভাবতে লাগল সেডরিক। ঐ ছেলেটা কে? কি মানে এসবের? তারপর কেটলীর বাম্প দিয়ে চিঠিটা খুলল সে।

চিঠিতে লেখা–২৪সি রুপার্ট স্ট্রিটে ফ্রেসবীর এজেন্সীতে যাও। সে তোমায় ঢুকিয়ে দেবে। জে.সি।

.

সুশান দরজা ঠেলে ঢুকল। রোগা একটা লোক ডেস্কে বসে। সামনে এক কাপ চা আর রুটি।

-মাপ করবেন। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

–আর চা নেই, চায়ের আশা কোরনা। লোকে মরতে যে কেন ঠিক চায়ের সময় আসে? পাউরুটি কামড়াতে কামড়াতে বলল।

চা আমি চাই না। আমি চাকরীর খোঁজে এসেছি।

–চাকরী? কিসের চাকরী?

–গিল্ডেড লিলি ক্লাবে চাকরী। সুশান ভাবল মিঃ ফ্রেসবীকে দেখে মনে হচ্ছে কাজ দেবার মত লোক ও নয় বরং ওকেই একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

বসতে পারি? মিঃ হো ক্রফোর্ড আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।

জানি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল ফ্রেসবী।

ফ্রেসবীর ব্যবহারেসুশান রেগে গিয়ে বলল, থাকে তোবলুন,না হলে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমার এত সময় নেই।

–কে বলল চাকরী নেই? তবে এত তাড়া কিসের?

টেলিফোন বেজে উঠল–নানা জো তোমায় কিছু চিন্তা করতে হবেনা। টেলিফোন নামিয়ে সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল-শয়তান ছেলেটার থেকে দুরে থাকবে, সাবধানে থাকবে।ও ভাবছে আমি তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করছি। তাই কি? আমি ভেবেছিলাম তুমি চাকরী খুঁজতে আসা অন্য মেয়েদের মতই কেউ। চা খাবে?

–অন্যান্য মেয়েদের মতো? মানে?

-হা হা। সবাই তো এখানে চাকরী, ঘর খুঁজতে আসে।

— গিল্ডেড লিলিতে কি চাকরী আছে?

–এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু ব্যবস্থা করে দোব। কাল সকালে মিঃ মার্শের সঙ্গে দেখা কর। আমার পরিচিত। ওদের সুন্দরী মেয়ে নিয়ে কারবার। তুমি তো বেশ সুন্দরী, তোমার পেছনে ছুক ছুক করে বেড়াবে। সাবধানে থেকো। কাল সকাল দশটায় ওর সঙ্গে দেখা কোর।

ধন্যবাদ। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল। তার মনে হল একটা বুনো জানোয়ার যেন ওর দিকে চেয়ে বসে আছে।

.

বুড়িটা বলল–পাঁচ মিনিট আগেও কুচ্ছিত লম্বা লোকটা জঙ্গলের ওদিকে ছিল। টুপীটা মুখ পর্যন্ত নামিয়ে বিশ্রী মুখটা ঢাকতে চাইছে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জো বলল, কি চায় ও?

কি করে জানব আমি? বলল ইস্যুরেন্সের লোক। জিজ্ঞেস করছিল কে কে থাকে? আমি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

ঠিক আছে তুমি যাও তোমার কাজ করো। আমি ওকে দেখছি।

এটা একটা গরম দুপুরবেলা। ভয় পাবার মতো কিছু ঘটেনি। তবু জো-এর হাত-পা পেটের মধ্যে সেধিয়ে যাচ্ছে। তবু সে কাল জামা পরা লোকটার সন্ধানে যাবেই। লোকটাকে দেখাতেই হবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এটা যদি বোঝাতে পারে তাহলেই হয়ত তারা ক্রেস্টার ওয়েডম্যানকে একা শান্তিতে থাকতে দেবে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলল। মনে হয় কালো জামা পরা লোকটা তার দিকে চোখ রাখছে। আঃ, তার কাছে যদি একটা ছুরি বা পিস্তল থাকত। তবুও তাকে যেতে হবে। নইলে ওয়েডম্যানকে রক্ষা করার কেউ থাকবেনা।

বুচ পড়ে থাকা একটা এলম গাছের গুঁড়িতে বসেছিল। জো তাকাল।

-হ্যালো, বুচ বলল।

–জো উত্তর দিল না।

–আমাকে চেন?

জো ঘাড় নাড়ল। বুচের মত শক্তি যদি তার বুকে থাকত। ভাবতে লাগল জো।

তুমি আর ঐ বুড়ীটা এখানে থাকো? না।

–অনেক হয়েছে। বল।

বুড়িটা তো কোন কম্মের নয়। তুমি একা আর কি করতে পারবে? আমি হলে তো পালাতাম।

–আমি পালাব না। আমাকে নিয়ে যদি লোকে ঝঞ্ঝাট পাকায়, আমিও তবে পাকাবো।

–বেশ। এটাই তাহলে তোমার শবযাত্রা হবে।

–ওকে একা থাকতে দিচ্ছ না কেন? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?

সরে যাও। মরার ইচ্ছে থাকলে কেটে পড়।

–আমি থাকবই।

আমার কথা না শুনলে তোমায় আমি খুন করব। বুঝলে আমি একজন খুনে। অনেকদিন খুন করিনি। হাতটা সুড়সুড় করছে।

–তোমাকে আমি ভয় পাইনা, জো মিথ্যে বলল।

–তুমি তো গড়িয়ে যাওয়া এক স্টীম রোলার থামাবার চেষ্টা করছ। মারা পড়বে বলে দিলাম।

–ওসব আগেও থামানো হয়েছে, এখনও হবে। আমাকে ওসব ভয় দেখিও না।

বুচ বলল-তোমার মত বাচ্চা ছেলে কি করতে পারবে?

জো অনুভব করলো সে লোকটাকে কিছুমাত্র ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু আর অপেক্ষা নয়। এখনই পেছন ফিরতে হবে। সে একটা কথাও না বলে বনের ভেতর সোজা হাঁটা দিল। যদিও ভয়ে হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। তবুও তো সেকালো শার্ট লোকটার মুখোমুখি হতে পেরেছে। ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে পেরেছে।

সেবিশাল গ্যারেজের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বসবার ঘরে গেল। তারপর কয়েক মুহূর্ত কাঁচের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

.

বুচ কঠিন চোখে শেলির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে জানত ক্রেস্টার ওয়েডম্যানক্লাবে গিয়েছিল। সেখানে সে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শেলি ক্লাব থেকে বেরোতেই সে পিছু নিয়েছে। তাকে জানতেই হবে ঘটনাটা।

–এদিকে এস। ওখানে পুতুলের মতো বসে থাকতে হবেনা। ঝেড়ে কাশ, আমি সব কথা শুনে তবেই নড়বো।

শেলি ঠোঁটে সিগারেট চেপে বিছানায় শুয়ে মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে বলল–আমার এ ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নেই। ওয়েডম্যান চাইছে তার মৃত ভাইকে জীবন্ত করতে। তার বিশ্বাস ডাক্তার এটা পারবে।

বুচ খিঁচিয়ে উঠল,–তা টাকার কথা কি হল?

শেলি চেঁচিয়ে বলল–সেসব কথা কিছুই হয়নি।

–আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরনা। রোলো টাকার ব্যাপারটাই আগে ঠিক করবে. তুমি, কি টাকাটা নিজে হাতাবার ধান্দায় আছো?

–তুমি সবসময় আমাকে সন্দেহ করো। বলছি তো রোলোআর ডাক্তার ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। আমার কি করার আছে এখানে?

-গিলোরী কি করতে এসেছিল?

–ভুডুর ব্যাপারটা ঐ করবে।

টাকার লেনদেনের সময় আমি ওখানে হাজির থাকব। দুমিলিয়ন ডলার ওয়েডম্যানের কাছে কিছুই নয়।

–ওসব চিন্তা মাথা থেকে ছাড়ো। ওসব রোলোর আর ডাক্তারের দুজনের ব্যাপার। সে যদি কিছু দিতে ইচ্ছে করে তো দেবে, নইলে নয়।

কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যে কিছু রোজগার করি তুমি তা চাও না;বুচের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর রকমের ঠাণ্ডা শোনালো।

বুচের মুখের দিকে তাকিয়ে শেলি বুঝলো কুচকে আর বেশি ঘাটানো ঠিক নয়। তুমি তো জানো আমি ওসব ধান্দা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি।

–জানি, তুমি আমাকেও কেটে পালাবার ধান্দায় আছে। ও কাজ করলে তোমাকেই আগে আমি খুন করব, জেনে রেখো।

.

এটা নিশ্চিত যে যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে তার নাম জড়িয়ে পড়ে তো বুচ তাকে খুন করবেই। সেমরলেওয়েডম্যানকে কে দেখবে? বুড়িটাকে দিয়ে কোন কাজ হবেনা। পুলিশেরতাকে বোধগম্য করাতেই সময় পেরিয়ে যাবে। তাছাড়া তারা ওয়েডম্যানকে পাগলা গারদে ভরবে। কিন্তু তা হতে পারেনা। বেঁটে লোকটারকাছে কোন ক্ষতির আশঙ্কা

নেই। তাকে ভাইয়ের মৃতদেহের কাছে থাকতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলে বেশিদিন বাঁচবে না।

– উস্কোখুস্কো চুলে আঙ্গুল চালাল জো। মেয়েটা কি কোন কাজে আসবে? তবে মেয়েটার সাহস আছে। কিন্তু সে যদি তাকে পরামর্শ দিতেনা থাকে তবে মেয়েটা কি করবে?তবু সে এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করতে পারে।

হঠাৎ সে উঠে ঘরের একটা দেওয়াল আলমারীখুলল। ছইঞ্চি বর্গাকার একটা বাক্স বের করল। তারপর টেবিলে কাগজকালি নিয়ে বসে পড়ল। একটা লম্বা পাতলা চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলল। বাক্সটা এক পাউন্ড নোটে ঠাসা। করনেলিয়াসের কাছে পাওয়া বকশিশ। দুর্দিনের জন্যে সে জমিয়ে রেখেছিল। মোট তিনশ পাউন্ড আছে। সুশানকে যদি টাকাটা দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় সে প্রয়োজন মত কাজগুলো করতে রাজি হবে।

একটা চিঠি লিখে সে খামে ভরল। আবার আর একটা চিঠি লিখল। এই চাবিটা রেখে দিও যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি স্টিলের একটা বাক্স পাচ্ছ। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলবে। তারপর চাবি আর চিঠিটা একটা খামে ভরল।

.

সন্ধ্যে ছটার পর ডিউক হেডে ফ্রেসবীর সন্ধানে জো হাজির হল। অফিস থেকে বাড়ি যাবার পথে ফ্রেসবীকে এখানেই পাওয়া যায়। সে একটা টেবিলে বসেছিল। পাশে মদের গ্লাস।

জো পাশে বসে বলল, হ্যালো জ্যাক।

ফ্রেসবী সজাগ হয়ে বলল, হ্যালো জো।

সে জানে ফ্রেসবী তাকে ভয় পায়। জো কালো জামা পড়ে আর ফ্রেসবী জো কে ভয় পায়। মজার ব্যাপার।

–তুমি কি আমার একটা কাজ করতে পারবে?আমার এই বাক্সটা তোমার কাছে রাখ হারাবে না। নাহলে তোমার ব্যাপারে সব আমি পুলিশকে জানাব।

ফ্রেসবী ভয়ে কেঁপে উঠে বলল, হারাবো না, এতে কি আছে? আমি কোন ঝাটে জড়াতে চাই না।

–আমার কথামতো কাজ না করলে আরো বিপদে পড়বে তুমি। এতে মারাত্মক কিছু নেই। তবে কিছু লোক এটা নেবার চেষ্টা করবে। মন দিয়ে শোন, আমি তোমাকে রোজ সাড়ে দশটায় ফোন করব। যেদিন না করব তুমি সেদিনই বাক্সটা সুশান হেডারকে দিয়ে আসবে। ওর ঠিকানা ১৫৫ এ, ফুলহাম রোড।

ফ্রেসবী বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ মুছে বলল, তোমার কিছু ঘটতে যাচ্ছে তাহলে?

জো বলল–হতে পারে। কিন্তু তুমি আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা কোরনা, বাক্সটা সঠিক সময়ে সঠিক জনের কাছে পৌঁছনো চাই।

–ঠিক আছে, কিন্তু তোমার পিছু কারা নিয়েছে?

-তোমার ঐ মোটা নাকটা না গলালেও চলবে। হয়তো আমি একমাস ধরে তোমায় ফোন করব, তারপর একদিন হঠাৎ ফোন পাবেনা। সেদিনই বাক্সটা পৌঁছনো চাই। আর তা যদি না হয় বুঝতে পারছো তোমার কি হবে?

ফ্রেসবী চমকে উঠল। সে ভাবতেই পারেনি এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। তিক্ত স্বরে মুখে বলল, সে ক্ষেত্রে তুমি পুলিশের কাছে যাবে।

–ঠিক তাই। সুতরাং বিপদে ফেলার চেষ্টা কোর না।

–কে বলেছে আমি তোমায় বিপদে ফেলব?

–যাক ওসব ছাড়ো। যা বললাম ঠিক তাই করবে।

ফ্রেসবীর মুখ চোখ ঘৃণা আর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠল।

.

স্লেম মার্শ গিল্ডেডলিলির রিসেপশান ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে গতরাতের গেস্ট টিকিটগুলো দেখছিল। মার্শের চেহারা সুল। পরনে দামী পোষাক। হাতে মার্গারেট বলে একটা মেয়ের দেওয়া ঘড়ি। কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে সোনার সিগারেট কেস। এটা মে তাকে দিয়েছে। এই দুজন যুবতীকেই সে ভাগাভাগি করে ভোগ করে। দুজনেরই ভয় মার্শ অন্য কোন সোসাইটি সুন্দরীর খপ্পরে না পড়ে।

মার্শ যদিও টিকিট গুনছিল কিন্তু মন পড়েছিল ফ্রেসবীর কাছে। সুশান হেডার কে? কেন সে ক্লাবে কাজ চায়?তার মানে সেই মেয়েটির মাইনে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। রোলোবাড়তি লোক রাখবে না। ফ্রেসবীর কথা না রেখেও তার উপায় নেই। সে মার্গারেট আর মের কাছে জোয়ানের কথা ফাঁস করে দেবে। তাহলে ঝামেলার একশেষ হবে। জোয়ানের কথা ফ্রেসবী যে কি করে জানল কে জানে! সুশানকে পকেট থেকে তিন পাউন্ড দিতে হবে ঠিকই তবু সময় তো সে পারে প্রচুর।

একজন যুবক এসে জানাল, একজন যুবতী তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

-বেশ, তাকে নিয়ে এস, তবে তুমি তোমার ঐ নোংরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইবে না।

সুশান এগিয়ে এসে বলল, মিঃ মার্শ সুপ্রভাত। আমি সুশান হেডার।

–ও তুমি। হ্যাঁ তোমার কথা ফ্রেসবীর মুখে শুনেছি।

–আপনি নাকি আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন।

হু। মার্শ চিন্তা করল সুশান সুন্দরী। মার্গারেট ও মের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করল। হঠাৎ তার মনে হল সুশানের ওপর খরচটা ফলবতী হতে পারে। মেয়েটাকে ঠিকমত কায়দা করতে পারলে প্রচুর টাকা উঠে আসবে।

-দেখ হপ্তায় তিন পাউন্ডের বেশি দিতে পারব না। তবে কাজ হাল্কা। সন্ধে সাতটায় আসবে আর মাঝরাতে চলে যাবে।

-ঠিক আছে। আমায় কি করতে হবে?

-তোমার টুপী আর কোটটা খুলে আমার কাছে এসো। সহজ হয়ে বসো আমারকাছে। যদিও জায়গা বেশি নেই, তবু এটুকু জায়গাতে দুজনের হয়ে যাবে।

মোটা বিচ্ছিরি লোকটার কাছে যেতে সুশানের একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে কাউন্টারে ঢুকল। পেছনে পেছনে মার্শ।

–তুমি কি উত্তেজক কিছু খুঁজছো?

মাত্রাতিরিক্ত কিছু নয়।

মার্শের মোটা উরু তার পায়ে চাপ দিচ্ছিল।

–আসলে আমি এখানে কাজের দরকারেই এসেছি। কিন্তু এখন দেখছি অফিসটা বন্ধ হয়ে গেছে।

–তোমার মতো সুন্দরীর চিন্তা কি?

হঠাৎ ডাঃ মার্টিন ভেতরে ঢুকল।

গুড মর্নিং ডাক্তার। মার্শ বলল।

হায় ভগবান এসব কি ব্যাপার?

এ হচ্ছে আমাদের নতুন রিসেপসনিস্ট মিস্ হেডার।

সুশানের দিকে চেয়ে মার্টিন বলল, ভগবান মঙ্গলময় তুমি এই যুবকটির থেকে সাবধানে থেকো। ওর ঐ হাত দুটো যতক্ষণ পকেটে ততক্ষণই নিরাপদ।

সুশান লজ্জায় লাল হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললো। মার্শ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ডাক্তারকে বলল–তোমাকে এখানে এসব বাজে কথা বলতে কে ডেকেছে আঁ?

–রোলো একটা মিটিং ডেকেছে। সেখানেসববড় বড় লোকেদের নামের লিস্ট থেকে তোমার নামবাদ। সুশানের দিকে চোখ টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রোলোর অফিসের দিকে পা বাড়ালো ডাক্তার।

বুড়ো ভাল। কি দরকার ডাক্তারের?

সুশান মনে মনে চিন্তা করে চলেছিল রোলোর মিটিংটা কি তাহলে ক্রেস্টার ওয়েডম্যানের ব্যাপারে?

–মিস্ হেডার, শোন তোমার এখানে কাজ হচ্ছে। বাধা পেল মার্শ। কথা থামিয়ে দেখল বুচ কাউন্টারে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সুশান মনে মনে ভয় পেয়েও বাইরে নির্ভয়ে বুচের পাথরের মতো চোখের দিকে তাকাল।

–ইনি আমাদের নতুন রিসেপশনিস্ট মিস হেডার।

বুচ বলল, তোমায় মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।

সুশান চোখ সরিয়ে নিল বুচের দিক থেকে নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

আমাদের রিসেপসনিস্টের দরকার আছে কে বলল?

–এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যবস্থা। মিস্ হেডারকাজের দরকারে আমার কাছে এসেছিল, আমার দরকার একটু সময়ের। আমি নিজের পকেট থেকে যদি ওর মাইনে দিয়ে দিই, তবে সেটা নিজের ব্যাপার নয় কি?

বুচের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। সে তাকাল সুশানের দিকে। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

–সুশান হঠাৎচট করে বলে উঠল, মনে পড়েছে। তোমার শার্টের কথা আমার মনে পড়েছে। গত হপ্তায় গ্লাস হাউস স্ট্রিটে ছোট্ট কাফেতে তোমায় দেখেছিলাম। তাই না?

বুচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুশানের দিকে তাকালো। মনে হয় সন্দেহ তার মন থেকে সরে গিয়েছে।

–হ্যাঁ তাই। ঠিক।

বুচ চলে গেল।

বুচ চোখের দৃষ্টিতে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা দুজন নড়ল না।

তারপর মার্শ বলল–খুঃ। আমি তো ভাবতেই পারছি না রোলো এই ধরনের মাল নিয়ে কি করে কাজ কারবার চালায়। ঐ লোকটার জন্যে আমাদের ক্লাবের বদনাম হয়ে যাবে।

সুশান বুচের সন্দেহকে কাটাতে পেরেছে বলে মনে মনে প্রফুল্ল বোধ করতে লাগল। আর ভগবানকে ধন্যবাদ জানালো।

প্রশ্ন করলেও কে?

ওর আসল নাম মাইক এগান। সবাই ওকে বুচ বলেই জানে।ও সম্ভবতঃ শিকাগোর বন্দুকবাজ ছিল। ওর কাছ থেকে দূরে, সাবধানে থেকো। ওবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। কাউকে বিশ্বাস করেনা। মহা ঝাটে লোক একটা। তারপর হঠাৎ মার্শ বলে উঠল-জানিনা রোলো তোমাকে রাখবে কিনা। ও হয়তো তোমাকে ভাগিয়েও দিতে পারে।

সুশান শক্ত হয়ে উঠল। সেক্ষেত্রে আমায় ফ্রেসবীর শরণাপন্ন হতে হবে আমি তো ভেবেছিলাম এটা আমার স্থায়ী চাকরী।

মার্শ হাত চাপড়িয়ে বলল, অত উত্তেজিত হোয়না।আমি অনুমানকরছি মাত্র। আমি রোলোকে তোমার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবো।

ফ্রেসবীকে যে মার্শ বেশ ভয় পায় এটা লক্ষ্য করে সুশান বলল, একটু সরে দাঁড়াও। আমি তোমার চাপে চ্যাপ্টা হতে চাই না।

ফোনে কথা না বলে মার্শ কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এলো ঠিক আছে হেডার। তুমি এখন আসতে পারো। তোমার কাজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত।

হঠাৎ বাইরের দরজা খুলে শেলি ভিতরে ঢুকে ডানবায়েনা তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

মার্শ তার দিকে সপ্রংশস দৃষ্টিতে তাকাল।

মার্শ তার দিকে তাকাতে সুশান জিজ্ঞেস করল ও কে?

মাদমোয়াজেল শেলী। রোলের নিজস্ব জিনিস।কালো হলে কি হবে, চোখ টিপে মার্শ বলল মাল বেশ খাসা। তাই নয় কি?

সুশান উত্তর দেবার আগেই গিলোরী এসে ঘরে ঢুকল।গিলোরী বেশ কাছাকাছি এসে সুশানকে লক্ষ্য করতে থাকায় সুশানের নজর পড়ল তার ওপর। তারপর হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মার্শ তার চকচকে দৃষ্টি হেনে বলল, তুমি সুন্দরী তাই গিলোরী তোমায় ঐভাবে দেখছিল। তোমার সঙ্গে আজ সকালে সবাইকার দেখা হল। আমি ভাবছি ওপরে কি ব্যাপার হচ্ছে আজ।

–লোকটা কে? যদিও ওপরে কি হচ্ছে ভেবে সুশান খুব আশ্চর্য হচ্ছিল।

–ও হচ্ছে গিলোরী। এখানকার ড্রামবাদক। নিগ্রোদের সঙ্গে আমার খুব একটা হৃদ্যতা নেই। তবে লোকটা খুব খারাপও নয়। মার্শ এখন সুশানের চেয়ে মিটিং নিয়েই বেশি কৌতূহলী।

সুশান ভাবল যে করেই হোক ওকে একবার ওপরে যেতেই হবে।যাবার আগে আমি কি একটু সেজে নেব?

মার্শ বলল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে মেয়েদের প্রসাধনী ঘর, লেখা আছে। ওখানে গিয়ে সেজে নাও।

–তাহলে টুপী আর কোট পরার আগে আমি একবার ওপরটায় ঘুরে আসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠতেই মার্শ গিয়ে ধরতে গেল। ফাঁক বুজে সুশানও ওপরে উঠে গেল। অর্ধচক্রাকার সিঁড়ি খানিকটা উঠতেইমহিলা লেখাটয়লেট। সুশান সেখানেনা থেমে সামনের লম্বা প্যাসেজের পাশের ঘরগুলোর প্রতিটা দরজায় কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। পুরু কার্পেটের জন্য পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তারপর প্রাইভেট লেখা ঘরটায় কান চেপে কিছু স্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেল।

.

উইম্বিলডন কমনে ঐ বিশাল নির্জন বাড়িটার অসংখ্য ফাঁকা ঘরগুলোর কোন একটা থেকে টেলিফোনের শব্দ ভেসে আসতে থাকল।

অন্ধকার ঘরে বুড়ী পরিচারিকা সারা আলু ছাড়াতে ছাড়াতে জো কেবলল, কে আবার জ্বালাচ্ছে। জো, ফোনটা তুমি ধর।

সারা বলার আগেই জো ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। ভেবেছিল বোধহয় রং নাম্বার। বলল, হ্যালো।

ওপারে সুশানের উত্তেজিত কণ্ঠ, মিঃ ক্রফোর্ড আছেন কি?

গলার স্বর চিনতে পেরে জো বলল, হ্যাঁ, বলল জো বলছি।

–আমি গিল্ডেড লিলির চাকরীটা পেয়েছি।বলে প্রশংসা শোনার আশায় সুশান একটু থামল।

জানতাম। ফ্রেসবীকে আমি যা বলি ও তাই করে। বল কি হল?

–ওরা সবাই রোলোর ঘরে মিটিংকরছিল। আজ রাতে মিঃ ওয়েডম্যানকে ওরা আশা করছে।

–ওরা কারা? সবকিছু খুলে বলল।

-বলছি বিরক্তির সুরে সুশান বলল,ওখানে ডাঃ মার্টিন বলে একজন ছিল। সেই বেশিরভাগ কথা বলছিল। ওদের কাছে মাদমোয়াজেল শেলি বলে এক নিগ্রো মেয়ে ছিল, রং কালো কিন্তু প্রচণ্ড আকর্ষণীয়।

ওসব ছাড়ো আর কে কে ছিল বলো?

–আর একজন কালো জামা পরা গিলোরী বলে এক নিগ্রো। ড্রামবাজায়। সে আমাকে চিনে ফেলেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম সে আমায় সন্দেহ করছে।কিন্তু পরে তাকে আমি কেশ ভাল ধোকা দিতে পেরেছি।

জো-এর মুখ বিকৃত হল। সুশান সত্যি ধোঁকা দিয়েছে নাকি মিথ্যে কথা? কালো লোকটার সম্বন্ধে নিজের ভয়ের কথা মনে এল।

তুমি কি বলতে চাইছ!সুশানের কথা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হয়ত বুচ ভান করছে। ফাঁদে ফেলার মতলবে।

জো এর কথায় সুশান হতাশ হল এই ভেবে যে, সে হয়তো জো কে খুশি করতে পারেনি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, তুমি কি খুশী হওনি জো?

–ঠিক আছে। আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। তুমি ভাল কাজই করেছে।

–ওরা আজ রাতে ওয়েডম্যানকে আশা করছে। তারা ভুডু নিয়ে কি সব কথাবার্তা বলছিল।

–কি বলছিল?

–ভুডু এক ধরনের ডাকিনীবিদ্যা। ডাঃ মার্টিন গিলোরীকে কি সব বোঝাচ্ছিল। একটা কথা বারবার বলছিল, জুমবি। ওটার মানে ঠিক বুঝলাম না। তুমি কি জান ওটার মানে?

না খোঁজ করে দেখব।

–আমি সন্ধ্যে সাতটা থেকে মাঝরাত্তির অবধি থাকব। ওরা মিঃ ওয়েডম্যানকে রাত এগারোটায় আশা করছে।

না উনি যাবেন না। আমি গাড়ি খারাপ করে রাখবো। ওনাকে ওসব লোকের সঙ্গে মিশতে দেবনা।

-হা ওরা খুব ভাল লোক নয়। আমাদের সাবধান থাকা উচিত। এক মিলিয়ন অবিশ্বাস্য ধরনের বিশাল অঙ্ক তাই না?

–দেখ আমি তোমায় একটা চাবি পাঠিয়েছি। সাবধানে রেখো ওটা। আমার কিছু হয়ে গেলে তুমি একটা স্টিলের বাক্স পাবে। ঐ চাবি দিয়ে বাক্সটা খোলা যাবে।

সন্দিগ্ধ সুশান প্রশ্ন করল, তোমার কি হবে? কি বলতে চাইছ?

আমি হয়তো ঐ কালো জামা পরা লোকটার দ্বারা গাড়ি চাপা পড়তে পারি। আমি প্রস্তুত থাকা পছন্দ করি। হয়তো কিছু হবেনা। তবু বলা তো যায়না।

সুশান ভীষণ ভয় পেল। আমাদের কি পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত?

না। আমার যা কিছুই ঘটুক তুমি পুলিশের কাছে যাবেনা। কারণটা তত তোমায় বলেছি। এ ব্যাপারে তোমায় কথা দিতে হবে।

–আমি ঐ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।

-তোমাকে করতেই হবে। তোমার কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। আর ওনাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কথা দাও।

–ঠিক আছে কথা দিচ্ছি, কিন্তু এত কাজ একসঙ্গে চালিয়ে যেতে পারব না।

জো তাড়াতাড়ি বলল, পারতেই হবে। জানি তুমি খুব সাহসী মেয়ে।

কালকে আমি তোমাকে ফোন করব। আমরা দেখা করলে কোন ক্ষতি হতে পারে। ওরা লক্ষ্য রাখবে হয়তো!

–ঠিক আছে। আমার কিছু হলে ফ্রেসবী আছে, ও তোমায় সাহায্য করবে। ফ্রেসবীর কোন একটা গোপন ব্যাপার আমি জানি। সেকথা ঐ স্টিলের বাক্সের ভেতরে একটা চিঠিতে লেখা আছে। ঐ চিঠির ভয় দেখিয়ে তুমি কাজ হাসিল করবে। গুডবাই।

জো লাইব্রেরীতে গিয়ে ওয়েবস্টারের কলেজিয়েট অভিধানটা খুলল। জুমবি। এক অলৌকিক শক্তি যা মৃতদেহকে জীবন্ত করে তোলে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিছুক্ষণ ব্যাপারটা চিন্তা করে বুঝল রোলোরা কি চাইছে। তারপর চলল ওয়েডম্যানের ঘরের দিকে।

ওয়েডম্যানের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেবার পর সে খুলে ফেলল, এই প্রথম ওয়েডম্যান তাকে না ডাকতেই সে এসেছে।

–কে, কে ওখানে? ওয়েডম্যানের কৌতূহলী প্রশ্ন।

ঘরটা অন্ধকার। ডেস্কের ওপর একটা শঙ্কু আকৃতির আলো জ্বলছে। ঘরের পর্দা টানা। সারা ঘর বাসি গন্ধে ভরা। ডেস্কের ওপরে সুপাকার কাগজে ভরা। ওয়েডম্যান ডেস্কের ধারে বসে। লেজার বই ভোলা।

–কি চাও। আমি তো তোমায় ডাকিনি।

না। গাড়ির ম্যাগনেটটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ যদি আপনার গাড়ির প্রয়োজন হয় তাই বলে রাখি।

ক্রেস্টারের মুখ শক্ত হল।

–কখন ঠিক হবে?

এক সপ্তাহ লাগবে মনে হয়। কাজটায় সময় লাগবে। হটাৎ জো-এর খেয়াল হল ঘরে ওয়েডম্যান আর সে ছাড়া কেউ রয়েছে। ক্রেস্টারের সামনের চেয়ারে কে যেন জো-এর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। হঠাৎ জো ভীষণভাবে চমকে উঠল।

এক সপ্তাহ। ভীষণ অসুবিধা হল তো! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো করনেলিয়াস? জো বলছে গাড়িটা সারাতে সপ্তাহখানেক লাগবে।

জো এর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, করনেলিয়াস? কিন্তু সে তো মৃত। চেয়ারে বসা লোকটা করনেলিয়াস?

আমার আজ রাতেই গাড়িটা প্রয়োজন। তোমাকে নিয়ে বেরোবো।

জো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, গাড়ি আজ রাতে পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, ঐ চেয়ারে বসে ও কে?

ক্রেস্টার হেসে বলল–কেন জো একে চিনতে পারছো না? এ করনেলিয়াস। তুমি কি ওকে ভুলে গেলে?তারপর পাগলাটে ছোট ছোট চোখ নিয়ে নিশ্চল মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখো জো তোমায় চিনতে পারছে না। জো এদিকে এসে দেখে যাও।

জো মাথা নেড়ে বলল,না, মিঃ করনেলিয়াস মৃত। আর আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্রেস্টার বলল–না করনেলিয়াস শীঘ্রই আবার হেঁটে চলে বেড়াবে।

জো পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্রেস্টার তার কব্জির ওপর চেপে বসল–জো এটা খুবই গোপন ব্যাপার। তুমি আমাদের পরিবারের একজন। এসব কথা কাউকে ফাস করবেনা।

সম্মোহিতের মতো জো চেয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে ক্রেস্টার আলোটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল,করনেলিয়াসকে ভাল দেখাচ্ছে জো?

জো ভয় পেয়ে জোর করে করনেলিয়াস-এর দিকে তাকালো। দেখতে পেল সেই নিষ্প্রাণ দেহের মুখটা তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। মুখটা হাঁ করা, ফ্যাকাসে জিভ আর হলদে ছোপ দাঁত দেখা যাচ্ছে।

তীব্র কটু গন্ধে জো অসুস্থতা অনুভব করল। তার বমি পেল। ঘাম ঝরতে লাগল।

–তুমি শীঘ্রই হেঁটে চলে বেড়াবে।ওরা তোমাকে জুমবিবলে বলুক।কবরের ঐ ঠাণ্ডার চেয়ে আমার কাছে থাকা ভালো।

ক্রেস্টার-এর প্রলাপ শুনে জো-এর মনে হল লোকটা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ পরে ভয়টা সহজ হতে সে চিন্তা করে বুঝল–রোলোরা বুঝিয়েছে যে তারা করনেলিয়াসকে আবার জীবন্ত করে দিতে পারে। বদলে ক্রেস্টার তাদের মিলিয়ন পাউন্ড দেবে। কিন্তু মৃতকে কখনও জীবন্ত করা সম্ভব নয়। ওরা ধোঁকা দিয়ে ক্রেস্টারের সমস্ত পয়সা হাতিয়ে নিয়ে ওকে ছিবড়ে করে ছাড়বে।

জো হাত মুঠো করে ঠিক করল এবার থেকে ক্রেস্টারের বেরোনোই বন্ধ করে দেবে। যেকরে হোক ক্রেস্টারকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচাতেই হবে। কালো জামা পড়া লোকটার ভয় ও মন থেকে তাড়াতে পারছেনা। ঐ লোকটা মিলিয়ন ডলার হাতাবার জন্য পারেনা এমন কাজ নেই।

রাত দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি হঠাৎ তার খেয়াল হল ক্রেস্টার কি করছে দেখবে। হঠাৎ একটা সতর্ক পদশব্দ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে শুনতে পেল। তারপর যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। জোর বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে নিশ্চয় কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

দরজাটা কাঁচক্যাচ করে উঠল। জোর সন্দেহ হল এখুনি বুঝি কালো জামা পরা লোকটা ঘরে ঢুকে পড়বে। না, কেউ এলো না।

এবার পদশব্দটা ফিরে চলল। এবার সতর্কভাবে নয়, বেশ জোরে জোরেই।

ভয়ে জো চীৎকার করে উঠল, কে? কে ওখানে? একটা গাড়ির শব্দে জো দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজা খুলতে পারল না। লকটা জ্যাম হয়ে গেছে। জানলার কাছে ছুটে এসে দেখল ড্রাইভওয়েতে রোলস রয়েসটা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে ওয়েডম্যান।

বুচ কঠিণ চোখেসন্দেহের দৃষ্টিতে শেলির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে নিশ্চিত জানতো যে ক্রেস্টার ওয়েডম্যান ক্লাবে গিয়েছিল। বুচকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শেলি ক্লাব থেকে ফিরতেই সে তাকে ধাওয়া করেছে।

আগে পুরো ঘটনাটা জানতেই হবে।

–মাটির পুতুলের মতো শুয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি এখানে এসো।

ঠোঁটে সিগারেট রেখে শেলি উদাসীনভাবে শুয়ে ছিল বিছানাতে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে খুবই চিন্তামগ্ন আর বিষাদগ্রস্ত।

এ ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নেই। ওয়েডম্যানের ইচ্ছে তার ভাইকে জীবন্ত করবে। সে বিশ্বাস করে ডাক্তার এটা পারবে।

বুচ মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, টাকার বিষয়ে কি কথা হলো?

শেলি চীৎকার করে বলল কোন কথাই হয়নি।

–তুমি কি ভাবছো আমি এত বোকা?

তুমি কি সে টাকাটা নিজে দিতে চাইছো?

–তুমি আমাকে কেন অহেতুক সন্দেহ করছো? বলছি তো এ ব্যাপারে আমাকে কিছু করার নেই। ডাক্তার আর রোলো সব কিছু করছে।

-গিলোরী কেন এসেছিল?

–ডুডুর ব্যাপারটা ঐ তো করবে।

–টাকার লেনদেনের সময় আমি হাজির থাকবো। ওয়েডম্যানের কাছে দুমিলিয়ন পাউন্ডটা কিছুই নয়।

–এটা রোলোর নিজস্ব ব্যাপার। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলার নেই।

মনে হচ্ছে তুমি চাও না যে আমি কিছু পাই।

বুচের গলা অসম্ভব ঠাণ্ডা।

তার মুখে নিষ্ঠুর হাসি। শেলি বুঝতে পারলে আর কথা বলা ঠিক হয়নি।

–তুমি তো জানো আমি ঐ জগত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছি।

–তাহলে তোমাকে আগেই খুন করবো।

–পাগলামী কোরনা মাইক। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি?–হেসে বলল শেলি।

বুচ মুখ বিকৃত করে বলল, তোমাকে কি করে মারবো জানো? হাঁটুর ওপরে শুইয়ে তোমার শিরদাঁড়াটা ভেঙ্গে দোব। যাতে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তোমার সাতদিন সময় লাগে।

শেলি মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, যাক ছাড়ো না ওসব কথা। ওসব নিয়ে মাথা খারাপ কোরনা। আমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করব।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শেলি বলল,ও! এসব কথা ভুলে যাও মাইক। যাও বাড়ি যাও। আমিক্লান্ত।

— মাইক শেলিকে জড়িয়ে ধরল–আমি যখনই আসি তখনই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়। বেশ ঠিক আছে আমি ধৈর্য ধরতে জানি। তারপর শেলিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, ওয়েডম্যানের ভাইয়ের মৃতদেহটা ওর বাড়িতেই আছে, না?

শেলি হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জানি না। কেন?

ধর আমি গিয়ে মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেললাম। ওটা না পেলে কোন কিছুই করতে পারবে না কেউ। ওটা ফিরে পেতে গেলে ওয়েডম্যানকে আরও কিছু টাকা খরচ করতে হবে।

শেলির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল-তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কখনও এরকম কাজ করতে পারো না।

-কেন পারবনা? মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলতে পারলেই একমিলিয়ন ডলার আমি পেতে পারি।

শেলি সরে গেল যাতে বুচ ওর মুখের ভাব বুঝতে না পারে। তুমি কি পাগলামী করছে বুচ! এসব করলে সব কিছু ভেস্তে যাবে এই ভেবে বলল-বোকামী কোরনা। তুমি রোলোর কত কাছের লোক। এসব করলে রোলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকরা করা হবে। এটা ঠিক নয়।

–এটাই ঠিক। আসলে এসবঝাটে তুমি নিজেকে জড়াতে চাও না, তা বেশ। আমি একাই করব।

–তোমার সাহস হবে এসব করার? শেলি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

বুচের মুখ হিংস্রতায় ভরে উঠল। শেলিকে মারবার জন্যে সে হাত তুলল। ঠিক সেই সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

কারোর আসার কথা আছে?

–না।

–তাহলে বাজিয়ে যাক। বেল বাজিয়ে বাজিয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বেল আবার দীর্ঘসময় ধরে বেজে উঠল।

–জাহান্নামে যাক।

—জানালায় আলো দেখে বুঝতে পারছে আমি আছি।

বেলটা অবিরামভাবে বেজে উঠল।

–অসহ্য! পাগল হয়ে যাব নাকি? দেখি কে এল। বুচ অটোমেটিক একটা ভোতা নাকের পিস্তল নিয়ে ভয়ালভাবে দাঁত বের করে হেসে বলল–দেখো, সাবধান। যাকে তাকে ঢুকিও না।

–আমি কাউকেই ঢুকতে দোবনা।

বুচ কাঁচ লাগানো আলমারিটা দেখিয়ে বলল, আমি ওর ভেতরে লুকচ্ছি। নেহাৎবাধ্য না হলে দরজা খুলবে না।

বেলটা অবিরাম বেজে চলেছে। শেলিনীচে নেমে গেল।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে শেলি দেখল একটা ছায়ামূর্তি।–কে?

–তুমি কি স্নান করছিলে, নাকি তোমার প্রেমিক তোমায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিল? ডাক্তার মার্টিন প্রশ্ন করল।

–ডাক্তার আপনি এতরাতে এখানে? কম্পিত কণ্ঠে শেলি প্রশ্ন করল।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ডাক্তার বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

না, এখন আমি কথা বলবনা। আমি জামাকাপড় পরে নেই।

–ওতে আমার কোন ভাবান্তর হবেনা। আমি চোখ বন্ধ করে থাকব, কাপড়-জামা ছাড়া তোমাকে একটা হাড়গিলে ইঁদুর মনে হবে।

দূর হয়ে যাও মাতাল, লম্পট।

–শেলি!

না।

–তাহলে কি রোলোকে বলব বুচ তোমার প্রেমিক?

পাগলের মত কি যা তা বকছ!

চল, চল আমাদের কিছু কাজের কথা আছে, ডাক্তার শেলিকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল।

ডাক্তার আলমারীর দিকে পেছন ফিরে আর্মচেয়ারে বসল আর শেলি ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে। আলমারীর ফাঁক দিয়ে বুচ ভ্রূভঙ্গী করল।

–মিটিংটা বেশ মজার তাই না। একটু কায়দা করে চললে আমরা বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারি।

এক অশুভ আশংকায় শেলির বুক ধুকপুক করছিল, সে কোন কথা বলল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে টাকাটা পেতে দেরী হবে। অথচ বেশ কিছু টাকা আমার এখুনি চাই। পাওনাদাররা ছিঁড়ে খাচ্ছে। তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা, আমি কি বোঝাতে চাইছি।

–তুমি আমাকে ব্লাকমেল করতে চাও? বদমায়েস।

রোলোকে নিশ্চয় তোমার অবিশ্বস্ততার কথা আমায় বলতে হবেনা। রোলো তোমায় কুড়ি হাজার পাউন্ড দেবে বলছে। তাই না!

শেলি বুঝতে পারল বুচ তার কঠিণ দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং প্রতিটি কথা শুনছে।

বুচ আমার কেউ নয়। কোন প্রমাণ নেই।

–আছে আছে। বুচ এসে দুবার হর্ণ বাজায়।

শেলি রাগে অস্থির হয়ে বুচের দিকে তাকালে। বুচ আলমারী খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।–হ্যালো ডক!

ডাক্তার ঘুরে বুচের দিকে তাকালো। বুচের চোখ ঠিকরে আগুন বেরিয়ে আসছে। বুচ শেলির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বলল–হ্যালো ডক্। তোমার কাছে সব প্রমাণ আছে না?

না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ডাক্তারের গলা কাঁপছিল।

–নিশ্চয়। তোমার মত শিক্ষিত লোক শেলিকে কি করে ব্লাকমেল করবে, আমি ভাবছি তাই।

নিশ্চয়। ডাক্তার প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করল।

বুচ শেলিকে বলল, যাও তুমি স্নান করতে যাও। ডাক্তারের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শেলি বললস্নান করব!

ডাক্তার ঠেলেঠুলে উঠেচলে যেতে চাইল। আমি যাচ্ছি। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

ডাক্তার, বস। নরম গলায় বুচ বলল।

–ডাক্তারের সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে এল, সে ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

শেলিকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল যাও স্নান সেরে এস। জল বেশি গরম কোরনা। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি।

শেলি ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে জলের কল খুলে দিল।

–কিহে ডাক্তার। এবার নিশ্চয়ই ভুল বলে ফেলেছে! কিন্তু তোমার কি জীবন সম্বন্ধে ক্লান্তি এসে গেছে?

ডাক্তার ভয়ে কেঁপে উঠল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

পরের বার এরকম কথা বলবার সময় সাবধান থেকো।

ধীরে ধীরে ডাক্তার উঠল। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, পরের বার মানে? মানে, আমি এখন যেতে পারি?

বুচ খেঁকিয়ে উঠল। তোমায় মেরে ফাঁসিতে ঝোলবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তুমি যদি তোমার ঝাঁপ খোলার চেষ্টা কর, তাহলে আমি গলায় দড়ি পরার ঝুঁকিটা নেব।

আমি রোলোকে কিছু বলব না। শুধু একটু মজা করছিলাম আর কি! হিস্টিরিয়া রোগীর মত ডাক্তার বলে।

যাও ভাগো বুড়ো বাঁদর কোথাকার। তোমায় দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার দরজার দিকে তাড়াতাড়ি পাবাড়াল, যেতে যেতে শেলিকে দেখে একটু থামল। শেলির মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছায়া। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ডাক্তার। হঠাৎ শেলির গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে আসায় ডাক্তার পিছন ফিরল। মুহূর্তের জন্য প্রবল এক আতঙ্কের মধ্যে দেখল বুচ দুহাতে একটা কম্বল নিয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে সেসিঁড়িটা পার হতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে।ঝকরে তার মাথার ওপর কম্বলটা এসে পড়ল আর সে জড়িয়ে একটা পুটলীতে পরিণত হয়ে গেল। পুটলী বাঁধতে বাঁধতে বুচ বলল–ডাক্তার তোমার আর ফেরা হল না। সবাই ভাববে তুমি জলে ডুবে মরেছে। অসহায় পুটলীটা হাতে ঝুলিয়ে নিল।

শেলি ভয়ে আর্তনাদ করে বলে উঠলনা, কোরনা, কোরনা। তুমি পাগল হয়ে গেছনাকি।

সরে যাও কালো কুত্তী।বুচ এক লাথি মেরে শেলিকে ফেলে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

বুচ বাথরুমে ঢুকে বাথটবের কাছে দাঁড়ালসহজভাবেনাও ডাক্তার। যত সহজভাবে নেবে তত তাড়াতাড়ি মরতে পারবে।

বাথটবের জলে কিছু পড়ার শব্দটা না শোনার জন্যে শেলি বাথরুমের দরজাটা লাথি মেরে বন্ধ করে দিল।

# ৩. রোলো তার ডেস্কের পাশে

রোলো তার ডেস্কের পাশে বিশাল আর্মচেয়ারে শুয়েছিল। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। কয়েকমিনিট আগে শেলি, গিলোরী আর ডাক্তার চলে গেছে। ওয়েডম্যানও চলে গেছে মিনিট পনের আগে।

রোলো এখন জানে কেমন করে খেলাটা জমাতে হবে। বুড়ো ঘুঘু ডাক্তারটা প্রায় সারাক্ষণ কথার প্যাঁচে ওয়েডম্যানকে ভুলিয়ে রেখেছিল। ব্যাপারটা কি জানতে পারলে রোলো কি ডাক্তারকে খামোকা এক তৃতীয়াংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিত!

দরজায় আস্তে ঠকঠক্ শব্দ হল।

–ভিতরে এস।

গিলোরী ভিতরে ঢুকল।

–তোমার কি এসব পছন্দ হচ্ছে না গিলোরী? সত্যি কথা বল। দরজাটা বন্ধ করে দাও। ভয় পেওনা। বল আমাকে।

গিলোরী মাথা নেড়ে বলল, এটা ভাল হচ্ছেনা।

–তবুও তুমি কাজটা করবে বলছ?

–হ্যাঁ।

রোলোর মুখের হাঁ দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া বেরিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। তুমি এখনও মনে কর যে আমার কাছে তুমি ঋণী? সে সব কথা ভুলে যাও।

গিলোরী মাথা নেড়ে বলল–আমি ভুলিনা।

-তোমার মা চমৎকার মহিলা ছিলেন। তিনি এত সুন্দরী আর অহংকারী ছিলেন যে ক্রীতদাসি হয়ে থাকার অনুপযুক্ত। তাই আমি তোমার মাকে সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনে স্বাধীন করে দিয়েছিলাম। তুমি এখনও কেন সেই ঋণ শোধ করার জন্যে এত উদগ্রীব?

–তোমাকে বা অন্য কাউকেই আমার পছন্দ নয়। আমার দেশ হাইতিতে ফেরার জন্যে আমি খুব উদগ্রীব। অথচ ঋণ না শোধ করে কেমন করে যাই! এতদিনে যে সুযোগ এসেছে তা শুভ হোক বা অশুভ হোক! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, কিন্তু।

— রোলো উৎসাহিত হয়ে বলল, ঐ ওয়েডম্যানটা বেশ পয়সাওলা।

–কে টাকা পেল আর কে পেল না তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। অশুভত্ব ওখানে নয়। তোমরা আমাদের ধর্ম বিকৃত করেছ। ঠাট্টা করছ। এর থেকে ভালোর কিছু জন্ম হতে পারে না। যা আসবে তা অশুভ।

–আমরা মরাটাকে জীবন্ত করে দেবার ভান করছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে এটা তোমার পক্ষে সম্ভব। তুমি মিথ্যেবাদী।আর ওয়েডম্যান যদি তোমার কথায় বিশ্বাস করে তাহলে সে পাগল। আমি এর থেকে কিছু টাকা পয়সা হাতাতে চাই।

ভাল হবে না।

রোলো গিলোরীর দুঃখী দুঃখী গলার স্বরে অভিভূত হয়ে বলল, কি ঘটতে পারে বলে তুমি মনে কর!

আমি ভবিষ্যতবাণী করতে পারি না। তবু আপনাকে সাবধান করে বলছি নিজের হাত পরিষ্কার রাখুন।

রোলো দাঁত খিচোলো, তুমি বড় অদ্ভুত চরিত্রের। তোমাকে দেখে যা মনে হয়, তার থেকে বেশি জান বোধহয়। মরুক গে। চিন্তার কিছু নেই। যা ঝুঁকি নেবার ডাক্তার সামলাবে।

গিলোরীর চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টিফুটে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ঘড়িতে রাত বারোটা কুড়ি মিনিট। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার মরবে।

রোলো বলে উঠল–পাগলের মতো কি যাতা বকছ!

-আমি বাড়ি যাচ্ছি। আজ রাতে আমার আর করার কিছু নেই।

দাঁড়াও। যাচ্ছো কোথায়? ডাক্তার মরবে এর মানেটা কি?

গিলোরী পকেট থেকে একটা কাঠের পুতুল বার করে সিগার কেসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাড় করাল।

–পুতুলটা যে মুহূর্তে পড়বে, বুঝবে ডাক্তার মৃত।

–আমায় ভয় দেখানোর চেষ্টা কোর না। কর্কশ গলায় চেঁচাল রোলো, তোমার ঐ বাঁদুরে চালাকি আমি অনেক দেখেছি। ডাক্তার মরতে যাবে কেন?

–আমি ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছি।

ফোন বেজে উঠল। রোলো রিসিভার তুলল, হ্যালো।

একটা চড়া গলা তার কানে ভীষণ জোরে আঘাত করতে লাগল।দয়া করে আপনি আস্তে বলুন। আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা। কে?কি পাগলের মত সববলছেন? উত্তেজিত রোলো গিলোরীর হাতে রিসিভারটা দিয়ে বলল, দেখো তো কি বলছে।

–মিঃ ওয়েডম্যান? একটু ধরুন।

–ওয়েডম্যান! কি হয়েছে? কি বলছে? রোলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

–ওর ভাইয়ের মৃতদেহটা চুরি হয়ে গেছে, ও কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

রোলো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, কি পাগলের মতো বকছো! তুমি ঠিক শুনতে পেয়েছো? মৃতদেহ কে চুরি করবে। ওটা ছাড়া তো আমাদের সব কিছুই ভেস্তে যাবে। কে করতে পারে এ কাজ। রোলো গিলোরীর দিকে তাকালো, ডাক্তারই আমাকে ভ্রাবলক্রসিং করছে নাতো? ওয়েডম্যানকে অপেক্ষা করতে বল আমি যাচ্ছি। আমরা এখুনি যাচ্ছি। সবাইকে জড়ো হতে বলো। ডাক্তারকে ডাক! বুছ বুচ কোথায়? বুচ! গাড়ি বার করতে বল।

–ডাক্তার তো মরে গেছে!

গর্জন করে উঠল রোলো, ফেলে দাও পুতুলটাকে। রোলো দেখল পুতুলটা কখন যেন পড়ে। গেছে।

ফোনের ডায়াল ঘোরাল।

না ধরছে না কেউ। হয়তো কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

–হ্যাঁ। মৃত্যুদূতের সঙ্গে।

–চুপ কর কেলে নিগ্রো কোথাকার। যাও সবাইকে জড়ো কর।

–গিলোরী চলে যেতে রোলো আবার ডায়াল ঘোরাল। না কেউ ফোন ধরছে না।

শেলিকে ফোন করল রোলো।

অনেকক্ষণ পরে শেলি ফোন ধরল।-কে?

এতক্ষণ ফোন ধরছ না কেন?

—কি চাও? আমি ঘুমোচ্ছিলাম। স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

–ডাক্তার কোথায়? গিলোরী বলছে ডাক্তার নাকি মারা গেছে।

-গিলোরী! তীব্র আর্তনাদ করে উঠল শেলি।চীৎকারটা এতটা আঘাত করল রোলোরকানকে যে রিসিভারটাহাত থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। রোলো শুনতে পেল অদ্ভুত একটা গোঙানীর শব্দ আর তারপর মেঝেতে যেন কেউ ধম করে পড়ে গেল।- হ্যালো! হ্যালো শেলি। হ্যালো! কি হল? কোন জবাব নেই।

গিলোরী ফিরে এসে জানাল–গাড়ি রেডি।

–শেলি। শেলির বোধহয় কিছু হয়েছে। রোলো তার মোটা শরীর নিয়ে টুপী হাতে গাড়ির দিকে ছুটল।

বড় প্যাকার্ড গাড়িটার স্টিয়ারিং-এ লংটম বসেছিল।

গাড়ি ছুটল শেলির অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

.

সিঁড়ির মাঝপথেই শেলির সঙ্গে দেখা হল। রোলো দেখল শেলির মুখটা ছাইয়ের মত সাদা। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সারা মুখ লিপস্টিক-এ মাখামাখি।

–শেলি। কি হয়েছে তোমার শেলি? রোলো ঝুঁকে চীৎকার করে উঠল।

বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখুনি।

রোলো আস্তে আস্তে তার বিশাল থাবা দিয়ে শেলির কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল–কি। হয়েছে?

শেলির মাথা এলিয়ে পড়ল। গোঙাতে গোঙাতে বলল সে, আমাকে একলা থাকতে দাও দয়া করে।

রোলো তাকে পাজাকোলা করে তুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলবল ডাক্তার সম্বন্ধে কি জান? ডাক্তার কোথায়?

কাঁদতে কাঁদতে শেলি বলল-জানি না। জানি না। কিছু জানিনা।

–ঠিক করে বল। তুমি নিশ্চয় কিছু জান।

–তুমি চলে যাওঁ।

–সময় নষ্ট করছ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিলোরী বলল।

ক্ষেপে উঠে রোলো বলল–তুমি এখানে কেন এলে? কে আসতে বলল?

–ওয়েডম্যান অপেক্ষা করছে। মনে হয় সেটা আরও দরকারী।

রোলো শেলিকে ছেড়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বলল, তোমার ওসব ন্যাকামি ছেড়ে বুচ কোথায় আছে খোঁজ করে বলে দাও ওয়েডম্যানের ওখানে আসতে। দরকারি কাজ আছে আমার। তোমাকে কাল আমি দেখব। তারপরে গিলোরীকে পাশ কাটিয়ে তরতর করে নেমে গেল রোলো।

বাথরুমটা পরিষ্কার কর শেলি। ওখানে মরার গন্ধ। আর কোন কথা না বলে গিলোরী তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

.

বসবার ঘরে সেডরিক স্মাইথ অবাক হয়ে বলল, আচ্ছা তুমি তাহলে এখন অভিনয় ছেড়ে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট।

সুদর্শন যুবকটি জেরী লজ্জায় হেসে বলল, অভিনয় আর আমার হলনা। কোন প্রশংসা পেলাম না। সুতরাং

সেডরিক, অনেকদিন পর তার বন্ধু দেখা করতে এসেছে বলে খুব খুশি।

বিয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে জেরী বলল, চলি, এখন আমায় থানায় যেতে হবে। মাঝে মধ্যে। আসবখন।

ঘড়িতে এগারটা বাজল। তোমাকে আর আটকিয়ে রাখবো না। সেডরিককে উদ্বিগ্ন দেখাল। মেয়েটা এত ভাল ইদানিং কেমন যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারছি না। কি করছে সে এখন!

জেরী বলল–বেশ তো, আইন ভাঙলে আমার কাছে আসতেই হবে। সত্যি বলতে কি সেডরিক আমি এখন একটা জব্বর কেসের আসায় দিন গুনছি।যদি দেখ কেউ কাউকে খুন করতে চাইছে আমাকে একটা ফোন করে দিও।

জেরী চলে যেতে গ্লাসগুলো ধুয়ে শোবার ঘরের দিকে এগোল সেডরিক। হঠাৎ বেলটা বেজে উঠল। সেডরিক চমকে উঠল। রাত সওয়া এগারোটায় আবার কে এল?

সিঁড়ির ধাপের উপর চোখ পড়তে সেডরিক দেখতে পেল ওখানে জো ক্রফোর্ড দাঁড়িয়ে। মিস হেডারের জন্যে আমি একটা জিনিস এনেছি। শীতল কঠিন দৃষ্টিতে সে তাকাল সেডরিকের দিকে।

জো-কে সে এত রাতে আশা করেনি। সেডরিক পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি? কি চাও তুমি রাত দুপুরে? হঠাৎ তার নজরে এলো একটা ট্যাক্সি আর একটা স্টিল ট্রাংক।

–এটা কি নিয়ে যাব? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

দাঁড়াও আমি ধরছি–জো বলল।

–কি আছে এতে? ভয় ভয়ে প্রশ্ন করল সেডরিক।

চুপ কর। ওর ঘর কোথায়?

–তুমি কে? এসব কি?

জো সেডরিককে চেপে ধরে কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল–অ্যাই মোটকু, বল্ ওর ঘর কোথায়? চুপচাপ ঘরটা দেখিয়ে দে।

সেডরিক ভয়ে বাক্যহারা হয়ে ওপরে উঠতে থাকল। জো আর ড্রাইভার পেছন পেছন ট্রাংকটাকে বয়ে নিয়ে চলল।

সুশানের ঘরের দরজা খুলে দিল। আলো জ্বালিয়ে সেডরিক বলল–সুশান নিশ্চয় জানে? তাড়াতাড়ি এখানে রেখে চলে যাও। এটা মেয়েদের ঘর, দাঁড়িও না।

ওরা নীচে নেমে এলো। গাড়িতে চড়ে বসে জো সেডরিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে বলবে আমি না বলা পর্যন্ত ও যেন ট্রাংকটা না ছোঁয়।

ঘর থেকে পালিয়ে সেডরিক রান্নাঘরে ঢুকল। এককাপ চা বানিয়ে আবার ঘরে গিয়ে বসল। না সুশানকে ব্যাপারটা জানাতেই হবে। মেয়েটা তার পছন্দ, তাই দুটো দিন তার বিশ্রী কেটেছে।

ট্রাংকটার কথা মনে পড়তেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে লেগে রয়েছে মনে হল। গন্ধটা কিসের? কোথায় সে গন্ধটা আগে পেয়েছ? কি আছে ঐ ট্রাংকটার মধ্যে?

রাত সাড়ে বারোটার সময় সুশান বাড়িতে ঢুকে সেডরিককে বসার ঘরে দেখে অবাক।- শুভ সন্ধ্যা মিঃ সেডরিক! আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছেন।

গম্ভীরভাবে সেডরিক বলল তোমার সঙ্গে কথা আছে বলে বসে আছি। যদিও জানি ও ব্যাপারে আমার নাক না গলানো উচিত, তাহলেও আমার তোমার কাছে একটা ব্যাখ্যা দাবী করা অমূলক হবেনা।

সুশান ভয় পেয়ে বলল–কেন মিঃ সেডরিক? কি ব্যাপার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

দয়া করে দুমিনিট সময় আমার ঘরে এসে বস। আচ্ছা মিস্ হেডার ঐ হতচ্ছাড়া লোকটা কে, যে তোমার জন্যে চিঠি আর ট্রাংক রেখে যায়?

সুশান তাকিয়ে রইল–ট্রাংক?

-হ্যাঁ এক ঘণ্টা আগে রেখে গেছে সে। আমার সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলেছে, তোমার বন্ধু না হলে আমি পুলিশ ডাকতাম।

পুলিশ? না না।

সুশানকে সে আর আঘাত দিতে চাইল না।অবশ্য তোমাকে না জিজ্ঞেস করে তা করতাম না। তারপর একটু থেমে বলল–আমি একজন প্রাক্তন সৈনিক, একথা ভুলে যেও না। তাছাড়া ট্রাংকটা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

–দেখছি, আমি গিয়ে দেখছি।

তার আগে আমাকে এসবের একটা ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়া উচিত।

সুশান হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল–আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নানা গলানোই আমি বেশি পছন্দ করি। তা না হলে আমি আপনাকে বোর্ডিং ছাড়ার নোটিশ দোব।

সেডরিক সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললনা, না, আমি দুঃখিত। আসলে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।

ঠিক আছে মিঃ সেডরিক। যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত। মিঃ ক্রফোর্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখব। সুশান ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল। জো যে বলেছিল একটা স্টিলের বাক্স পাঠাবে তার বদলে ট্রাংক? ওয়েডম্যানকে ক্লাবে না আসতে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওয়েডম্যান এসেছিলেন। কি যে ব্যাপার!দরজা খুলতেই কানে এল টেলিফোন বাজছে। ফোনটা ধরতে গিয়েই নাকে বিচ্ছিরি গন্ধটা এল। সঙ্গে সঙ্গে শবযাত্রার ফুলের কথা মনে এল।হ্যালো!কালো ট্রাংকের দিকে সুশানের চোখ।

–জো বলছি।

–কি হয়েছে? ট্রাংকটাই বা পাঠালে কেন?

–বেশি কথা না বলে শোন। ওয়েডম্যান আমাকে ধোঁকা দিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। ওর ভাইয়ের মরা দেহটা ঔষধ প্রয়োগে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল ওটাকেই

জীবন্ত করবে। রোলো ভাওতা মেরে কিছু টাকা বাগিয়ে নেবার তালে ছিল। এখন আমি দেহটা লুকিয়ে ফেলেছি। আর চালাকি চলবে না।

-তুমি কি বলতে চাইছ জো?

–ট্রাংকের ভেতরটা তোমার না দেখলেও চলবে।

–না। সুশান চীৎকার করে উঠল।–ও জো প্লীজ।

–আমি আর কিছু বলতে চাই না। মনে হচ্ছে কারা যেন আসছে। এক মুহূর্ত বিরতির পর জো আবার বলল, ওরা এসে গেছে। ওয়েডম্যান ডেকে পাঠিয়েছেন। ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

সুশান ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দু-হাতে চোখ ঢাকল। ফোনটা হাত থেকে খসে পড়ল।

জো ফোনটা নামিয়ে দেখল রোলো আর গিলোরী ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে। ওয়েডম্যানের চোখে বেদনার ছায়া।

–এই হচ্ছে জো। আশা করি ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে। জো তুমি কোথায় ছিলে? করনেলিয়াস চলে গেছে। কেউ তাকে নিয়ে পালিয়েছে। জো অনুভব করল রোলো তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে।

–গেছেন মানে কি? তিনি তো মারা গিয়েছেন। ওয়েডম্যান বললেন।

রোলো ক্রেস্টারকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার। তার আগে আমি জো-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিন।

গিলোরী ওয়েডম্যানকে শুতে যেতে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে নিয়ে চলে গেল। রোলো আর জো দুজন মুখোমুখি। তাহলে তুমিই জো। কাকে ফোন করছিলে এইমাত্র?

–আমার বান্ধবীকে।

বান্ধবীর নাম বল।

–ওটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি জানতে চাওয়ার কে?

-তোমার মালিক কেন প্রশ্ন করল তুমি কোথায় ছিলে?তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে? জিঘাংসা ভরা গলায় রোলো বলল।

–তুমি আর নিগ্রোটা বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

–তোমার মালিক আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

গিলোরী ফিরে এলো। রোলো প্রশ্ন করল-করনেলিয়াসকে তুমিই সরিয়েছ। তাই না জো?

–ঐ মড়াটা নিয়ে আমার কি দরকার?

–বেশি চালাক সেজোনা জো। ওয়েডম্যান মৃতদেহ ফেরত পাবার জন্যে প্রচুর খরচা করতে রাজি। সময় নষ্ট না করে এসো আমরা দুজন পার্টনার হই।

–আমি জানলে তো!

যার কাছে মৃতদেহটা রেখে এসেছে তার ফোন ছিল। তাই না?

জোর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না।

–তোমাকে কি করে কথা বলিয়ে নিতে হয় আমার ভাল জানা আছে। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর।

জানলে তো বলব। জো বলল।

এই সময়ে কুচ ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে জোর ঘরে ঢুকল।

–ঠিক সময়ে এসে গেছে। এই হচ্ছে জো।

হ্যাঁ। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বুচ বলল–আমাদের দুজনের আগেই দেখা হয়েছে।

কালো জামা পরা লোকটাকে দেখে জো তার সপ্রতিভ হারালো। তার সাহস, আশা, শক্তি দৃঢ়তা গলে জল হয়ে গেল। জো ভয়ে কেঁপে উঠল।

জো তুমি বলবে, না বুচের সঙ্গে তোমায় একা রেখে যাব? জো সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিল, বুচের মোকাবিলা করার মতো সাহস বা শক্তি তার নেই। অত্যাচার সহ্য করার মত ক্ষমতাও তার নেই। সে কি সব বলে দেবে? কিন্তু বললেই বুচ তাকে হত্যা করে সুশানের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর মৃতদেহটা বাগাবে। পরে হয়তো সুশান আর মোটা লোকটাকেও হত্যা করবে। তারপর ওয়েডম্যানের রক্ত শুষে ছিবড়ে করে ফেলবে। এ সমস্তই হবে তার দৃঢ়তার অভাবে। আর বুচও তাকে হয়তো ঘন্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা দিয়ে মারবে। সে বড় কঠিন। মৃত্যুকে সে ভয় পায়না। মরতে তাকে হবেই। তাই পর ঘণ্টা যন্ত্রণা দিয়ে মারলেসুমই হবে তার দৃঢ়

–বেশ আমি বলছি। মৃতদেহটা এ বাড়ির ওপরে আছে। ওপরে চলো। আমি দেখাচ্ছি।

চালাকি করলে মরবে, রোলো ঝুঁকে পড়ে বলল।

–ওপরে আছে। তোমরা সবাই চলো।

না, আমরা এখানেই আছি। বুচ তুমি যাও। কিন্তু সতর্ক থেকে ছোকরার ধান্দা খারাপ আছে।

চল। চালাকি করলে কান দুটো উপড়ে নেব। বুচ বলল।

জো চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তাকে যে মরতে হবে সে জানে কিন্তু তার অবর্তমানে সুশান কি তার চিঠির কথার মত কাজ করতে পারবে? তার যতটুকু করার সে করেছে।



www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আস্তে চল, দৌড়বে না, বুচ বলল।

সিঁড়ির মাঝপথে এসে জো ভাবল এবার একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু হাঁটু দুটো দুর্বল লাগছে। হৃদপিণ্ডের শব্দে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথা ঘুরছে। তারা সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে গেছে। এরপর আর সিঁড়ি থাকবে না। একটু ভুল করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। যা থাকে কপালে। কিছু করতেই হবে–

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে বুচের বুকে মারল এক ধাক্কা। বুচ চীৎকার করে উঠলো। বুচ জোর হাত ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করলে জো তার পেটে সজোরে এক লাথি কষাল। জোর হাত ফস্কে বুচ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়তে থাকল।

জো কোন দিকে তাকিয়ে একটা ছোট জানলারদিকে ছুটেচলল।জানলার পাশেছাদ। পেছনে বোধহয় রোলো চীৎকার করে ছুটে আসছে। জানলার ফ্রেমটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিল।নড়ছে না। ভয়ে জোরদম আটকে আসতে লাগল। শুনতে পেল রোলো গাঁক গাঁক করে ছুটে আসছে আর বুচ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের ধুলো, রঙ আরনা খোলার জন্যে জানলাটা অনড়। জো কাঁধ দিয়ে জানলার কাঁচ ভেঙ্গে পাশের ছাদে লাফিয়ে পড়ল।

বুচ দৌড়ে আসতে আসতে চীৎকার করে উঠল, থাম।

জো তার কথায় কান না দিয়ে টালি আঁকড়ে তিন কোণা ছাদের প্রান্তে গিয়ে থামল। বুচ হিংস্র, আর সতর্কতায়পূর্ণ মুখটা বাড়াল। তার থেকে জোর দুরত্ব বড় জোর কুড়ি ফুট।

গর্জন করে উঠল বুচ–তুমি আসবে, না আমি যাবো?

জোর মাথা ঝিমঝিম করছে, তবু সে বুচকে দাঁত বের করে ভেংচাল। বুচ এখন আর তার কিছু করতে পারবে না।

রোলো কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বুচকে সরিয়ে দিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে জো-কে দেখে বুচকে বলল–তখনই বলেছিলাম ছোকরাটাকে লক্ষ্য রাখ। এখন কি করবে?

–আমি যাচ্ছি।

-পাগল হয়েছে? ঐ ঢালু জায়গায় তোমার পা ফসকাবে। তারপর একটু নরম গলায় জোরে বলল, লক্ষ্মীছেলে কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে চলে এস।

লাফ মারব সেও ভাল, কিন্তু ধরা পড়লেই আমাকে বলতে হবে।

–রোলোর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল–বোকামী কোর না।

না। যদিও ভয়ে, ঠাণ্ডায় জোর দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল।

–রোলো ফিসফিসিয়ে বুচকে বলল, একটা দড়ি জোগাড় কর। ওটাকে ফাঁস লাগিয়ে ধরতে হবে। জো তুমি অকালে মারা পড়বে কেন, তার চেয়ে মড়াটা কোথায় বলে দাও, আমি তোমাকে দশ হাজার পাউন্ড দোব।

তুমি জানো এরা আমার কি উপকার করেছে। তোমরা কোন চালাকি করে করনেলিয়াসের দেহ খুঁজে পাবেনা, কোন দিনই। এই জন্যই আমি মরতে চাই।

বুচ দড়ি নিয়ে ফিরে এল। তুমি ছেলেটাকে কথা বলাতে থাক। আমি অন্য দিক থেকে দড়িটা ছুঁড়ছি।

রোলো কপালের ঘাম মুছে বলল-সাবধান কিন্তু, ছোঁড়াটা পাগল। এ মরে গেলে মৃতদেহ আর পাওয়া যাবে না। রোলো ঝুঁকে পড়ে জোকে বলল, জো, আমরা তোমার সাহায্য ছাড়াই মৃতদেহ খুঁজে নোব, তাই তোমায় ছেড়ে দেবার মনস্থ করেছি। আমরা যাচ্ছি।

–বিশ্বাস করি না।

বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমাদের চলে যেতে দেখতে পাবে।

–তোমরা আবার ফিরে আসবে। এরকম সুযোগ হয়ত আমি আর পাবো না।

–আমি কাগজে লিখে দিচ্ছি যে, আমরা জোকে একলা থাকতে দোব। বল ঝাঁপ দেবে না?

জোর ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে ভয় লাগছিল। রোলোর লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সে একটা আশার আলো পেল। কারণ জো যে সমাজ থেকে এসেছে, সই করা কাগজের ওপর গভীর আস্থা আছে তাদের।

জো দেখল রোলো পকেট থেকে কাগজ আর কলম বার করে কি যেন লিখতে লাগল আর বলল-কিভাবে শুরু করব? কাকে সম্বোধন করব?

জো বাঁচার আশায় এমনই বিভোর বুচ যে নল বেয়ে উঠে আসছে, তা খেয়াল ছিল না।

রোলো কাগজটা জোরে জোরে পড়তে থাকল আর জো চোখের কোণা দিয়ে কিছু নড়তে দেখতে পেয়ে ঝটকা মেরে সরে যাওয়ার আগেই তার গায়ের ওপর দড়ির একটা ফাস আছড়িয়ে পড়ল। তাহলে এটাও চালাকি! এবার তাকে মরতেই হবে। মুহূর্তের মধ্যে সে দড়ির ফাসটা গলার ওপর নিয়ে এল।

বুচ আর রোলোলা চিৎকার করে উঠল। গলায় ফাঁস এঁটে বসে যাচ্ছে। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। জোর মুখ সাদা। অসহায় মৃতদেহটা ঝুলে পড়ল।

.

সেডরিক স্মাইথ কোটটা খুলে শোবার আয়োজন করতে যাচ্ছে, হঠাৎসুশানের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে সে সুশানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মিস হেডার! কি হয়েছে? কোন শব্দ নেই। সেডরিক সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হল। চাবি লাগানোর শব্দ।

-হে ভগবান! কি হয়েছে মিস্ হেডার? আমি তো ভয়ে মরতে বসেছিলাম।

–তোমায় এখন কিছু বলার সময় নেই। আমায় ছেড়ে দাও। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল সে। কোথাও কোন বাড়িতে রাত দুটো বাজল। ফুলহ্যাম রোড ধরে পুটনী ব্রীজের দিকে ছোটা শুরু করল। জোর সঙ্গে দেখা করার চিন্তায় তার মন তোলপাড় করছে। ট্রাংকের মৃতদেহটা জোকে এখুনি নিয়ে যেতে বলবে সে। পুলিশের ঝাটে একমুহূর্তের জন্যও থাকবে না সে।

একটা ট্যাক্সি ধরে গ্রীনম্যানে নেমে বিশাল পাথরের গেট পেরিয়ে ড্রাইভওয়ের ওপর দিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল। ড্রাইভওয়েটা একটা বনের ভেতর চলে গেছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতে একটা প্যাকার্ড গাড়ি নজরে এল। সঙ্গে সঙ্গে জোর কথা মনে পড়ল। পরক্ষণেই সে একটা ঘন ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেল একটা লম্বা রোগা লোক ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনই সময় একটা গলার শব্দ তার কানে এল–ছুঁচোটাকে টেনে তুলতে পারছি না। দড়িটা কেটে দি, হতচ্ছাড়াটা নীচে পড়ুক।

সুশান সবকিছুর অস্তিত্ব ভুলে ওপর দিকে তাকিয়ে রইল।কালো জামা পড়া লোকটা তেকোণা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে। দড়ির আগায় যে দেহটা ঝুলছে, তার চুল দেখে সুশানের চিনতে ভুল হলনা। হঠাৎ দেহটা দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে আছড়িয়ে পড়ল। সুশান অনুভবকরল মাটির ওপর সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তারপর সব অন্ধকার।

আবার সজাগ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সে চিনতে পারল বুচ, গিলোরী আর রোলোকে। সবাই মৃতদেহকে ঘিরে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে। শুয়ে শুয়ে নিঃসাড় ভোতা অনুভূতি নিয়ে সে

বুঝতে পারল মৃতদেহটাকে কবর দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে। বুচ টমকে এক ধাক্কা মেরে কোদাল আনতে পাঠাল।

গিলোরী বলল–কেউ যেন আমাদের লুকিয়ে লক্ষ্য করছে। আমি অনুভব করছি।

রোলো বলল–কে? কোথায়?

সুশান যে ঝোঁপের আড়ালে শুয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে মৃতদেহটা নিয়ে টম আর গিলোরী এগিয়ে আসতে লাগল। বুচ আর রোলো কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসতে লাগল।

এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে সে লাফিয়ে উঠে ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে দৌড় দিল। শুনতে পেল একটা ভারী শরীর তার দিকে এগিয়ে আসছে। রোলোকে তার এত ভয় নেই, কিন্তু কালো জামা পড়া লোকটাকেই ভয়। ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে লাগল। বুচও ছোটা শুরু করেছে।

রোলোর হাতির মত ধুপধাপ ছুটে চলার জন্যে বুচ দিক ঠিক করতে পারছিল না। রোলোকে থামতে বলে বুচ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। ডান দিকে সে শুনতে পেল সুশান জঙ্গলে পথ হাতড়াচ্ছে। সুশান খুব দ্রুত দৌড়তে লাগল। পিছনে বুশ। হঠাৎ সে ছোটা থামিয়ে একটা ঘন-ঝোপে ঢুকে গেল। বুচও সুশানের পায়ের শব্দ না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সুশান মাত্র বারগজ দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছে আর ভগবানকে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

বুচ বুঝল সে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। চীৎকার করে বলল, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সুশানের দিকে বুচের পিঠ। সুশান বুঝল বুচ দেখতে পায়নি। সুযোগ বুঝে ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আবার উল্টো দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু রোলোর লৌহ কঠিন মুঠিতে তার হাত ধরা পড়ল। তাহলে তুমিই জো-এর বান্ধবী।

রোলো গর্জন করে উঠল, বুচ, এদিকে এস। পেয়েছি। বুচের পায়ের শব্দ পেয়ে সুশান রোলোর মাংস ভেদ করা তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসালে রোলো হাত ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটা শুরু করে দিল সুশান। নিজের হরিণ গতিতে ছোটায় নিজেই অবাক। রোলোনুড়িপাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। এখন সে গ্রীনম্যানের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ পেছনের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। সুশান থেমে গেল। পেছনে এক ছায়ামূর্তি তাকে লক্ষ্য করল। সামনে এক পুলিসম্যান বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

.

জ্যাক ফ্রেসবী সন্দিগ্ধ চোখে সুশানের দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিতে লাগল। মেয়েটা সারারাত বাড়ি ছিলনা, ওর নিশ্চয়ই স্নায়ু বিপর্যয় ঘটেছে।

এগারটা কুড়ি হয়ে গেছে। জো আজ এখনও ফোন করেনি। অথচ মেয়েটা বাক্সটা চাইতে এসেছে। তবে কি জোর কিছু ঘটেছে? বাক্সটা কি দেবে? চালাকি করতে গিয়ে যদি জোর ফাঁদে পা দেয়?

–কিসের বাক্স? যে কেউ এসে বাক্স চাইলেই দিতে হবে? আমার কি বাক্সর ব্যবসা! একটু খেলাবার চেষ্টা করল ফ্রেসবী।

সুশান দৃঢ়ভাবে বলল–কোন্ বাক্স তা তুমি ভাল করেই জান। বাড়াবাড়ি করলে পুলিশের কাছে যাব।

ফ্রেসবী ফিসফিস করে বলল, জো কি বলেছে? কি জান তুমি?

–তা তুমিও জান আর আমিও জানি। ঐসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

–জো-এর কি হয়েছে?

সুশান উঠে দাঁড়াল।–হয় বাক্সটা দাও নয়তো আমি চললাম। এখানে বাজে সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই।

–আহা। যদি জানতে পারতাম জোর কি হয়েছে তাহলে মেয়েটার মজা দেখাতাম। সেদিন মেয়েটাও একলা এসেছিল। অথচ জো এই বাড়িতেই ছিল, তাকে মৃতদেহটা টেনে নীচে নিয়ে যেতে দেখেছি। এটাই তার সর্বনাশের মূল। আজও যদি কেউ ঐরকম দেখে ফেলে। আজও–মেয়েটা সুন্দরী। ইচ্ছে হচ্ছে ধর্ষণ আর খুনের। বহু কষ্টে ফ্রেসবী নিজেকে সংযত করে বলল–এই নাও টিকিট। এটা গ্রীক স্ট্রিটের হেবিং অ্যান্ড হব নামে একটা দোকানে দশ শিলিং দিলে, ওরা তোমায় বাক্সটা দেবে।

সুশান ছোঁ মেরে টিকিট নিয়ে বলল–আমি আবার আসব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে লায়ন্স টিপসে বসে বাক্সটা জোর পাঠানো চাবি দিয়ে খুলে সুশান অবাক হলো। এক গোছ টাকা আর তলায় একটা চিঠি। জো লিখছে, তুমি যখন এ চিঠি পড়বে আমি তখন মৃত। কালো জামা পরা লোকটা আমাকে ধমকী দিয়ে গেছে। ও আমাকে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েডম্যানকে ছিবড়ে করার চেষ্টা করবে। পুলিসের ভয় দেখালেই ফ্রেসবী তোমায় সাহায্য করতে রাজি হবে তবে লোকটা বিপজ্জনক। তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে তুমি শুধু ওকে বলবে, তুমি জান ভেরা কোথায়। তোমার মিথ্যেটা ও যেন বুঝতে না পারে। ব্যাস ঐ টুকুতেই কাজ হবে। ফ্রেসবী সম্বন্ধে অযথা জানার চেষ্টা কোরো না। অনর্থক ঝামেলায় পড়বে। যাই হোক পুলিশের কাছে যাবে না। তুমি ছাড়া ক্রেস্টারকে সাহায্য করার কেউ রইল না। এজন্যই টাকাটা দিলাম।

সুশান বুঝতে পারল না, সে কিভাবে ক্রেস্টারকে সাহায্য করবে! তবে জো বিশ্বাসী লোক। বিশ্বাসীদের তার পছন্দ।

তিনশো পাউন্ড! অনেক টাকা। ক্রেস্টারকে সাহায্য না করলে টাকাটাও তার প্রাপ্য হলো না।

ট্রাংকটার কথা ভাবল সে। জো বলেছে মৃতদেহ যেন কেউ না পায়। কিন্তু মড়াটাকে ঘর থেকে সরাতে হবে।

সেডরিক যদি খুলে দেখে ফেলে! ফ্রেসবীর কাছে সাহায্য চাইতেই হবে।

–তুমি আবার এসেছে।? আমি কিছু করতে পারব না।

–জো মারা গেছে, বলে ফ্রেসবীর মুখে সন্তুষ্ট ভাব লক্ষ্য করল। জো আমায় বলে গেছে ভেরা কোথায় আছে।

–ফ্রেসবী ধপ করে বসে পড়ে বলল–আর কাকে বলেছে? তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ। তুমি আর বেশিদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না।

আমি আগেই সাবধান হয়ে গেছি। আমার ব্যাংক ম্যানেজারকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি, সাতদিন আমাকে দেখতে না পেলে ওটা খুলতে। ফ্রেসবী ধপ্ করে বসে পড়ে বলল–ভুল করলে। পুলিশ তোমায় দোসর ভাববে।

–তুমি কি চাও আমি সব কথা পুলিশকে খুলে বলি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফ্রেসবী বলল, আচ্ছা, কি চাও তুমি?

সুশান ঝড়ের বেগে ওয়েডম্যান, করনেলিয়াস, রোলো, জো সকলের কথা বলে গেল। ওয়েডম্যান মিলিওনীয়ার, টাকার গন্ধ আছে এই ভেবে ফ্রেসবী বলল, আমায় কি করতে হবে?

–মৃতদেহটা লুকোতে হবে।

–পারব না।

সুশান পঁচিশ পাউন্ড বার করে ফ্রেসবীকে বলল, বিনিময়ে এটা রাখ।

–ওতে হবে না কাজ।

ওতে যখন হবে না তখন হয় তোমায় বিনাপয়সায় কাজটা করতে হবে নয়তো পুলিসকে আমায় সব কথা জানাতে হবে।

সুশান ভাবতে লাগল, ফ্রেসবী কি তাকে সাহায্য করবে?

ফ্রেসবী ভাবল, মেয়েটা যদি এই ধরনের ব্যবহার করতে থাকে তবে ওকে খুন করতেই হবে।

হঠাৎ ফ্রেসবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল-দাও টাকাটা দাও।

-কোথায় লুকোবে?

–বিয়ারিং ক্রসে।

-না ওটা গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুশান বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল কালো জামা পরা লোকটা আসছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে ফ্রেসবীর কাছে লুকোবার জন্য সাহায্য চাইতে ফ্রেসবী গোঁয়ারের মতো বসে রইল, তখন সুশান আলমারীর ভিতর গিয়ে লুকোলো।

আর তখনই বুচ ঘরে ঢুকে ফ্রেসবীকে নরম গলায় প্রশ্ন করল, সুশান হেডার কে?

ফ্রেসবী বুচের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে চিন্তা করে নিল সাবধানে কথা বলতে হবে।

–কে, সুশান? সুশান কি?

ভাওতা দিও না চাঁদু, তুমি জান আমি কার কথা জিজ্ঞেস করছি।

ফ্রেসবী মাথা ঝাঁকাল, আমার মনে পড়ছে না কোন্ হেডার?

আমাদের সঙ্গে দুশমনী নিশ্চয়ই করতে চাও না! তাহলে চটপট বলে ফেলো, যাকে তুমি গিল্ডেড ক্লাবে পাঠিয়েছিলে।

–ও! তার নাম তো সুশান হেডার নয়। বেটি, তার নাম বেটি ফ্রিম্যান। ফ্রেসবী বুঝল বুচ ধাপ্পাটা বোঝেনি।

নাম যাই হোক! মেয়েটার সম্বন্ধে বলল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্রেসবী বলল-আরে মেয়েরা আমার কাছে কাজের ধান্দায় আসে।বায়না দেয়। তাদের নাড়ীনক্ষত্র জানার আমার কি দরকার?

মার্শ বলেছে তুমি মেয়েটার চাকরীর জন্যে খুব চাপ দিয়েছিলে।

ফ্রেসবী বুঝল বুচ অবিশ্বাস করছেনা। দৃঢ়তার সঙ্গে বলল-কড়কড়ে পঁচিশ পাউন্ডের লোভ সামলানো যায়?

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল।

বুচ বলল-তাহলে সত্যিই তুমি জান না সে কে? কোথায় পাবো তাকে?

–কেন, কেন, কোন গণ্ডগোল?

–তা জানি না তবে রোলো ঐ মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে একশ পাউন্ড খরচ করতে রাজি আছে। আজ রাতের মধ্যে ওটাকে না পাওয়া গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। তুমি খোঁজ দিতে পারলে টাকাটা পাবে।

ফ্রেসবী একবার আলমারীটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, না থাক হতচ্ছাড়ীটা ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে চিঠি দিয়ে রেখেছে।

রোলো এত টাকা কেন খরচ করতে চাইছে?

–তোমার অত সতর কি দরকার। এর পর ক্লাবে মেয়ে ঢোকাবার আগে আমায় জানাবে। নইলে তোমার ব্যবস্থা করে ছাড়বো।

ফ্রেসবী ভয়ে ভয়ে বলল–ঠিক আছে মাইক। আমি খোঁজ করব।

বুচ চলে যেতেও সুশানকে ডাকলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। মড়াটাকে নিয়েই এত কাণ্ড। আবার অনেক টাকার মামলা। মড়াটার জন্যেই মেয়েটার খোঁজ।মড়াটা তার হাতের মুঠোয়। চেষ্টা করলে মোটা উপার্জন করা যায়।

সুশান বেরিয়ে এলো বিবর্ণ মুখে।

–সবই শুনেছ নিশ্চয়ই। ঠিক আছে এসো আমরা দুজনে মিলেমিশে কাজ করব। আমার মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে। মড়াটা কোথায় লুকোবে!

# ৪. অশুভ নিস্তব্ধতা

রোলোর অফিসে অশুভ নিস্তব্ধতা। রোলোর পিছনে শেলি এবং বুচ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। রোলোই প্রথম কথা বলল–মেয়েটা তাহলে এল না। তার মানে জো-ই মেয়েটাকে এখানে ঢুকিয়েছিল।

–হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

–ঐ মেয়েটা আমাদের অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাছাড়া ডাক্তারের ব্যাপারটাও আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।

শেলিকে খুব করুণ দেখাচ্ছে। জীবনে অনেক বাজে কাজ করলেও, হত্যার মত ব্যাপারে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

–তোমার আবার কি হল? মনে হচ্ছে কিছু লুকোচ্ছো। ঠিক আছে কতক্ষণ চেপে থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল ডাক্তারের টিকির দেখা নেই। গিলোরী কেমন করে জানল ডাক্তার মৃত। কেমন করে জানল গিলোরী? রোলো চেঁচালে শেলি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, থামাও এসব। ঐ বুড়োটাকে নিয়ে রঙ্গ করার সময় আমার নেই।

ইতিমধ্যে বুচ বেরিয়ে গিয়ে মার্শকে নিয়ে ফিরে এল।

–হেডার বলে মেয়েটা কে? কাজ দেবার আগে তুমি ওর খোঁজ নাওনি?

না, স্যার। আমি–আমি ভাবতে পারছি না আমিনা–আমার কোন দোষ নেই। ফ্রেসবীর দোষ। ফ্রেসবী এর আগেও তো আমাদের অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে।

রোলো বুচের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ছুঁচোটার একটু দাওয়াই লাগবে।

–আমার গায়ে হাত দেবে না।

বুচ শয়তানের মত তার দিকে এগোতে লাগল। মার্শ লাফ মেরে দরজা দিয়ে পালাতে গেল। কিন্তু বুচ তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নোয়াতে নোয়াতে চোয়ালে এক ঘুষি মারল।

রোলো বলল–এসব কি হচ্ছে? আমি একটু শিক্ষা দিতে বলেছি।

বুচ হিপ পকেট থেকে একটা ৩৮ পুলিশ স্পেশাল বার করে তার বাঁট দিয়ে কাঁধে মারতে মারতে ঘরময় ঘোরাতে লাগল। মার্শ আর্তনাদ করতে লাগল। শেলি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। মনে মনে ভাবল এই বুচের মত জাতখুনে লোকটা যদি জানতে পারে সে তার সঙ্গে ডাবলক্রস করছে, তার পরিণাম কি হবে?

থাম! রোলোর চীৎকারে বুচ থমকাল। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মার্শের গালে আঘাত করে ঠেলে ফেলে দিল তাকে। ঘাড়ে কালসিটের দাগ নিয়ে মেঝেতে শুয়ে সে কাতরাতে লাগল।

–পুলিশ! টেবিলের লাল আলো জ্বলে উঠেছে। ওকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে হঠাও।

বুচ মার্শকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

রোলো শেলিকে বলল, চলে যাও। তোমার যে কি ব্যাপার ভাগবানই জানেন।

বছর খানেক আগে ক্লাবে একবার পুলিস এসেছিল, আজ আবার। এই পুলিস আসার পেছনে কি মেয়েটার হাত আছে! ওপরের ঘরে আবার ওয়েডম্যানকে তালাবন্ধ রাখা আছে। রোলো তাড়াতাড়ি খাতাপত্তর খুলে বসল।

দরজায় টোকা পড়াতে রোলো বলল–ভিতরে আসুন।

লোকটি ঢুকে বলল, আমি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডামস, মিঃ রোলো।

লোকটাকে দেখতে পুলিশের মত না হলেও খুব একটা নিরাপদও নয়।

বসুন। চুরুট খান।

ধন্যবাদ। পুলিসের কাজে বেশী পয়সা নেই, ওসব চলে না। নাইট ক্লাবওয়ালাদের অনেক পয়সা।

আপনি কি নাইট ক্লাবের লাভের অলোচনা করতে এসেছেন?

বাঁ, আপনি আশা করি ডাঃ হার্বাট মার্টিনকে চেনেন?

–হ্যাঁ।

জলপুলিশ কয়েক ঘন্টা আগে জল থেকে তার মৃত দেহ উদ্ধার করেছে।

রোলো ভাবল ডাক্তার তো আত্মহত্যা করার লোক নয়, তাহলে কি হত্যা? এর ফলে পুলিশ তার সবকিছু পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে।

রোলো বলল–আমি দুঃখিত, মিঃ অ্যাডামস।

সার্জেন্ট লক্ষ্য করল রোলো সত্যিই বিস্মিত। সে ভেবেছিল এর পেছনে বুঝি রোলোরই হাত আছে।কখন তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে আপনার?

–আমার সঙ্গে দেখা করে ঠিক এগারোটার পরেই চলে গিয়েছিল।

–কি জন্য এসেছিল?

–খুব আড্ডাবাজ ছিল তো তাই। তার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে।

–তার মনে কিছু ছিল বলে মনে হয়?

রোলোর মনে হল পুলিস এটাকে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করছে। বলল-হ্যাঁ। টাকাকড়ি নিয়ে খুব টানাটানি চলছিল। আমার কাছে ধার চেয়েছিল, আমি দিতে পারিনি। জানতাম যদি ও ডুবতে যাচ্ছে, তাহলে কি

আমি তো বলিনি ও আত্মহত্যা করেছে।

–তাহলে কি?

–হয় দুর্ঘটনাবশতঃ নদীতে পড়ে গেছে। নয় কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে কিংবা আত্মহত্যা করেছে। যে কোন একটা কারণে তার মৃত্যু হতে পারে।

হত্যা, আঘাতের চিহ্ন আছে?

–ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। বেঁটে মানুষ, এগানের মত যে কেউ একটা ধাক্কা মেরে ফেলে, দিতে পারে।

–এগানের নাম করলেন কেন?

উদাহরণ দিলাম। তা এগান কোথায়?

জানি না, আজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে আসেনি।

মজার ব্যপার মনে হল, আসবার সময় দেখলাম।

ভুল করছেন বোধহয়।

–তাহলে ডাক্তারের ব্যাপারে আমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবেন না?

না, আমি শুধু ওর টাকার অভাবটাই জানতাম।

–আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, ডাক্তার যেরকম অনুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন, তাতে কারোর ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছিলেন। এগান সম্বন্ধে কিছু যদি জানতে পেরে থাকেন।

–আপনি বার বার এগান এগান করছেন কেন?

–ছোকরাটাকে আমি একবার হাতের মুঠোয় পেতে চাই।

রোলো ভাবল, ডাক্তার কি তাহলে এগান সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিল? শেলির অদ্ভুত ব্যবহারের কথা মনে পড়ছে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে এল।

আপনার কিছু মনে পড়ছে কি মিঃ রোলো?

না। দুঃখিত, আর কিছু সাহায্য করতে পারবো না।

–যাক আবার দেখা হবে। অনেক কিছু জানতে বাকী। চলি।

হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকলেন ক্রেস্টার ওয়েডম্যান। ওয়েডম্যান উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে ঘুরপাক খেতে লাগলেন। এখানে আমার ভাল লাগছে না, বাড়ি যাব।

–আপনাকে যেন চেনা চেনা লাগছে। অ্যাডমস প্রশ্ন করল।

ওয়েডম্যান এ্যাডমসকে খেয়াল না করে উত্তেজিত হয়ে রোলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার ভাইকে শীঘ্র খুঁজে বের কর। সে কোথায়?

ওয়েডম্যানকে কাঁধ চাপড়িয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল। বসুন, অ্যাডমস চলে গেলে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব।

অ্যাডমস-এর মনে সন্দেহ দানা বাঁধল বেঁটে ওয়েডম্যানকে দেখে, ভাবল কিছু একটা ব্যাপার আছে।উনি কে?

রোলো অ্যাডমসকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ও আমার বন্ধু নিকোলাস। জন নিকোলাস। মাথার গণ্ডগোল আছে। ও মনে করে ওর ভাই হারিয়ে গেছে, কিন্তু আসলে কোনদিনই ওর কোন ভাই ছিল না।

অ্যাডমসকে বিদায় করে বুচের সঙ্গে মুখোমুখি হল রোলো–ওয়েডম্যানকে কে ছাড়ল? পুলিশটা ওকে দেখল।

-ওটা মার্শের কাজ। বদমাইসী করেছে। ওটাকে আমি খুন করব।

এদিকে রোলো ঘরে ফিরে আসতেই ওয়েডম্যান বলল কালকের মধ্যে আমার করনেলিয়াসকে খুঁজে বার না করতে পারলে আমি পুলিশের কাছে যাব।

–পুলিশ আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবেনা। বরং আমাকে দশহাজার পাউন্ডের চেক লিখে দিন। কালই যদি ভাইকে ফিরে পেতে চান, ওকে আনবার জন্য ঐ টাকাটা আপনাকে খরচ করতে হবে।

–আমার কাছে টাকা নেই। করনেলিয়াসকে আমি সব টাকা দিয়ে দিয়েছি, সেই দেবে।

টাকা নেই মানে, কি ব্যাপার?

–তিন মিলিয়ন পাউন্ডের বন্ডে টাকাটা আমি ওর কোমরে জড়ান বেল্টের ভেতর রেখেছি। টাকাটা ওর কাছেই নিরাপদে থাকবে তাই।

.

দূরাগত মেঘের গুরুগুরু গর্জন। শহরের মাথায় কালো জমাট মেঘ। বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে কিছু আগে।

ট্যাক্সি থেকে ভারী ট্রাঙ্কটা নামাতে ফ্রেসবীরও কষ্ট হচ্ছিল। পেছন থেকে সুশান বলল, আমি ভেতরে আসতে চাই না।

ফ্রেসবী তিক্ত স্বরে বলল, তোমাকে আমার কথামতো কাজ করতে হবে, নইলে আমি এসব ব্যাপার থেকে সরে যাবো।

ফ্রেসবীর কথা তার কানে ঢুকল না। সে ভাবতে লাগল যদি কেউ তাদের ঐ গলিতে ট্রাঙ্ক সমেত দেখে ফেলে?কান খাড়া করে সে শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু নিজের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি, ফ্রেবীর গভীর শ্বাসের শব্দ আর দূরাগত গাড়ির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

একটা একঘেয়ে বিরক্তির সুরে ফ্রেসবী বলে চলল, আমি এ কাজ আপনা থেকে করতে পারব না। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। পয়সার ঝনঝন্ আওয়াজ পেয়ে সুশান বুঝল

ফ্রেসবী পকেটে কিছু খুঁজছে।–হ্যাঁ পেয়েছে। এক মুহূর্ত পরেই চাবি ঢোকানোর আওয়াজ সুশান শুনতে পেল।

দরজা খুলে গলিটায় এক ফালি আলো এসে পড়ল।

ফিসফিস্ করে সুশান বলল, আমরা কোথায় এসেছি?

–এটা টেড (Ted) হুইটেবীর কারখানা।তাড়াতাড়ি এস। কেউ দেখে ফেলবে।

ট্রাঙ্ক সমেত ধরা পড়ার ভয়ে সুশান ফ্রেসবীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে জরাজীর্ণ প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল। হঠাৎ মেঘের গর্জনের আওয়াজে সুশান দেওয়ালে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। দেওয়ালে লাগানো কাগজের খখস্ আওয়াজে সুশান কাঠ হয়ে গেল।

ফ্রেসবী তাকে ঠেলা মেরে বলল, চলো আমরা মালটাকে গুদামে নিয়ে যাই।

কোন গুদাম ঘরে আমি যাচ্ছি না। আমার ভয় করছে। আমি অনেক করেছি, আর নয়।

কচি খুকী সেজো না, এতটা এগিয়ে ফিরে যাওয়া যায়?কাজ যখন একলাকরবে ভেবেছিলে তখন তো খুব সাহস দেখিয়েছিলে। এখন সময় নষ্ট না করে এগিয়ে এসে দেখি।

সুশান ভাবল তার দেখা দুঃস্বপ্নগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ। ফ্রেসবী তার হাত ধরে ঝাকুনী দিল–ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? তোমার মতই আমারও কাজটা করতে ভাল লাগছে না।

সুশান হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রেবীর অন্য হাতটা তাকে আটকে দিল। ফ্রেসবীর জামার দুর্গন্ধ, মুখে বিয়ারের গন্ধ তার নাকে এল।

নিজের ভয়কে সংযত করে, ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে সুশান বলল, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি। আমার সঙ্গে ওরকম করলে–যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে চিঠিটা রয়েছে।

বিড়বিড় করতে করতে সেবী ছেড়ে দিল–বেশ তাই যদি মনে কর তো যাও, ট্রাকটা ফেরত নিয়ে গিয়ে ঘুমোওগে। দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি ডাকি।

ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তায় ভয়ে সিটকে গেল সুশান-নানা ওটা আমার ঘরে রাখতে পারব না।

–এসো, পথে এসো। তোমাকে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখানে কি ট্রাঙ্কটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে এসেছি? খালি বকর বকর।

সুশানের হাতটা ট্রাঙ্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নড়ে উঠল। ফ্রেসবী আগে আগে নামতে লাগল, সুশান পেছনে ধরে রইল যাতে ট্র্যাঙ্কটা গড়িয়ে না পড়ে যায়।

সিঁড়ির নীচে নামার পর ফ্রেসবী জিজ্ঞেস করল, সুইচটা খুঁজে পাচ্ছিনা। দেশলাই আছে তোমার কাছে?

কাঁপা গলায় সুশান বলল–নেই। ফ্রেসবীর সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। তার ভয় হচ্ছিল ফ্রেসবীহয়তো অন্ধকারের মধ্যে তাকে চেপে ধরবে। আবার বুঝল মাথা ঠিক রাখলে ফল আরো খারাপ হবে। হঠাৎ সে একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে সুইচটার আশায় এগিয়ে যেতে তার সঙ্গে কিছু একটা ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। সুশান থেমে গেল।

তুমি ফ্রেসবী নাকি? তার হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

ঘরের অন্যপাশ থেকে ফ্রেসবী জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুশান অন্ধকারে হাত বাড়াতে সে কোন পুরুষের মোটা জামার হাতার স্পর্শ পেল। সে জানত এ ফ্রেসবী নয়। কারণ ফ্রেসবী অন্যপ্রান্তে সুইচ খুঁজতে হাতড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ মেঘ গর্জনের আওয়াজ সুশানের আর্ত চীৎকারকে ডুবিয়ে দিল।

–কি ঝামেলা হল আবার?

দুহাতে মুখ ঢেকে সুশান বলল–এখানে কেউ আছে?

–মাথা ঠিক রাখ। এখানে সব ডামি। সেই মুহূর্তে সুইচটায় হাত ঠেকতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল।

সুশান দেখল সে এক শয়তানের সামনে দাঁড়িয়ে আর সে তার জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না মূর্তিটা মোমের তৈরী।

তার একটা হাত ধরে ফ্রেসবী বলল, উত্তেজিত হয়ো না, এগুলো মোমের প্রতিকৃতি মাত্র।

ভয়ার্ত চোখে সুশান বিশাল ঘরটা দেখতে দেখতে ফ্রেসবীর গা ঘেঁষে এল। সারা ঘরটা মোমের মূর্তিতে ভরা। কোনটা বসে, কোন মূর্তিটা দাঁড়িয়ে। সবগুলোই ঘৃণ্য, শয়তান আর ভয়ঙ্কর দেখতে।

ফ্রেসবী বলল, তোমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল আমার। হুইটেবী এলিফ্যান্ট আর ক্যাসেলএর ভায়ের জাদুঘরে মূর্তি সাপ্লাই করে। বেশ সুন্দর দেখতো, তাইনা! এদের সঙ্গে সারারাত কাটাতে তোমার কেমন লাগবে? আমি তোমায় বলেছিলাম না, আমি বেশ চালাকি করে এই মূর্তিগুলোর ভীড়ে মড়াটাকে ঢুকিয়ে দোব, আর কেউ খোঁজই পাবে না।

সুশানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিশ্চল মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবার সাহস তার হচ্ছিল না। যদি সে ভয়ে চীৎকার করে ফেলে ফ্রেসবী তাহলে তাকে আক্রমণ করে বসবে। আমাকে সাহসী হতেই হবে। আমি মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবো না।

ইটবীর কাজকর্মের এই গা ছমছমে জায়গায় নিজের ইচ্ছেয় থাকতে চাই না।

ফ্রেসবীর ওয়েস্ট কোটটার দিকে দৃষ্টিটা স্থির রেখে সুশান প্রশ্ন করল, আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

–আমরা এখানে মড়াটার মুখে-হাতে মোম লাগাব। তাহলে ঐ মড়াটাও মোমের মূর্তি হয়ে যাবে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, টেড নিজেও নিজের তৈরী মূর্তির ভীড়ে মড়াটাকে খুঁজে পাবে না।

নিরুত্তেজ হয়ে সুশান বলল, মোম লাগাতে হবে?

–হ্যাঁ, খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয়, খালি মোম গলিয়ে মুখের ওপর ঢেলে দিলেই ওটা মুখোশের মত হয়ে যাবে। তবে তোমার সাহায্য ছাড়া একলার পক্ষে কাজটা কঠিন হয়ে যাবে।

-না। চীৎকার করে সুশান সিঁড়ির দিকে পেছোতে থাকল।না, আমি এসব সহ্য করতে পারছি না।

ফ্রেসবী হিংস্রভাবে তার দিকে এগিয়ে এলো, গালাগালি করতে করতে বলল–ছেলেমানুষী কোর না। স্থির হও।

সুশান সম্পূর্ণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রেসবী তাকে ধরবার জন্যে ঝাঁপ দিল। থাম। দাঁড়াও। যেওনা। ফিরে এস।

অন্ধের মত সিঁড়ি বেয়ে সুশান প্যাসেজ বেয়ে এসে দরজা খুলে ছুটতে লাগল। ফ্রেসবী সিঁড়ির মাথায়। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। সুশান তার নাগালের বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল অন্ধের মত সুশান ছুটে চলেছে।

.

এই ঘটনার কয়েক মাইল দূরে গ্রেসভেনর স্ট্রিট থেকে একটা সবুজ রং-এর প্যাকার্ড গাড়ি মার্টিনের ছোট্ট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

রোলো গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভার লংটমকে বলল, বেশী দেরী হবে না। যদি কোন পুলিশ নজরে আসে তাহলে বেল বাজাবে।

একগোছা চাবি নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসবার ঘরে দিয়ে ঢুকল রোলো। সে যার খোঁজ করছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল। কোন এক সময় ডাক্তারের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছিল যে সে ডায়েরী লেখে। আজ সে কথা মনে আসতেই ডায়েরীর খোঁজে এখানে এলো রোলো। যে মুহূর্তে সেটা পেয়ে গেল, দরজায় তালা লাগিয়ে আবার গাড়িটাতে এসে বসল। টমকে ফালতু গাড়িটা নিয়ে একটু ঘুরতে বলে ডায়েরীর পাতা ওল্টাতে লাগল। হাতের লেখা সুন্দর, সাজান।

সুন্দর হস্তাক্ষরে মার্টিন লিখছে, আজ রাতেই আমাকে শেলির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। নইলে আর সুযোগ পাবোনা। ওয়েডম্যানের বিশাল সম্পত্তির একটা অংশ সে পাবে। কিন্তু রোলো যদি জানতে পারে বুচ আর শেলি প্রেমিক-প্রেমিকা তাহলে আমার

কপালে কানাকড়িও জুটবে না।.. ফলে আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে বুচকে কিছু খসাতেই হবে। মিটিং শেষে ওদের কাছে গিয়ে। চমকিয়ে দেব।

রোলোর কাছে পুরো ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে যেতে লাগল। বুচ আর শেলি প্রেমিক-প্রেমিকা এটা তার বোঝা উচিত ছিল।

নিজের ওপর খানিকটা রাগ নিয়েই ভাবতে শুরু করল ডাক্তার তাহলে শেলির বাড়ি গিয়েছিল, ওখানেবুচ তাকে খুন করেছে। শেলির অস্বাভাবিক আচরণের ছবিটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দুটোকেই মজা দেখাতে হবে। তারপরেই ওয়েডম্যানের কথা মনে পড়ল। বেয়ারার বন্ডে তিন মিলিয়ন ডলার–অবিশ্বাস্য। এটা পেতে হলে তাকে প্রথমেই মড়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার জন্যে বুচকেই তার প্রথম প্রয়োজন। প্রতিশোধের চিন্তাটা অবচেতন মনেই থাক।

মেয়েটাকে খুঁজে বার করাই তার প্রথম কাজ। বুচ রাস্তায় রাস্তায় মেয়েটার খোঁজ করছে, কিন্তু লন্ডনের মতো বিশাল শহরে হয়তো তাকে পাওয়াই যাবে না। কিংবা অনেক সময় লাগবে।

লংটমকে নির্দেশ দিল রোলো-গিলোরীর ওখানে চলো।

মিনিট কয়েক পরেই গাড়িটা এথেন কোর্টে এসে পৌঁছল।

লংটমকে অপেক্ষা করতে বলে সে বাড়ির ভেতর লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফটে চড়ল। শব্দ করে লিটটি তাকে পাঁচতলায় পৌঁছে দিল।

রোলো এটা ভেবে খুশী হলো যে সে ডায়েরীটার খোঁজ পেল বলে পরিকল্পনা মাফিক জরুরী কিছু কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে, তা না হলে হয়তো হঠকারিতায় ভয়ানক কিছু একটা করে বসত। বুচ আর শেলিকে শাস্তি দিতে হলে তাকে ঠিক করে রাখতে হবে যাতে পুলিশ এর মধ্যে নাক গলাবার সুযোগ না পায়।

অধৈর্যের মতো বোম টিপল রোলো। দরজা খুলে গেল। গিলোরী দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল আপনি আমার এখানে কখনও আসেননি। কোন বিপদ

রোলো বড় ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। একটা সিগার ধরিয়ে চিন্তাগ্রস্তভাবে গিলোরীকে বলল, আমাদের করনেলিয়াসের মড়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

গিলোরী ঘাড় বেঁকিয়ে বলল-কেমন ভাবে তা সম্ভব?

নিগ্রোটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রোলো বলল–আমি বিশ্বাস করি একাজটা তুমিই পারবে। এত দিন তুমি বলে বেরিয়েছে আমার কাছে তুমি ঋণী, এখন আমি তোমায় বলছি মড়াটা খুঁজে তুমি আমার ঋণ শোধ কর। এ কারণেই আমার তোমার কাছে ছুটে আসা।

গিলোরী পায়চারী করতে করতে বলল–মেয়েটা জানে মড়াটা কোথায় আছে। ছোট কাঠের পুতুলের মাথায় আঠা লাগানো পুতিটা টোকা মারতে মারতে বলল, এটা আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে পারে।

-বুচ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, তুমি তাড়াতাড়ি মড়াটা খুঁজে পাবার একটা উপায় বলে দাও।

গিলোরী কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, মেয়েটা কোথায় লুকিয়ে আছে আমাকে খুঁজে দেখতে হবে। এর জন্যে আমার ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু বেশী সময় লাগতে পারে। আমি হাইড পার্কে ঢোকবার গেটের মুখে তার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। ওখানে অপেক্ষা। করুন। একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু ওখানে সে আসবেই।

রোলো তার মুখ বিকৃত করে বলল, কি, বলতে চাও কি তুমি?

গিলোরী পুতুলটাকে মেঝের ওপর দাঁড় করাল।কার্পেটের একটা চৌকো ঘরকে দেখিয়ে বলল, আসুন আমরা কল্পনা করি এটা হাইড পার্ক। যে মুহূর্তে পুতুলটা চৌকো ঘরটায় পৌঁছাবে সেই মুহূর্তে মেয়েটা হাইড পার্কে পৌঁছাবে। তাকে দেখলে আপনি কোন কথা বলে অনুসরণ করবেন। দেখবেন সেও যেন আপনাকে দেখতে না পায়, তাহলেই দেখবেন আপনি করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে পৌঁছে গেছেন। বুঝেছেন?

রোলো অসহায়ভাবে পুতুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, গিলোরী দেখো ব্যাপারটা খুব জরুরী। আমাদের সময় নষ্ট করার সময় নেই। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

অন্যমনস্কভাবে গিলোরী বলল–যদি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার মত ধৈর্য আপনার থাকে তবেই তার দেখা পেতে পারেন।

রোলো সম্মতি জানিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে গাড়িতে এসে বসে থমকিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। ওপর তলা থেকে ঢাক বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা শুনতে শুনতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুম...বুম...যেন বিশাল কোন জলরাশি তার দিকে গড়িয়ে আসছে।

অস্বস্তিকর কণ্ঠে লংটম রোলোকে প্রশ্ন করল, আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন? শব্দটা কিসের? ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

রোলো বলল–কিছুই নয়। গিলোরী তার ঢাক পেটাচ্ছে। তারপর খানিকটা সন্দেহভরা মনে মুখটায় হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমরা এখন হাইড পার্কে যাব। একটা ছুকরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে সেখানে।

.

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমস বাসের কন্ডাক্টরকে শুভরাত্রি জানিয়ে নেমে ১৫৫এ, ফুলহাম রোডের বাড়ির দরজায় বেল টিপতে টিপতে একটু থমকাল। দেখল এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। ভাইনস্ট্রিট পুলিশ স্টেশনের ডেস্ক সার্জেন্ট তাকে সেডরিক স্মাইথের চিরকূট দিলেও তার মেজাজ কিন্তু খুশী হয়নি। কিন্তু সে সেডরিকের বাড়ির কয়েকশ গজ দূরেই থাকে বলে দেখা করতে এসেছে।

সেডরিক দরজা খুলে তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে বলল, যা এসেছে তাহলে, ভেবেছিলাম আসবে না।

অ্যাডমস অধৈর্যের সঙ্গে বলল, আমি একটুও দাঁড়াতে চাই না, সারাদিনটাই দাঁড়িয়ে কাজে কাটিয়েছি। এখন শরীরটা বিশ্রাম চাইছে, বল ঝামেলাটা কি?

দরজা খুলে সেডরিক তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ভাই, ব্যাপারটা এতই গোলমেলে যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। ভেতরে এস। তুমি জান আমি সবসময় খুশী থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু এখন আমি ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

অ্যাডমস মুখ বেঁকিয়ে বলল, বেশ চল। তোমার দুশ্চিন্তা আমার ভাল জানা আছে। বেড়ালের গায়ে মাছি বসলেও তুমি দুশ্চিন্তায় সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারোনা।

শান্তভাবে সেডরিক বলল, বেড়াল! আমি ঐ নোংরা জানোয়ারটাকে অপছন্দ করি। তাছাড়া আমার পোষা কোন বেড়াল নেই। তোমার উপদেশের আমার বিশেষ প্রয়োজন। জানি তুমি আমার পোষা কোন কর, হুইস্কি না বিয়ারলল, হুইস্কিই দাও

জেরী তার লম্বা পা ছড়াতে ছড়াতে বলল, হুইস্কিই দাও। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী না ফুলিয়ে চট করে বল তো আসল ব্যাপারটা কি? কোন বোর্ডার কি তোমাকে পয়সা না দিয়ে পালিয়েছে?

সেডরিক ঠোঁট চেপে বলল, জেরীতুমি কি কিছুতেই আমার অবস্থাটা বুঝতে চাইবেনা? তুমি সত্যিই নিষ্ঠুর। আমি তোমায় বলছি ব্যাপারটা বেশ জটিল, তোমাদের পুলিশি আওতায় আসতে পারে।

অ্যাডমস চট করে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তাই নাকি কি করে বুঝলে?

আমি প্রথম থেকেই শুরু করি তাহলে, সেডরিক ধীরে ধীরে জবাব দিল। দুটো বড় গ্লাসে হুইস্কির সঙ্গে সোড়া মিশিয়ে একটা জেরীকে দিল, একটা নিজে নিল। তারপর মুখোমুখি বসে পড়ল।

জেরী আর্মচেয়ারটায় আরাম করে বসে বলল, ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ধীরে সুস্থে সাজিয়ে গুছিয়েই বল।

–হাসবার কিছু নেই। তিক্তস্বরে বলে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সেডরিক বলল, এটা এখন আমার খাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা জানিনা, সম্ভবতঃ সারারাত জেগে কাটাতে হবে।

হয়তো তাই হবে।নীরস ভাবে জেরীবলল, আজ জাগলে কাল তুমি ঘুমতে পারবে, আমার তা হবে না, পুলিশের কাজ বুঝতেই পারছ।

তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করতে পারো কিন্তু আমি মিস্ হেডারের জন্যে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কোন একটা কিছু ঘটতে চলেছে, যা আমার ঠিক পছন্দ নয়।

–আবার তোমার সেই মিস্ হেডারের কথা। কেন সে কি ভদ্রলোকেরসঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছে?

-না, তাকে অপরাধীসুলভ লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখছি।

–অপরাধীসুলভ বলতে তুমি কি বোঝ? অ্যাডমস হাসল।

–জো ক্রফোর্ডের মুখোমুখি হলে আমি অনেক কিছুই বুঝি।

–জো ক্রফোর্ড? কে সে?

–আমিও সেটা জানতে চাই। সে এখানে আমাকে মিস্ হেডারের নামে একটা চিঠি দিতে এসে আমার সঙ্গে প্রচণ্ড অভদ্র ব্যবহার করেছে। না দেখলে বুঝতে পারবে না তার চোখের দৃষ্টি কি রকম! আমি কাউকে ভয় পাই না, আমাকেও সে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

–সে চিঠি নিয়ে এসেছিল?

–তাহলে আর বলছি কি। এমনই বেপরোয়া লোক যে চিঠির মুখটা ভাল করে বন্ধও করেনি, তাই আমি চিঠিটা পড়া উচিত মনে করেছি।

–তোমার এই অভ্যাসই তোমাকে একদিন বিপদে ফেলবে।

–তা নিশ্চয়, কিন্তু খামের মুখটা খোলা ছিল বলেই পড়বার কথাটা মাথায় এলো। আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু অহেতুক কৌতূহল আমার পছন্দ নয়। যতদূর মনে পড়ছে তাতে লেখা ছিল ২৪ সি, রুপার্ট কোর্টে ফ্রেসবীর এজেন্সিতে যাও। তোমাকে ঢুকিয়ে দেবে। সই ছিল জে-সি।

অ্যাডমস হঠাৎ উঠে বসে বলল, ঠিকানাটা ঠিক বলছে তো?

–নিশ্চয়। জেরীর কৌতূহল দেখে সেডরিক প্রশ্ন করল, তুমি ফ্রেসবীর এজেন্সী চেনো?

অ্যাডমস আবার ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

–শুনেছি। সতর্কভাবে সে বলল। মনে মনে চিন্তা করল যে, সম্প্রতি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জ্যাক ফ্রেসবীর কার্যকলাপ সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছে। ভেরা স্মল নামে ওয়েস্ট এন্ড স্টোরের এক কর্মচারিনীর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের ব্যাপারে পুলিশ ফ্রেসবীকে সন্দেহ করছে। ভেরার নিখোঁজে ওর বাবা-মা-ইপুলিশকে ডায়েরীকরেছে। পুলিশের কাছে একটা ঝাপসা রিপোর্ট এসেছে ভেরাকে শেষ দেখা যায় ২৪ সি, রুপার্ট কোর্টে। তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ মেলেনি। সন্দেহজনক লোক বলে কয়েক সপ্তাহ পুলিশ তার ওপর নজর রেখেছে। ওয়েস্টএন্ডের সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বেশ্যাদের ভাড়া দেওয়াটাই তার লাভজনক ব্যবসা। আর এর থেকে ফ্রেসবী বেশ টাকা কামাচ্ছে। ফ্রেসবী মেয়েদের কাজ খুঁজে দেয়, মানে দুনম্বরী কাজ।

বেশ তারপর? বল

সেডরিক ট্রাঙ্কটার আনা আর তা দেখে সুশান কেমন ভেঙ্গে পড়েছিল তাবলল,সেসারারাত দরজায় তালা দিয়ে বাইরে পড়েছিল। তারপর আজ সে একটা রোগা পাতলা বয়স্ক লোকের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়েই আবার ট্রাঙ্কটাকে টানতে টানতে নিয়ে নেমে এলো।

আমি সুশানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, ওকে ডাকলাম কিন্তু বুঝলাম ও এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত যে আমার ডাক ও শুনতে পায়নি। উল্টে বয়স্ক লোকটা উদ্ধতভাবে আমাকে নিজের চরকায় তেল দেবার উপদেশ দিয়ে গেল। তারপর ট্রাঙ্কটা নিয়ে তারা ট্যাক্সিতে

উধাও হয়ে গেল। অ্যাডমস হুইস্কিটা শেষ করে গেলাসটা রেখে প্রশ্ন করল, তুমি ঠিক দেখেছে মেয়েটা ভেঙ্গে পড়েছিল?

নিশ্চয়। ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারত।

–তুমি কি লোকটার আরও একটু বিশদ বর্ণনা দিতে পারবে?

–হ্যাঁ। বছর পঞ্চাশের ওপর বয়স। লম্বা আর রোগা। তার লৌহধূসর রঙের ঝাটার মত গোঁফ আছে। নাক টিকালো। ঐরকম বিচ্ছিরি নোংরা বদমাইশ লোক সুন্দরী সুশানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার মোটেই যোগ্য নয়।

–শুনে মনে হচ্ছে উনিই জ্যাক সেবী।

মরুক গে। তবে ফ্রেসবী খারাপ লোক বটে কিন্তু দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ দেখছি না।

–কিন্তু জেরী তোমাকে তো ট্রাঙ্কটার কথা এখনও বলিনি। ট্রাঙ্কটায় এমন কিছু আছে যা আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। জো বলে ছেলেটা যখন ট্রাঙ্কটা রেখে যায় তখন আমি ওটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাই যেটা আমার বাবার শবযাত্রার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

আজকাল তুমি বোধহয় খুব ডিটেকটিভ গল্প পড়ছ। আমার তো মনে হয় গন্ধটা কর্পূরের গুলির।

সেডরিক মাথা নাড়িয়ে বলল, জেরী তুমি একটু সিরিয়াস হয়ে আমার কথা শোন। আমার ভাল মনে আছে গন্ধটা সেরকমই ছিল। তবে আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে, আমার যেন আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে ট্রাঙ্কটার মধ্যে কোন মৃতদেহ ছিল।

অ্যাডমস দাঁড়িয়ে উঠল, সেডরিক একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তারপর চিন্তা করল। তাই কি ভেরা স্মল নিখোঁজ? পুলিশের সন্দেহ তাকে হত্যা করা হয়েছে। ফ্রেসবীই তাকে শেষবারের মতো দেখেছে। এখন ফ্রেসবীর সঙ্গে গন্ধওলা ট্রাঙ্ক? মিস্ হেডার বলে মেয়েটারই বা তার সঙ্গে কি সম্পর্ক? কি করছে তারা? ব্যাপারটা সহজ বলে মনে হচ্ছে না। কেশ জটিল।

সেডরিক অ্যাডমসকে লক্ষ্য করছিল। তার ধারণাটা যে অ্যাডমস এতক্ষণে ধরতে পেরেছে, এটা লক্ষ্য করে সে অর্থ বিজয়ী অর্ধ আশান্বিত হবার হাসি হাসল।

অ্যাডমস বলল–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সেডরিক। আসলে পুলিশের কাছে এত ভুল খবর আছে যে ব্যাপারটা আমাকে কেশ ভাবিয়েছে। তুমি জেনে রাখ ফ্রেসবীকে আমাদের লোক আজ বেশ কয়েক সপ্তাহ নজরে রেখেছে। আমরা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এমন এক তরুণীর খোঁজ করছি যার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে ফ্রেসবীর হাত আছে বলে পুলিশের সন্দেহ।

সেডরিক উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে আমি ঠিকই বলেছিলাম। ট্র্যাঙ্কের ভেতর মৃতদেহটা পাবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

ধীরে বন্ধু ধীরে। অ্যাডমস বলল, এত তাড়াতাড়ি আমাদের কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবেনা। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। আমি মি হেডারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে চাই। ওর থেকে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে আমার আশা। কিন্তু যদি কোন কাজের না হয় তাহলে অকারণে তাকে ভয় পাওয়াতেও চাই না। এমন কিছু তথ্য চাই যাতে আমরা এগোতে পারি। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তেমন কোন সূত্র নেই।

সেডরিক হঠাৎ হাত তুলে বলল–ঐ শোন।

তারা দুজনেই শুনতে পেল কারা যেন সদর দরজাটা বন্ধ করে ছুটে ওপর দিকে গেল।

সেডরিক লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বলল–ঐ ওরা এল!

অ্যাডমসও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।–একটু অপেক্ষা কর। এখন রাত বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। খুব বেশী তাড়াহুড়ো করা আমাদের উচিত হবে না। দেখ তুমি যদি ওকে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে নীচে নামিয়ে আনতে পারো। তুমি বল তোমার কোন পুরোন বন্ধু এসেছে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

সেডরিক ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে বলল, ও বড় অসামাজিক, একথা শুনলে আসবে বলে তো মনে হয় না।

–বেশ তাহলে বলো জো ক্রফোর্ডের কাছ থেকে আসছি, তবে যদি নামে।

–ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি বলবে?

–সে সব তোমায় ভাবতে হবে না। যাও দেখ শুয়ে পড়ার আগে ডেকে আন।

সেডরিক ওপরে চলে গেল।

জেরী পেছনে হাত দিয়ে পায়চারী করতে লাগল। নিজেকে সে বলল, তাকে সেডরিকের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে কেননা সেডরিককে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সহজ ব্যাপারকে নাটকীয় করে গেল। হয়তো ট্র্যাঙ্কটায় সন্দেহজনক কিছু নেই, হয়তো গোঁফওলা লোকটাও ফ্রেসবী নয়। যা হোক যাতে বোকা না বনতে হয়, তার জন্যে সঠিক অনুসন্ধান করে তাকে এগোতে হবে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পরই সেডরিকের পায়ের শব্দ পেল জেরী। সেডরিক একা নয়, সঙ্গে সুশান।

সুশান বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে ভাবল লোকটাকে বেশ নরম বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ পুলিশ থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনে সে যেরকম ভয় পেয়েছিল, সেরকম কিছু নয়।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সেডরিক বলল, ইনি মিস্ হেডার আর ইনি জেরী অ্যাডমস।

জেরী হেসে বলল, এত রাতে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম নাতো? ক্ষমা করবেন। দয়া করে বসুন না।

সুশান প্রথমে সেডরিক তারপর জেরীর দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে সামনের চেয়ারটায় এগিয়ে গিয়ে বসল, আর সেডরিকের দিকে অস্বস্তিভরা চোখ নিয়ে তাকাল।

অ্যাডমস সেডরিকের দিকে ঘুরে বলল, আমার মনে হয় মিস্ হেডার আমার সঙ্গে একা কথা বলতে চান।

সেডরিকের চ্যাপ্টা মুখটা ঝুলে পড়ল।

তাতো বটেই। নিশ্চয়। তোমরা দুজন কথা বল। আমি তোমাদের জন্যে চা করে নিয়ে আসি। সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার অ্যাডমসকে ভালই লাগবে। আমার প্রিয় বন্ধুও। আগে আমরা একই জায়গায় কাজ করতাম।

সুশান অ্যাডমসের দিকে অপেক্ষাকৃত কম সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

জেরী সেডরিককে দরজাটা খুলে ধরে বলল, যাও তুমি চা করে আনন, কথা শেষ হলে তোমাকে ডাকব।

সেডরিক চলে যেতে ঘরে যে নীরবতা নেমে এলো অ্যাডমস হঠাৎ কথা বলায় তা ভঙ্গ হল–সেডরিক বলছিল আপনি নাকি জো ফোর্ডকে চেনেন?

না তাকে ততটা ভালভাবে চিনি না। সুশান সতর্ক হয়ে উঠল।

আমরা দুজনে খুব বন্ধু ছিলাম। শান্তভাবে অ্যাডমস ভাবল, নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে, মেয়েটা বেড়ালের মতই সতর্ক। মেয়েটার চোখে ভয়ের ভাব দেখা যাচ্ছে।

–আমার সঙ্গে জোর অনেকদিন দেখা হয়নি, তাই সেডরিক যখন জানালো যে সে এখানে আসে, ভাবলাম আপনি যদি জোর খবরাখবর কিছু দিতে পারেন। যদি বলতে পারেন সে কোথায় আছে?

সুশানের ভালভাবেই মনে আছে যে জো জোর দিয়ে বলেছিল তার কোন বন্ধু নেই। তাই সে নিশ্চিত যে এই সুন্দর পুলিশটি তাকে মিথ্যে কথা বলছে। তার হৃদপিণ্ড শীতল হয়ে এলো।

–আমি-আমি তো জানিনা সে কোথায় থাকে। চোখ নামিয়ে উত্তর দিল, আমি তাকে ভাল করে চিনিও না।

–উত্তরটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক হল তাহলে। এ্যাডমসের স্বর ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠল। আমি আশা করেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোন খোঁজ পাব, কিন্তু আপনি যখন বলছেন জানেন না তবে আমায় অন্য উপায়ে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

–তাই করুন। সশান দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, অনেক রাত হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন। সুশানের চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে এলো আর মাথায় হাত দিল।

অ্যাডমস তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করছিল। তার মনে হল মেয়েটা স্পষ্টতই সুস্থ নয়। আসলে তার চোখে ক্লান্তির ছায়া এবং নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। চোখে শূন্য দৃষ্টি। সে মাথায় হাত দিয়ে এপাশে-ওপাশে দুলতে শুরু করল।

অ্যাডমস তাড়াতাড়ি তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, মিস হেডার আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন?

কিন্তু সুশানের কানে কথাগুলো পৌঁছল না।

–মিস্ হেডার! হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অ্যাডমস জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।

সুশান আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন। ঢাক বাজছে।

অ্যাডমস কিছু শোনবার চেষ্টা করেও কোন শব্দ তার কানে এলো না। সুশানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল–আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা।

সুশান চীৎকার করে বলল, আপনি বদ্ধকালা বলেই শুনতে পাচ্ছেননা। আমি পাচ্ছি। ঐ তো ঢাক বাজছে। ওটা আমার মাথার ভেতর বাজছে। আর হিস্টিরিয়া রোগীর মত গজরাতে লাগল, ওটা বাজছে, ওটা বাজছে বুম...বুম...বুম...কুম। বেজেই চলেছে বুমবুম...শুনতে পাচ্ছেন না?

যতসব বাজে কথা, অ্যাডমস তীক্ষ্ণস্বরে বলল। আপনি সব বাজে জিনিস কল্পনা করছেন নিজেকে সংযত করুন মিস্ হেডার। কোন ঢাক বাজছে না।

–আমার কি হল? নিজের মাথা চেপে ধরে বলল, ওটা আমার মাথার ভেতর বাজছে। থামান না এটা, থামান। আমি কি পাগল হয়ে যাবো। আঃ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মিস্ হেডার পাগলামী করবেন না, আমি কোন ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। অ্যাডমস সতর্কভাবে বলল।

সুশান তার দিকে তাকিয়ে, তাকে ধরবার আগেই দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। তার চাপা কান্নার আওয়াজে সেডরিক ছুটে এলো রান্নাঘর থেকে।

সেডরিক অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয় ওকে যা কথা বলেছে। কি বলেছে?

অ্যাডমস হতবাক এবং উৎকণ্ঠায় ভরা মুখে সেডরিকের দিকে তাকাল, আমি তো কোন কথাই বলিনি, মনে হয় ওর স্নায়ু বিপর্যয় ঘটেছে। সে হঠাৎ বলল, কেউ একটা ঢাক বাজাচ্ছে।

ঢাক, কিসের ঢাক?

বুঝতে তো পারছি না আমিও, তবে কোন খারাপ কিছু ঘটেছে। আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক।ব্যাপারটা দেখা দরকার। ঢাক বাজাচ্ছে ব্যাপারটা আসলে কি? সে কি বোঝাতে চাইছে।

–তবে আমার কি একজন ডাক্তার ডাকা উচিত জেরী? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করল সেডরিক।

–শোন। তীক্ষ্মস্বরে অ্যাডমস বলল।

তারা স্থির হয়ে সিঁড়ির ওপর দিকে তাকল। ওপর থেকে খুব আস্তে আস্তে একটা তালাবদ্ধভাবে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারা কোন ইতস্তত: না করেই সিঁড়ি বেয়ে সুশানের ঘরের দরজায় ছুটে গেল। দরজার বাইরে তারা কান পাতল।

অ্যাডমস বলল, মনে হচ্ছে মেয়েটা হাতের মুঠি দিয়ে টেবিল বাজাচ্ছে।

ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হয়ে যেতে থাকল।

অ্যাডমস দরজায় ঠোকা দিল, মিস্ হেডার!

সেডরিক ভীতিগ্রস্তভাবেবলল, তুমি এভাবে সবাইকে জাগিয়ে তুললে আমি কি পুলিশ ডাকব?

অ্যাডমস তিক্তস্বরে বলল, ভগবানের দোহাই, নিজেকে সংযত কর। আমি পুলিশ। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমার ওপর এটা ছেড়ে দাও।

যতটা ঠাণ্ডা স্বরে অ্যাডমস কথাগুলো বলল ব্যাপারটা আসলে ততটা ঠাণ্ডা ছিল না। মেয়েটার ঐ ক্রমাগত ঠক্ ঠক্ টেবিল বাজানোর আওয়াজটার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আছে।

তারপর হঠাৎ আওয়াজ থেমে গিয়ে একটা পদশব্দ এগিয়ে আসতে লাগল আর সশব্দে দরজা খুলে সুশান করিডোরে বেরিয়ে এলো। সুশান এগিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাডমস চট করে একনজরে তার সাদা মুখ আর শূন্য দৃষ্টি দেখে নিল।

অ্যাডমস সেডরিককে জিজ্ঞেস করল সে কি সুশানকে লক্ষ্য করেছে? তার যেন দেখে মনে হল মেয়েটা ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

অ্যাডমস পিছু নিল এবং দেখল সুশান সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল।

অ্যাডমস দৌড়ে এসে বসবার ঘরের টেবিল থেকে টুপিটা নিয়ে সেডরিককে বলল, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ও মন্ত্রমুগ্ধ। কোন খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। আমি ওকে অনুসরণ করছি। কোন চিন্তা কোর না। ব্যাপারটা রহস্যময়।

অ্যাডমস পাতলা ছায়াটার পেছন পেছন চলা শুরু করল।

# ৫. অন্ধকার একটা বাড়ি

অন্ধকার একটা বাড়ির দোরগোড়া থেকে বুচ রোলোকে গাড়ি থেকে নেমে ডাক্তার মার্টিনের বাড়িতে ঢুকতে দেখল।

ডাক্তার মার্টিনের ডায়েরির কথা বুচও শুনেছিল। সেও যে মুহূর্তে ডায়েরিটার গুরুত্ব অনুভব করেছিল সেই মুহূর্তে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে দেখল রোলো মিনিটখানেক আগেই সেখানে পৌঁছেছে। এখন বন্দুক হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মনস্থির করছে।

ডায়েরিতে যদি শেলির কথা লেখা না থাকে, রোলোর থেকে যদি ডায়েরীটা কেড়ে নিয়ে নেয় তাহলে তার সঙ্গে রোলোর সম্পর্ক চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে।

অথচ বিন যুদ্ধে ডায়েরিটা সে হাতছাড়াও করবেনা। ডায়েরিটা সম্পূর্ণভাবে পেতে হলে রোলোকে খুন করা ছাড়া কোন রাস্তা নেই। কিন্তু ভোলোকে খুন করতে হলে আগে লংটমকেও খুন করতে হবে। আবার রোলোকে যে মুহূর্তে সে খুন করবে লংটমও তার নিজস্ব বন্দুক দিয়ে তাকে খুন করবে।

সে যখন এইসব চিন্তা করছে তখন রোলো ডায়েরি নিয়ে গাড়িতে উঠল। বুচ এগিয়ে যেতেই গাড়ি এগিয়ে চলল নিউবন্ড স্ট্রিট ধরে গিলোরীর বাড়ির দিকে। কিন্তু গিলোরীর বাড়িতে রোলোর এখন কি প্রয়োজন থাকতে পারে!বুচও তার নিজের গাড়ি নিয়ে রোলোকে অনুসরণ করতে লাগল। সময় মত এথেন্স কোর্টে এসে রোলো তার বিশাল শরীর নিয়ে গিলোরীর বাড়ি ঢুকল। সে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল।

রোলোকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবেনা। সে জানে রোলো ওয়েডম্যানের তিন মিলিয়ন পাউন্ড এই অস্বাভাবিক টাকার অঙ্কের লোভটা কিছুতেই হাতছাড়া করবেনা। এই বিশাল টাকা দিয়ে রোলো কি কি করবে ভাবতেই বুচের মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। রোলোর কার্যকলাপের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। যদি কেউ টাকাটা পকেটস্থ করতে পারে তো রোলোই। তারপর তার থেকে টাকাটা কেড়ে নিতে হবে এবং রোলোকে খুন করতে হবে। কিন্তু মুহূর্তের এক চুল এদিক ওদিক হলেই রোলোকে সুযোগ করে দেওয়া হবে আর তার জন্যে তাকে আপশোস করতে হবে। তাই যে মুহূর্তে রোলো তিন মিলিয়ন পাউন্ড পকেটস্থ করবে সেই মুহূর্তেই রোলোকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে এবং তা বুচের হাতেই। আর এ কাজটার পুরস্কার এমন অবিশ্বাসরকমের যে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

রোলো গিলোরীর সঙ্গে কি করছে?

বুচ দেখল প্রায় অধঘণ্টা পরে রোলো গলি থেকে বেরিয়ে লংটমের সঙ্গে কি কথা বলে গাড়িতে চড়ে বসল।

আর বুচ রোলোর গাড়ির লাল টেল ল্যাম্প লক্ষ্য করে বাফটেন্স ব্যারী এভিন তারপর পিকাডিলী ধরে অনুসরণ করে চলল। রোলো কি তবে শেলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে! নাকি করনেলিয়াসের সন্ধানে যাচ্ছে। বুচের নিজের কোন ধারণাই নেই যে করনেলিয়াসের লাশটা কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস রোলো নিশ্চয় জানে করনেলিয়াসের মৃতদেহটা কোথায় আছে। রোলোর চতুর মস্তিষ্কের কাছে বুচের বুদ্ধি

কখনও সমকক্ষ নয় সে জানে। তাই ওয়েডম্যানের টাকাটা হাতাবার একটাই রাস্তা যে রোলোর পেছনে লেগে থাকা।

ভাল। রোলো শেলির কাছে যাচ্ছে না। গাড়িটা এখন বার্কলে হোটেল পেরিয়ে পার্ক লেন দিয়ে হাইড পার্কে ঢুকে থেমে গেল। বুচ দ্রুত চিন্তা করে পার্কের গেট পেরিয়ে কয়েকশ গজ দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এমন একটা জায়গায় এল সেখান থেকে লংটম আর রোলোকে দেখা যায়। লংটম ও রোলো কেউই গাড়ি থেকে নামল না। রোলো সিগার খাচ্ছে।

বুচ বেশ কয়েক মিনিট ধরে লক্ষ্য করার পর অধৈর্য হয়ে আরও এগিয়ে এল। ওদের ব্যাপারটা কি? কার জন্যে অপেক্ষা করছে? রাগে মুঠি পাকাল। সে যদি এভাবে পার্কের গেটের কাছে ঘোরাফেরা করে যে কোন মুহূর্তে তাকে পুলিশ ধরে নানা প্রশ্ন শুরু করবে। তাহলে তাকে পার্কের এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়।

রোলো অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার সময় বুচ মাঠে ঢুকে একটা গাছের ছায়ার কাছে গিয়ে আড়াল করে ঘাসের ওপর বসল।

আকাশ পরিষ্কার। মনোরম উষ্ণ রাত। চাঁদ প্লেটের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। বুচ ভাবল আর কতকাল এভাবে বসে থাকতে হবে। রোলো তো বেশ গাড়ির ভেতর আরামে বসে আছে। বুচের হাই উঠল।

রোলোর গাড়ির জানলাটা খোলা। সিগার খাওয়া এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। সিগারের তামাকের গন্ধ বুচের নাকে ভেসে আসতে তারও ধূমপান করার ইচ্ছে হতে লাগল। বুচ দেখল, হাওয়ায় সিগারের ধোঁয়াগুলো কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

এমনি করে সময় বয়ে চলল। হঠাৎ রোলো গাড়ির দরজা খুলে নেমে এসে রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল। রোলোর ঘড়িতে তখন একটা বেজে দশ মিনিট।

কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হবে এ সম্বন্ধে রোলোর কোন ধারণাই নেই। কিন্তু তবু গিলোরীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, সে যে করেই হোক মেয়েটাকে এখানে পাঠাবে। সেই বিশ্বাস নিয়েই সে এতক্ষণ অপেক্ষায় আছে। মেয়েটা যদি না আসেকরনেলিয়াসের মৃতদেহ কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সে কোন চিন্তাই করতে পারছে না।

পাদানীর ওপর বসে রোলো আবার ডায়েরিটা পড়তে শুরু করল আর ডায়েরিটা অধৈর্যের মত পকেটে পুরে চিন্তা করতে লাগল বুচ আর শেলির মৃত্যুৎসবের আয়োজনটা বেশ মনোরম করেই করবে। তার হাত নিস পিশ করতে লাগল শেলিকে শাস্তি দেবার জন্যে। কাঁধটা তুলে এখনকার মত চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। দুই বা তিন সপ্তাহ যাই লাগুক, তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। দুজনের কারোর জন্যেই সে এখনফাঁসিতে যেতে রাজীনয়। তার মত বিশাল চেহারার মানুষ ফাঁসিতে ঝুললে হয় দড়ি ছিঁড়বে নয়তো তার মুণ্ড।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন রোলো অনুভব করল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। চারিদিকটা তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল এসবই তার মনের ভুল।

লংটম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, আর কতক্ষণ বস্? বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমলে হয়না?

–চুপ কর। গর্জে উঠল রোলো। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে

।–হে ভগবান। সীটে হেলান দিয়ে বসে পড়ল লংটম।

রোলো সিগার শেষ করে আবার গাড়িতে এসে বসল। তারও খুব ক্লান্তি লাগছিল কিন্তু গিলোরী যখন বলেছে আসবে, তাকে প্রতি মুহূর্তেই চোখ রাখতে হবে সেই মেয়েটির অপেক্ষায়। ঝিমোন চলবে না।

রাত প্রায় দুটো পনের মিনিটের সময় সুশান মাঠে ঢুকল।

বুচই প্রথম তাকে দেখে লাফিয়ে উঠেছিল আর কি। কিন্তু ঠিক সময় নিজেকে সংযত করে নিল সে। রোলোর গাড়ির দিকে তাকাতে দেখল রোলো ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। উত্তেজিত হয়ে সে এত জোরে লংটমকে পিঠ চাবড়িয়ে দিয়েছে যে তার দমবন্ধ হবার জোগাড়।

তিনটে নোক তিনদিক দিয়ে তাদের বিভিন্ন অবস্থায় গভীর মনোযোগ দিয়ে সুশান হেডারকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সুশান শক্ত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্কে ঢুকল। তারপর রোলোর গাড়ির কাছাকাছি এসে থেমে গেল।

রোলো তার দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোয় তার সাদামুখ আর শূন্যদৃষ্টি দেখল। সে সোজাসুজি তার দিকে তাকাল এবং মুহূর্তের অস্বস্তির পর রোলোলাবুঝল যে মেয়েটা তার উপস্থিতির কথা জানেই না।

–মেয়েটাকে লক্ষ্য কর লংটম। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে সে।

–তাই তো! গাড়ি থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল। কিন্তু কেন?

রোলোর কানে কোন কথাই ঢুকছিল না। উত্তেজনায় সে বধির প্রায়। ভুডু। তাহলে ব্যাপারটার মধ্যে সত্যি কিছু আছে। রোলোর মনে পড়ল সুদূর এথেন্স কোর্ট থেকে গিলোরী মেয়েটাকে তার কাছে আসতে বাধ্য করেছে।

চুপ। একটা হাত তুলে সুশানের দিকে দৃষ্টি অব্যাহত রেখে সে বলল।

সুশান ঘুরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে শক্তভাবে দ্রুত পার্কের গেটের দিকে হেঁটে চলল।

চলে এস। গাড়িটা ওখানে থাকুক। ওকে চোখের আড়াল করা চলবেনা। লংটমকে বলল।

লংটমের অপেক্ষা না করেই সে মেয়েটার দিকে হাঁটা শুরু করল। গিলোরীর কথা তার মনে পড়ল যে মেয়েটা তাকে করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাবে। এখন আর কোন চিন্তা নয়। ব্যাপারটা এতই উত্তেজিত করে তুলল রোলোকে যে নিয়মমাফিক সতর্কতার কথা সে ভুলে গেল। তিন মিলিয়ন পাউন্ডের ওপর হাত রাখা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই সে আগ্রহী নয়।

গোপন জায়গা থেকে বুচ রোলোকে সুশানের পেছন পেছন যেতে দেখে ভাবল যে কোন কারণেই হোক মেয়েটা বিভীষিকাময় রোলোর সামনে হাজির হয়েছে। সে বুঝলনা সুশান তাদের করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় টাকাটার ব্যাপারেও হতে পারে। গোপন জায়গা থেকে বেরোবার আগে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে, কেউ তাকে দেখেনি।

বুচ দেখল মেয়েটা কন্সটিচ্যুয়াল হিলের দিকে যাচ্ছে, তার পেছনে রোলো তার পেছনে লংটম, তাদের পেছনেহঠাৎ আবিষ্কার করল এক ছায়ামূর্তি,যাকে সে চিনত, ডিটেকটিভ অ্যাডমস।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত বন্দুকে পৌঁছল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল যে কাজটা করা বোকামী হবে। সে ভাবল রোলোকে সাবধান করা উচিত পুলিশটা পিছন নিয়েছে। তারপর ঠিক করল,না, পুলিশটা যদি রোলোকে ধরে তবে টাকাটা নিয়ে পালাতে তারই সুবিধা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল না, টাকাটা কোথায় আছে সে নিজে জানেনা। আর যে মুহূর্তে রোলো সেটা জানতে পারবে, পুলিশও জানবে। সেক্ষেত্রে রোলো, লংটম, অ্যাডমসকে খুন করে টাকা হাতানো প্রায় অসম্ভব এবং বিপদজ্জনক।

ইতিমধ্যে রোলো সুশানের পিছন পিছন বাকিংহাম প্যালেস ছাড়িয়ে এখন স্লোয়ান স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তাজনশূন্য।

অ্যাডমস অন্ধকারে মিশে চলছে যাতে রোলো, লংটম তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু অ্যাডমস খুব অবাকই হল যে রোলো একবারও পেছন ঘুরে তাকালই না।

অ্যাডমস রোলোকে চিনে ফেলেছে। রোলো যখন এই ব্যাপারটার মধ্যে আছে তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয় জটিল। এতদিন সে যে ধরণের কেসের অপেক্ষায় ছিল, আজ তা তার সামনে।

অ্যাডমস থেকে থেকে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্যে। বুচও এজন্য প্রস্তুত ছিল। সে তার কালো পোশাক, কালো টুপীতে অন্ধকারে মিশে এগিয়ে চলল। রোলোর বিশাল লাশটা জীবনে এই প্রথম এতটা পথহাঁটছে। আর তার ঘামে ভেজা শরীরটা দেখে লংটম মজা পাচ্ছিল।

–মেয়েটা যে ভাবে হাঁটছে মনে হচ্ছে ব্রিটেন পৌঁছে যাবে। লংটম বলে উঠল।

রোলো গর্জন করে উঠল, ব্রিটেন গেলেও হামাগুড়ি দিয়ে সে যেতে তৈরী আছে।

মেয়েটা আবার থেমেছে।

রোলো লংটমকে টেনে নিয়ে অন্ধকারে সরে গেল। কুড়ি গজ দূরে অ্যাডমসও সতর্ক হল। বুট এক দেওয়ালে মিশে দাঁড়াল।

সুশান দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে গলিপথ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

–এখানে। রোলো চট করে এগিয়ে গেল। প্রায় গলির মুখ পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে ঢুকল। এটা একটা মুখবন্ধ গলি।

লংটমকে রোলো বলল, যাও মেয়েটাকে আমি সামলাচ্ছি, তুমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে গাড়িটা নিয়ে এস।

লংটম এতটা রাস্তা হেঁটে ফিরতে হবে বলে গজরালে রোলো তাকে চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠল–যাও। যা বলছি চট্‌পট্‌ কর।

-ঠিক আছে। লংটম দ্রুত আগের পথ ধরে ফিরতে লাগল।

অ্যাডমস আড়াল হবার কোন সুযোগ না দেখে মাথা নীচু করে চলতে লাগল। লংটমের পুলিশের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় সে অ্যাডমসকে লক্ষ্যই করল না।

লংটমকে আসতে দেখে বুচ একটা অন্ধকার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, সে কি লংটমকে পুলিশের কথা বলে সতর্ক করবে। না লংটমকে কোন বিশ্বাস নেই। সে যদি ভোলো শেলির সম্পর্কে জেনে থাকে তাহলে বুচকেও ফাঁকি দেবে। তার চেয়ে লংটম চলে যাক। তারপর সে প্রথমে অ্যাডমস পরে রোলোকে নিকেশ করবে।

ইতিমধ্যে লংটমের জন্যে বুচের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। লংটম অতিক্রম করল তাকে। রাস্তায় নেমে রোলো আর অ্যাডমসকে দেখতে পেল না। সাবধানে অন্ধকার গলি

হেঁটে চলল। সামনে একটা দরজা দেখে কিছু শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলনা। দরজায় আস্তে চাপ দিতে দরজাটা খুলে গেল। পকেট থেকে বন্দুক বের করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাথার ওপর ভারী পদশব্দ শুনে ভাবল রোলো ওপরে গেছে কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে সদর দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল।

.

জ্যাক ফ্রেসবী তার সদর দরজা খুলে শোলার টুপীটা খুলে স্ট্যান্ডে রাখল। ভারী ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার পিঠ ব্যাথা করছিল। সুশান পালিয়ে যাওয়ার পর সে ফিরে গিয়ে করনেলিয়াসের মৃতদেহের একটা সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল।কাজটানক্কারজনক কিন্তু এর থেকে টাকা কামাতে হলে মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখতেই হবে।

সে রান্না ঘরে গিয়ে কেটলীটা চাপিয়ে দিল। ফ্রেসবী নিজের পরিচর্যায় অভ্যস্ত ছিল। পাঁচ বছর একাবাস করতে করতে। এখন তার একমাত্র সঙ্গী বেড়ালটা। বেড়ালটাকে খেতে দিতে দিতে ভাবল এখন কি সে রোলোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে?বলবে সে জানে মৃতদেহটা কোথায়!বদলে একশ কিংবা এক হাজার চাইবে সে। ক্লান্তির দরুণ শেফার্ড মারকেট অবধি যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। তাই টেলিফোন করতে রাস্তার বুথটায় গেলেই চলবে।

চা তৈরী করে ফ্রেসবী বসবার ঘরে বসল। পাঁচশো পাউন্ড হাতিয়ে সে দেশ ছেড়ে পালাতে– পারে। যে রাতে ভেরা স্মলকে মেরে নীচে দেহটা কবর দিয়েছে সে রাত

থেকেই সে দেশ ছাড়ার কথা ভাবছে। সুশানের কথা ভাবতেই তার শরীর ঘেমে উঠল। এই ফাঁকা বাড়িতে তাকে যদি একলা পাওয়া যেত চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পেতনা।এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করে কি বোকামীটাই না করেছে সে। যা কিছুই ঘটত না কেন অভিযোগ করার সাহস পেত না সুশান। কারণ করনেলিয়াসের খবর সে জানে। কিন্তু তার নিজের কি হয়? এক বছর আগে হলে সে ইতস্ততঃ করত না। ভেরা স্মল তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তা না হলে তাকে হত্যা করার ইচ্ছে ছিল না তার। মেয়েটা তার জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। সে যদি ওরকম ধস্তাধস্তি না করত, আঘাত করার প্রয়োজন হত না। এখনও ফ্রেসবী মনে করতে পারে ভেরার ভয়ার্ত চোখ। মানুষের চোখে অমন আতঙ্ক ফুটে উঠতে পারে তা ভেরাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না। তার মনে পড়ল কেমনভাবে তার সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল।

হঠাৎ ফ্রেসবী শুনল দরজায় টোকা পড়ছে। ঘড়িটায় দেখল রাত বারোটা। হয়তো কেউ ভুল করে টোকা মেরেছে। এখুনি ভুল বুঝতে পেরে চলে যাবে। কিন্তু আবার জোরে টোকার শব্দ শোনা গেল।

বিড়বিড় করতে করতে ফ্রেসবী সদর দরজা খুলল।

— আলোয় পা রেখে ফ্রেসবীকে দেখে শেলি প্রশ্ন করল, ঘরে তুমি একা আছ?

ফ্রেসবী তার দিকে তাকিয়ে দেখল কি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। থ্র কোয়ার্টার কোর্ট উঁচু স্কার্ট।

হেসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?

চোখ বড় বড় করে শেলি বলল, হ্যাঁ, তুমি কি আমায় চেনো?

মাথা নেড়ে ফ্রেসবী বলল, হ্যাঁ মাদমোয়াজেল শেলি তাই নয় কি?

–আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

ফ্রেসবী সরে দাঁড়াতে শেলি ঢুকে গেল ঘরে।

–এখানে এস। ভাবল, এখানে কি ওকে রোলো পাঠিয়েছে? নাকি নিজের থেকে এসেছে। কি চায় ও?

ফায়ার প্লেসের দিকে ভাঙ্গা আর্মচেয়ারটা দেখিয়ে বলল, চেয়ারটার জন্যে ক্ষমা চাইছি। বসবে না? জানি তুমি ওতে বসতে অভ্যস্ত নও।

হেডার বলে মেয়েটার সম্বন্ধে কি জান? শেলি প্রশ্ন করল।

ফ্রেসবী এরকম সোজাসুজি প্রশ্ন আশা করেনি। বুচও ওর কথা জিজ্ঞেস করছিল। সময় নেবার জন্যে বলল, চা খাবে?

শেলি গম্ভীর গলায় বলল, না আমি আমার প্রশ্নটার উত্তর এখনও পাইনি।

ফ্রেসবী নিজেকে খানিকটা সামলিয়ে নিল।হঠাৎ সে ভাবল, মেয়েটা আসার পর ঘরটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েটা কালো বটে কিন্তু ওর সুন্দর পোশাক, দস্তানা সব কিছুই উত্তেজক। চা ফেলে ফ্রেসবী শেলির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি খুবই ক্লান্ত যদি কিছু মনে না করেন আমি বসছি। শেলির কয়েক ইঞ্চি দূরে সে বসে শেলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ফ্রেসবীর কামনা জাগছে বুঝতে পেরে শেলি বলল, আমার সময় বেশী নেই। উত্তরটা দিলে ভাল করতে।

বুচ তোমায় কিছু বলেনি? আমি যা জানি তা বুচকে বলেছি।

না বলনি। আমাকে সত্যি কথাটা বললে ভালই করবে। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার সময়ের দাম আমি ধরে দেব।

ফ্রেসবী শেলির সুন্দর চেহারা দেখতে থাকল। মনোসংযোগ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। আমার সময়ের মূল্য দেবেমানে টাকা দিতেও রাজী আছেখবরের জন্যে?–তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না।

–মেয়েটির সম্বন্ধে কি জান? তাড়াতাড়ি বল, দেরী কোর না। একশো পাউন্ড দোব।

ফ্রেসবী ভাবল একশো পাউন্ড! সে তো বুচও দেবে বলেছিল। অঙ্কের দরটা বাড়াতে হবে।

–পাঁচশো পাউন্ড মোটামুটি ঠিক হতে পারে, বলে সে পকেটে হাত ঢোকাল। এই মুহূর্তে শেলিকে ভীষণ ছুঁতে ইচ্ছে করছে।

শেলি হেসে বলল, বোকার মত কথা বোল না। শক্ত হয়ে বলল, একশো পাউন্ডের বেশী পাবে না। চটপট বল।

পাঁচশো। ওর সঙ্গে সারারাত বসে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে তার। শেলি ছাড়া ঘরটাকে ভাবতেই ইচ্ছে করছে না।

অধৈর্য হয়ে শেলি নড়াচড়া করায় তার স্কার্টের প্রান্তভাগ ফ্রেসবীর হাঁটু ছুঁয়ে গেল।

–তুমি জান কি মড়াটা কোথায়?

ফ্রেসবী শক্ত হয়ে বসে রইল। সে নিজেকে সংযত করার জন্যে কোন কথা বলল না।

তার মানে তুমি জান, বোকা কোথাকার! শিগগীর বল কোথায় আছে। আমার সময় নষ্ট কোর না। এই নাও একশো পাউন্ড। করকরে সাদা নোট বার করল শেলি।

ফ্রেসবী পায়ের ওপর পা তুলে বলল-যথেষ্ট নয়। রোলো আমায় হাজার দেবে বলেছে।

শেলি হতাশাজনিত রাগে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

ফ্রেসবীর সঙ্গে দর কষাকষির সময় নেই এখন। যদি ফ্রেসবীকে ওই অবিশ্বাস্য রকমের টাকার অর্ধেকও দিতে হয় ভাল, তবু রোলোকে নিতে দেওয়া যায়না। ফ্রেসবীর থেকে

মড়াটার খোঁজ নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে তাকে দুর্ঘটনায় ফেলা যায়। আঃ, এসময় বুচ কাছে থাকলে ঘুষের লোভ ছাড়াও অন্য ওষুধ দিয়ে ওর মুখ থেকে কথা বের করে নিত।

–মড়ার ভেতর টাকা লুকোনো আছে। এখন আমরা তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট করলে পরে ওটা যদি কেউ হাতিয়ে নেয়, তখন তোমার দুঃখ করতে হবে।

ফ্রেসবীর চোখ কুঁচকে এলো। ও যদি জানত মড়ার ভেতর টাকা আছে, তাহলে মোম মাখাবার আগে তা বের করে নিত।

টাকা? কত টাকা?

–শেলি ভাবল বলবে কিনা। তারপর ভাবল ভবিষ্যতে তো জানতেই পারবে। বলল–তিন মিলিয়ন পাউন্ড।

চমকে বসে পড়ল ফ্রেসবী–তুমি ঠিক জানো?

–হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এখন সময় নষ্ট কোর না। তাড়াতাড়ি বল মড়াটা কোথায়? রোলো যে কোন মুহূর্তে ওটা খুঁজে বের করে নেবে।

ফ্রেসবী ভাবল মড়া খুঁজে বের করা অসম্ভব।

–যদি মড়াটা কোথায় আছে আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নেব।

ফ্রেসবী ভাবল সে ছাড়া যখন কেউ জানে না মড়াটা কোথায়, তবে অমন দাঁতভাঙ্গা অঙ্কের টাকাটা বখরা করতে যাবে কেন? শুধু হুইটবীর ওখানে গিয়ে টাকাটা বের করে দেশছাড়া হতে হবে।

শেলি অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সে বুঝতে পারছে টাকার কথাটা বলা বিপজ্জনক হয়েছে। কিন্তু সে আর কি করতে পারত?

ফ্রেসবী শেলির দিকে তাকাল। ভেরার বেরিয়ে আসা জিভের কথা মনে পড়ল তার। পকেট থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো বের করল। আমায় খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি খুব ক্লান্ত।

–তুমি সময় নষ্ট করছ। চল আমরা যাই। শেলি বলল।

ফ্রেসবী মাথা নাড়ল। ভেরার মত এত সহজে এই পাতলা চেহারার মেয়েটাকে কাবু করা যাবে না। দেহে যথেষ্ট শক্তির আভাস আছে।

উঠে দাঁড়ায় ফ্রেসবী। চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বলে–হ্যাঁ জায়গাটা দুরে নয়। কি করবে সে এখানেই না হুইটেবীর ওখানে। ওখানে মূর্তিদের ভীড়ে জায়গাটা নাও পাওয়া যেতে পারে।

চারিদিকে তাকাল সে। টেবিলটা সরাতে হবে তারপর হাতদুটো দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরতে পারলেই ব্যাস! একবার ধরতে পারলেই হল।

–আমি বুটটা পালটাই, যদি কিছু মনে না করো। ভয় নেই, বেশী দেরী করবো না।

শেলি কিছু বলার আগেই সে পা বাড়াল দরজার দিকে।ইচ্ছে করে টেবিলের গায়ে ধাক্কা খেল। বিড়বিড় করে বলল, ঝিটা ঠিক জায়গায় রাখে না যে কেন? তারপর টেবিলটা ঠেলে দরজাটা, যাবার সময়, বন্ধ করে দিয়ে গেল।

শেলি ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বুঝল, হতভাগাটার কোন মতলব আছে। সতর্ক হয়ে উঠল যেন। ব্যাগ থেকে খেলনার মত ছোট পিস্তলটা বার করে আওয়াজ হতেই লুকিয়ে ফেলল সে। ফ্রেসবী ফিরে আসার আগে ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

তারপর ফ্রেসবী চোখ লাল করে ঘরে ঢুকল।

শেলির ভীতির ভাব আরও বেড়ে গেল। বুঝতে পারল কোন মতলব আছে ফ্রেসবীর। হয়তো তাকে ভাগিয়ে একাই যাবে করনেলিয়াসের মড়ার কাছে।

বেশ আমি প্রস্তুত। যাবে কি? ফ্রেসবীর স্বর এত মোটা শোনাল যেন মুখের ভেতর কিছু রেখেছে।

–বেশ। চল। কিন্তু জায়গাটা কোথায়? ঘরটা পার হবার সময়েই শেলি বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে। ফ্রেসবীর দুটো হাত তার গলা টিপে ধরল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শেলি বুঝল তার বাঁচার কোন আশাই নেই। তবু চেতনা হারাবার আগে পাঁচ সেকেন্ড সময় পেল। ভাবল ঝটাপটি করার কোন মানেই হয়না, ফ্রেসবীরঐ ইস্পাত সমান হাতের

সুঙ্গে। শরীরের ভার ছেড়ে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে। শেলি অনুভব করল তার মুখ হাঁ হয়ে জিভ বেরিয়ে আসছে।

ফ্রেসবীর আঙুলগুলো ব্যথা করলেও চাপ দিতেই থাকল। কিন্তু শেলি ধস্তাধস্তি করছে না। দেখে মুঠি ঢিলে করল আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল হঠাৎ একটা শব্দ তাকে চমকিয়ে দিল। শেলির দেহটা নড়ে উঠল। আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনল। নীচের দিকে তাকিয়ে বন্দুকটা দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে শেলির মাথায় আঘাত করল। শেলি অনুভব করল সে জ্ঞান হারাচ্ছে। ফ্রেসবী তাকে খুন করতে চায় এটা সে বুঝতে পারল। গিলোরীর কথা মনে পড়ল আর গিলোরীর কাঁধের ওপর থেকে ডাঃ মার্টিন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ব্যঙ্গের হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত। ফ্রেসবী বুঝতে পারল তার পেটে গরম জ্বালাদায়ক কিছু প্রবেশ করেছে। মোটা উলের অন্তর্বাসটা ভিজে উঠেছে। শেলির নাকে আঘাত করে নাকের হাড় ভেঙ্গে দিল সে।

শেলির ছটফটানি থেমে গেল। কিন্তু তখনও আঘাত করে চলতে থাকলে ঠিক সেই সময় কেউ যেন চীৎকার করে তার হাত ধরে টান মারল।

চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। শেলির নখে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত জমে গেছে। উপুড় হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। পেটের যন্ত্রণায় কুঁকড়িয়ে গেছে। কোন হাত যেন তাকে টেনে বসিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। পুলিশের হেলমেট পরা একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে।

ফ্রেসবী তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। তার কাছেও একটা পিস্তল ছিল।

ও মারা গেছে। কথাটা বলে কন্সটেবলটি ফ্রেবীর ওয়েস্টকোট খুলে রক্তে লাল ছোপটার দিকে বিতৃষ্ণা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ফ্রেসবী বলল-ওর কাজ এটা। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এস। আমি মরব না। মরব কি?

কন্সটেবলটি ভাবল–সম্ভবতঃ মারাই যাবে। সে বুঝল ফ্রেসবী আর বেশীক্ষণ নেই। দেরী করার সময় নেই। ফোন আছে ফোন?

রাস্তার মোড়ে আছে। আমায় ছেড়ে যেও না এখন। আমি একটা জবানবন্দী দোব।

না আমার যাওয়াই উচিত। তার বয়স কম, এরকম ব্যাপার তার জীবনে কখনও ঘটেনি।

ফ্রেসবীর স্বর চড়ছিল–এটা লিখে ফেল। ওয়েডম্যানের ভাইয়ের মৃতদেহ ২৪ লেনস্ক স্ট্রিটে ইটেবীর কারখানায় আছে। ওর ভেতরের তিন মিলিয়ন পাউন্ড রোলো হাতাবার চেষ্টা করছে।

কন্সটেবলটি কথাগুলো নোটবইয়ে লিখে নিল। সে রোলোর নাম শুনেছে।

সেবী জোর দিয়ে বলল–হুঁইটেবীর ওখানে আছে। রোলো অতগুলো টাকা হাতিয়ে নিক এটা তার সহ্য হচ্ছিল না। তিন মিলিয়ন পাউন্ড ছেলেখেলা নয়।

ফেসবী চোখ বুজল। তার ঠাণ্ডা লাগতে লাগল–তাড়াতাড়ি কর।

পুলিশটিকে ঘর ছেড়ে যেতে সে শুনল। পর মুহূর্তেই শুনতে পেল দৌড়ে সে রাস্তায় নামছে। ফ্রেসবী অনুভব করল তার ট্রাউজার বেয়ে রক্ত নামছে। শেলি মারা গেছে।

কিন্তু সে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই পেতে চায়। পুলিশটি যখন ফোন বুথে পৌঁছল ফ্রেসবীর চোয়াল স্কুলে পড়ল।

কয়েক মিনিট পরে বেড়ালটা ঘরে এসে আরাম করে শেলির মাথার গন্ধ শুকল আর পরমুহূর্তেই ফ্রেসবীর বুকের ওপর বসে পড়ে গররর করতে লাগল।

.

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমস লক্ষ্য করল রোলো খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

রোলোকে অনুসরণ করার জন্যে সেব্যস্ত ছিলনা। কেননা সে জানত যে রোলো ক্ষেপে উঠলে তার পাশবিক শক্তির কাছেতাকে নতি স্বীকার করতেই হবে। তবে তো সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। নিজের কাছে পিস্তল, নিদেনপক্ষে লাঠিটাও নেই।

সিঁড়ির গোড়ায় পা রাখতেই সে একটা মেয়ের কাশির শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। শুনে বুঝল সিঁড়ির ওধার থেকে আসছে।

নিশ্চয়ই মিস্ হেডার। সে কোন মতেই ওপরে উঠে যেতে পারে না। তাই সে সিঁড়ির কাছ থেকে সরে প্যাসেজ থেকে এগিয়ে গুদামঘরের দরজার কাছে পৌঁছল। তার মনে হল ঘরভর্তি বদমাইশ লোক। ভাল করে দেখল, ওগুলো মোমের মূর্তি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুশান। অ্যাডমস বুঝতে পারল সে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, আর ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছে।

ভারী একটা শব্দে তাকে বুঝিয়ে দিল রোলো ওপরে কোন খোঁজ না পেয়েনীচে নেমে আসছে। অ্যাডমস ঘরের দিকে চোখ বুলিয়ে তিনটে মোমের মূর্তির পেছনে দাঁড়াল। সে নিশ্চিত ছিল রোলো যদি টর্চের আলো না ফেলে তবে তাকে মূর্তি বলেই ভাববে।

সুশান নড়া শুরু করল। অ্যাডমসের বিপরীত দিকের মূর্তিগুলোর দিকে সে এগিয়ে চলল।

রোলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকল।

রোলোকে ঘরটা ঘাবড়িয়ে দিয়েছে। বিকট দৃষ্টিতে রোলো মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

সুশান চেয়ারে ঝুঁকে পড়া একটা ছোট্ট মানুষের মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢাকা দেওয়া মূর্তিটার মুখে গোলাপী রঙের মত জ্বল জ্বল করছিল।

সুশান হাত তুলে মূর্তিটা ছুঁয়ে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে সরে দাঁড়াল। রোলো ও অ্যাডমস প্রচণ্ড রকমের চমকিয়ে গেল। সুশানের চোখ এখন জীবন্ত। সে তার সামনে রোলোকে দেখতে পেল।

-ও না। তীক্ষ্ণ চীৎকার করে সে পিছিয়ে গেল। চলে যাও। আমাকে এখান থেকে যেতে দাও।

–ভয় পেও না। ঠিক আছে, রোলো দ্রুত এগিয়ে গেল।

সুশান মুখে হাত চাপা দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

ছুটে যাওয়ার প্রবণতাকে অনেককষ্টেদমিয়ে অ্যাডমস দেখতে থাকল, রোলোর উদ্দেশ্যটা কি?

রোলা হাঁপাতে হাঁপাতে সুশানকে শুইয়ে দিল। সে বুঝল, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারপর বিরক্ত স্বরে কিছু বলে ছোট বসা মূর্তিটাকে দেখতে থাকল।

সুশান তাকে নিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। এটাই কি করনেলিয়াস? অন্য মূর্তিগুলোর চেয়ে এর মোমটা নতুন মনে হচ্ছে। রোলো এগিয়ে টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হতে লাগল। মনে হল ভীতিপ্রদ এমন কিছু ছিল যা তার হিম শীতল স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

ঘরের চারদিকে তাকাল সে। অনুভব করল নিশ্চল মূর্তিগুলো ছাড়া কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। হিংস্র মূর্তিগুলো যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন এতদূর এগিয়ে ভয় পাওয়াটা সমীচিন নয়।

নিজেকে সামলিয়ে করনেলিয়াসের কাছে গেল। তারপর বিরক্তি ভরে করনেলিয়াসের কোটটা খুলল।

রোলোর খুব কাছে একদঙ্গল মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল বুচ। অ্যাডমস কোথায় আছে তাও বুচের জানা। সে নিশ্চিত অ্যাডমস তাকে দেখতে পায়নি। সে ভাবল রোলোকে মারতে গেলেই অ্যাডমসের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। অ্যাডমস সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আর রোলোকে মেরে তাকে পুরো ঘরটা পেরিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে রোলোকে গুলি করে আলোটা নিভিয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। অ্যাডমস বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকেও শেষ করবে সে।

সে আবার রোলোর দিকে তাকাল। রোলো ঘামছে। করনেলিয়াসের মড়াটা ছুঁতে তার ঘেন্না করছে। কোট খুলে ফেলল। এই তত বেল্টটা। দুটো পকেটওলা আর পকেট দুটো ফুলে আছে।

কাঁপা হাতে বেল্টটা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করল। সজোরে টান মারল বেল্টটায়, মড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেয়।

রোলো চট করে দম নিয়ে একটু পিছিয়ে এল।

বুচ আতঙ্কে খিস্তি করতে করতে বন্দুকটা বাগিয়ে নিল।

রোলো বেল্টটা ধরেছিল। জয়ের আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত। পাগলের মত সে এটা পকেটে পুরল। পকেটটা ভাজ করা থাক থাক বন্ডে ভর্তি। রোলোর জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

বুচ বন্দুক তুলল।

অ্যাডমস নড়াচড়া দেখতে পেল। তার মনে হল একটা মোমের মুর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। বুকে ধুকপুকানি।

এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের সময় ধরে বুচ আর রোলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। বুচ মুখ বিকৃত করে রোলোর ঠিক কপালের মাঝখানটা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। নির্জন ঘরটায় গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

রোলোর চোখ বন্ধ হল। এলোমেলো দু-একটা পা ফেলে বুচের দিকে এগিয়ে এক বিশাল হাতির মত ধরাশায়ী হয়ে পড়ল।

বুচ বেল্টটা কুড়িয়ে নিয়ে বাল্বটাকে গুলি করল। গুদামঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেল।

সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাডমস প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ল। যদিও সে নিরস্ত্র তবু ইতস্ততঃ করল না। কোন কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল বুচকে কষ্ট দেবার জন্যে। ছুটতে গিয়ে একটা মূর্তির সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল।

বুচ তার ঘর পেরোবার শব্দ পেয়েছিল।

-ওহে খচ্চর, সরে পড়। তুমি আমাকে ধরতে পারবে না।

অনেক আত্মনির্ভর হয়ে অ্যাডমস বলল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, বন্দুক তো তোমার একলার নেই।

বুচ গর্জন করে উঠল, আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরনা। আমি জানি তোমাদের মত হোদল কুতকুতেরা বন্দুক কেন একটা রড নিয়েও বেরায়ও না। কেটে পড় নয়তো খুলি উড়িয়ে দেব।

বুচের কথা আন্দাজ করে নিজের শরীরকে একটা মোমের মূর্তি দিয়ে আড়াল করল। ভাবল এটা গুলি প্রতিহত করার মত যথেষ্ট নিরেট।

বুচ ভাল চাওতো ধরা দাও। তোমায় আমি চিনি, পালাবার চেষ্টা কোর না।

বুচ বন্দুক তুলে গুলি ছুড়ল।

অ্যাডমস শব্দ শুনে বুঝল গুলিটা মোমের মূর্তির গায়ে লেগে মূর্তিটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। বুচ গুলিটা বেশ ভালই ছোঁড়ে। অ্যাডমস মেঝের সমান্তরাল হয়ে গেল।

অ্যাডমস শুনতে পেল বুচ তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে মূর্তিটা সজোরে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সেটা বুচের শরীরের ওপর আছড়িয়ে পড়ল। অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে লাফিয়ে উঠে অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ল। সিলিং থেকে এক চাবড়া পলেস্তারা খসে পড়ল।

বন্দুকের আলোয় অ্যাডমস একঝলক দেখলবুচ কোথায় রয়েছে সেঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

— যে মুহূর্তে বুচ বুঝল শয়তান ডিটেকটিভটা তাকে ধরে ফেলেছে সে পাগল হয়ে গেল। টাকাটা নিয়ে পালাবার জন্যে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

পুলিশী জীবনে অ্যাডমস এরকম হাতাহাতি অনেক করেছে। তাই যেমুহূর্তে সে বুচের নখ মুখের ওপর অনুভব করল, সঙ্গেসঙ্গেই সে বুচের বুকে মারল এক ধাক্কা। সংঘাতের ভীষণতা কয়েকমুহূর্তের জন্য পরস্পরকে নিশ্চল করে দিল। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমস নিজেকে ছাড়িয়ে বুচের চোয়ালে মারল এক ঘুষি। ঘুষি খেয়ে বুচ ক্ষেপে গিয়ে অ্যাডমসকে মারল দুটো ঘুষি।

কয়েক মিনিট ধরে তারা পরস্পরকে আঘাত পাল্টা আঘাত হানল। অ্যাডমস বুঝল বুচ তার গলা টিপে ধরার ধান্দায় আছে। যত বার বুচ গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছে অ্যাডমস ঘুষি না হয় হাত মুচড়িয়ে সরে যাচ্ছে।

এক মুহূর্তের জন্যে অ্যাডমস বুচের কব্জিটা ধরে বলল, আমার হাত থেকে তুমি পালাতে পারবে না, শুধু শুধু ঝামেলা কোর না।

বুচ ঝটকা মেরে অ্যাডমসের পিঠটা বেঁকিয়ে ফেলার জন্যে চাপ দিতে থাকল। অ্যাডমসের গলা চেপে ধরে হাঁটু দিয়ে তার বুকে আঘাত করতে লাগল।

অ্যাডমস দম নিতে পারছিল না। সে লাথি ছুঁড়ে ছটফট করতে থাকল। চোখে অন্ধকার দেখল। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে সেবুচের হাতেরবাঁধন ছাড়াবার জন্যে অসহায় ভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

বুচ যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিতে থাকল তখন হঠাৎই তার মুঠি ঢিলে হয়ে গেল। নিচে কিছু একটা শব্দ হল। সিঁড়ির মাথা থেকে কেউ যেন বলল, একটা আলো আন জিম।

বুচ এ্যাডমসের গলা ছেড়ে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা শক্তিশালী টর্চের আলো পড়েছে। পড়ে থাকা পিস্তলটা দেখতে পেয়ে চট্ করে তুলে নিয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যেতেই আলোর বৃত্তটা সম্পূর্ণ তার ওপর এসে পড়ল।

-ওখানে কি হচ্ছে?

পুলিশের একটা হেলমেটের আভাস পেয়ে কোন কিছু চিন্তা না করে গুলি চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো নিভে গেল। হুড়োহুড়ির আওয়াজে সে বুঝতে পারল পুলিশগুলো পিছিয়ে গেছে।

বুচ পাগলের মত মরিয়া হয়ে ভাবল সে যদি এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না যেতে পারে তাহলে ফাঁদে পড়ে যাবে। বেল্টটা কোথায় খোঁজবার জন্যে মেঝেতে হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগল।

এই যে! বন্দুকটা ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে এস। কেউ চেঁচিয়ে আদেশ করল।

বুচ নীরবে হাতড়াতে লাগল, বেল্টটা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আঃ আলোটা নিভিয়ে কি ভুলই না করেছে।

উন্মত্তের মত লম্বা লম্বা বৃত্তে হাতড়াতে হাতড়াতে এ্যাডমসের মুখে ছোঁয়া লাগতেই চকিয়ে গালাগাল করতে লাগল।

এভাবে কোন কাজ হবে না, তাকে একটা আলো জোগাড় করতেই হবে। এখুনি ঐ ফ্লাইং স্কোয়াড্রনগুলো হাতে বন্দুক নিয়ে হাজির হবে।

–আগে একটা আলো দেখাও। যাচ্ছি। সিঁড়িটা কোনদিকে বুঝতে পারছি না।বুচ চীৎকার করে বলল।

— তোমার বন্দুকটা আগে ছুঁড়ে ঘরের অপরদিকে ফেল। শব্দটা যাতে আমি শুনতে পাই। অন্ধকারের মধ্যে একটা পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল।

বুচ তার ভারী সিগারেট কেসটা বার করে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল। শব্দ করে ওটা পড়ল। এক মিনিট পরে টর্চের আলোয় আবার গুদোমঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

উন্মত্তের মত বুচ তার দিকে তাকাল। সুশান একা অনেক দূরে কুঁকড়িয়ে শুয়ে আছে। তারই কাছে বেল্টটা পড়ে আছে।

বুচ এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে লাফ দিয়ে পড়ে বেল্টটা তুলে নিয়েই ঘুরে ছুটল সিঁড়ির দিকে। তীব্র টর্চের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

বন্দুকটা ফেলে দাও। উৎকণ্ঠিত গলায় পুলিশটা বলল।

বুচ সামনাসামনি গুলি চালাল। পুলিশটা মেঝের ওপর আছড়িয়ে পড়ল। বুচ পা দিয়ে তাকে সরিয়ে রাস্তা করে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছল। জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সদর দরজার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল চ্যাপ্টা টুপী মাথায় দুটো পুলিশ দরজা ঠেলে ঢুকছে। হাতে ঝকঝকে পিস্তল।

–দেখ হ্যারি। একজন চীৎকার করে বলল, ব্যাটা মাইক ইগান।

তিক্ত গলায় হ্যারি জবাব দিল, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। এই ব্যাটাই জ্যাককে মেরে ফেলেছে।

–বেশ,ব্যাটা পালাতে পারবেনা। তুমি সিঁড়ির দিকে নজর রাখ। আমি জ্যাককে সরিয়ে নিই।

বুচ বেশ ভয় পেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় শব্দ পেয়ে সে গুলি চালাল। পাল্টা দুটো গুলি ছুটে এসে দেওয়ালে গেঁথে গেল। মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে ঘামতে লাগল।

রাগে আর ভয়ে কান খাড়া করে সে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। বন্দুকটা সামনে বাগিয়ে ধরা। ভাল ফাঁদেই পড়েছে সে। বেল্টটা মুঠোর মধ্যে। এর ভেতর তিন মিলিয়ন পাউন্ড রয়েছে–আর কিনা একটা পাউন্ডও কপালে জুটবে না। এর থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়া ভাল। জীবন্ত তাকে আর ধরতে হচ্ছে না।

কোটটা খুলে বেল্টটা কোমরে বাঁধল। প্রস্তুত সে। যদিও পুলিশ সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে হয়ত আর একটা বুলেট তার পালবার রাস্তা সাফ করে দিতে পারে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে সিঁড়ির দিকে উঠে যাবে। তাতে তাকে যদি মরতে হয়, সেও ভাল।

হঠাৎ একটা আলো দপ করে জ্বলে উঠল-পরমুহূর্তে একটা জ্বলন্ত খবরের কাগজের বল নীচের গুদোমে এসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিক থেকে গুলি ছুটে এল।

কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তার হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল। গালাগাল করতে করতে সে হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পড়ে গেল।

–ইগান নড়াচড়া করলে তোমায় ঝাঁঝরা করে দেব। কঠিন স্বরে কে বলে উঠল।বন্দুকটা কোথায়?

বুচ অন্ধকারে লাফ দিয়ে সরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু পিছিয়ে আসতে হল।

তারই বন্দুক হাতে নিয়ে ভয়ার্ত সাদা মুখে সুশান হেডার তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

-খবরদার, নড়বে না। নইলে আমি গুলি করব। সুশান চীৎকার করে উঠল।

বুচ মাথার ওপর হাত তুলে পেছোতে পেছোতে বলল, ওভাবে তাক কোরনাগুলি বেরিয়ে আসবে। গলা কাঁপছে বুচের।

ঐ ভাবেই থাক। ওপর থেকে কে একজন বলল এবং এক মুহূর্তেই গোটা গুদোমঘরটা মনে হল পুলিশে ভরে গেছে।

.

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমসের অফিসটা খুব ছোট্ট–অল্প আসবাবপত্র। সুশান হেডার সেখানে একটা শক্ত চেয়ারে বসেছিল।

দরজা খুলে অ্যাডমস ঘরে ঢুকে বন্ধুত্বের হাসি হেসে বলল–আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত মিস্ হেডার। এ ঘরটা কোন মহিলা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানবার পক্ষে মোটেই আদর্শ নয়। অ্যাডমস একটা সিগারেট অফার করল।

সুশান ভয়ে ভয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করল।

— অ্যাডমস হেসে বলল, ঠিক আছে, মিস্ হেডার। আপনি কিছুটা বোকামী করে ফেলেছিলেন, তবুও আপনি না থাকলে এই ব্যাপারটার জন্যে আমাদের আরও জটিল এবং দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাতে হতো। ভাগ্যক্রমে বুচ সোজাসুজি কাউকে খুন করার কথা স্বীকার করছে না তাই আমিও আমার বস-কে আপনার একটা হত্যার ঘটনা চেপে যাওয়ার ব্যাপারটা জানাইনি। ব্যাপারটা গোপন থাকাই ভাল, বুঝতেই পারছেন।

সুশান কোন জবাব না দিয়ে কোলের ওপর হাত দুটোকে মোচড়াতে লাগল।

–কি এমন ঘটেছিল যে আপনার মতো মেয়ে এইরকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

সুশান বলল-জানি না, জো ওয়েডম্যানকে সাহায্য করতে চেয়েছিল আর আমি তার জন্যে করুণা অনুভব করেছিলাম। আর আমি আমি সত্যিওকে সাহায্য না করে পারিনি।

-ভাল। ধূর্ত আর বদমাইশ রোলোটাকে ধরবার চেষ্টা আমরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। আপনার সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব হত কিনা জানিনা।

সুশান প্রতিবাদ জানাল–আমার আর কি করার ছিল?

অ্যাডমস জানাল-পরোক্ষভাবে ছিল। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনুসরণ না করলে ঐ অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ হাতবদল হয়ে যেত।

–আমি এখন বুঝতে পারছি না, আমি কেন ওখানে গেলাম।

-হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছে। আপনি যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছিলেন। বুচ বলছিল-গিলোরী ভুডু জানে। আমি ওসব বিশ্বাস করিনা। যাইহোক গিলোরীর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে ফ্রান্স থেকে এখন জাহাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাড়ি দিচ্ছে।

সুশান অবশেষে প্রশ্ন করল, মিঃ ওয়েডম্যানের কি হল?

মিঃ ওয়েডম্যান আপনাকে দেখতে চান। আর এজন্যই আমার আপনাকে ডেকে পাঠানো।

–আমাকে উনি দেখতে চান? কেন?

অ্যাডমস মাথা নাড়ল, জানি না। যদি দেখা করতে চান তো চলুন, গাড়ি আছে।

সুশান ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করল–তিনি এখন কোথায়?

তিনি একটা নার্সিংহোমে। তিনি খুব ভাল নেই। আমাদের এখন তাকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন।

–জো বলেছিল এরকমই ঘটবে।

-হ্যাঁ। রোলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহারে তিনি তেমন বিক্ষুব্ধ হননি। তার ওপর নজর রাখার জন্যে এখনও লোক আছে। তাকে একা ঘুরে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দিতে পারিনি

আমরা। ব্যাঙ্ক তার কাজ দেখাশোনা করছে। তিনি এখন স্বস্তিতে রয়েছেন। অ্যাডমস দাঁড়িয়ে পড়ল–যাবেন?

সুশান দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি বুঝতেই পারছি না তিনি আমার কাছে কি চান? তবে মনে হয় ওনার সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। তাই নয় কি?

অ্যাডমস তার দিকে তাকিয়ে হাসল।ভয় পাবার কিছু নেই। চান তো আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। সুশানকে এ্যাডমসের ভাল লাগে। ভাল লাগে তার ভীত চোখ দুটো আর চুল।

সুশান হেসে বলল, ভয়ঙ্কর সব ঘটনা পার করে এখন একটা বৃদ্ধ লোককে ভয় পাওয়াটা ন্যাকামী করা হবে না কি? চলুন, আমি প্রস্তুত।

তারা গাঢ় নীল রঙের পুলিশের গাড়িতে দ্রুত লন্ডনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। অ্যাডমস সুশানকে সহজ করার চেষ্টা করল।

–এখন তো সব উত্তেজনার শেষ। এখন কি করবেন বলে ভাবছেন?

সুশান মাথা নাড়ল-হয়ত একটা চাকরি করব। কিন্তু চাকরি এখন খুব নীরস, নিরুত্তেজ মনে। হবে বলে মনে হয়।

অ্যাডমস হাসল। পাঁচ বছর পুলিশে আছি এরকম ঘটনা এই প্রথম।

সুশান বিস্মিত হয়ে বলল–মনে হয় আপনি উত্তেজনা ভালবাসেন না। যদিও আমি প্রথমে একটু ভয় পাই, তবুও আমার যদি অনেক টাকা থাকত তবে আমি উত্তেজনার দিকে ছুটতাম। উত্তেজনা আমার ভাল লাগে।

–হতভাগা সেডরিক আপনার জন্যে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আপনি আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন তা আমি চাই না।

–জোর দেওয়া টাকার এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। টাকাটা ফুরিয়ে গেলে কিছু একটা ধান্দা করতেই হবে।

আপনার কেউ নেই?

–সুশান মাথা নেড়ে বলল–এক কাকীমা আছেন, কিন্তু তিনি আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না।

অ্যাডমস সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলল–তাহলে এবার নিশ্চয় আপনি বিয়ে করবেন? আবার আপনার কোন পুরুষ বন্ধু নেই–এটা বিশ্বাস করতে বলবেন না।

সুশান জোর দিয়ে বলল–সত্যিই নেই। পুরুষরা এত অধিকারপ্রবণ যে ওরা আমার চক্ষুশূল।

–কিন্তু আপনার ভবিষ্যতের দেখাশোনার জন্যে তো কাউকে চাই।

না, ধন্যবাদ। আমার দেখাশোনা আপাততঃ আমি নিজেই করতে পারবো। পরে দরকার হলে ভেবে দেখব।

অ্যাডমস কিছু জবাব দেবার আগেই গাড়িটা ধীর গতিতে এসে একটা বিশাল নার্সিংহোমের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়ালো।

সুশান কম্বল গায়ে আগুনের পাশে বসে থাকা ক্রেস্টার ওয়েডম্যানের কাছে এগিয়ে গেল।

-বোস। চেয়ার এগিয়ে দিলেন ওয়েডম্যান। আমি যা শুনেছি তুমি একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা। তোমার নামই সুশান হেডার?

-না-না, আমি সেরকম কেউ নই।

–তোমার বয়স অনেক কম। কত বয়স তোমার?

অক্টোবরে বাইশ হবে।

তাই বুঝি। গভীর ভাবে তাকিয়ে থেকে ওয়েডম্যান বললেন, ওরা বলছে আমি নাকি পাগল। যত বাজে কথা। আসলে আমার বয়স হয়ে গেছে বলে ব্যবসা-ট্যবসা চালাবার মত ক্ষমতা আমার নেই। কেন জান, কারণ আমার ভাই আমার সঙ্গে আর নেই। যাইহোক হারানো টাকাপয়সা আবার পেয়ে গেছি আর এ জায়গাটাও ভাল। নিজের

দেখাশুনা করতে করতে আমি ক্লান্ত। এরা যদি এ জায়গাটায় রেখে আমার দেখাশোনা করতে চায় করুক।

সুশানের মনে হল সে আর ভয় পাচ্ছে না লোকটাকে। কথাবার্তা শুনেও এতটুকু পাগল বলে মনে হলনা তার, বরং বুড়ো বাপের মতই।

–জো-এর কথা আমায় বল, ওর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুনব বলেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

সুশান জো-এর কথা, বুচকে অনুসরণ করার কথা, করনেলিয়াসের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার কথা, আধঘণ্টা ধরে বলে গেল।

বাঃ চমৎকার। অ্যাডমসের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে তুমি না থাকলে আমি আমার ঐ দীর্ঘসময়ের রোজগারের টাকাগুলো হারাতাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আর হতভাগ্য জো-এর কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না।

না না। আসলে এটা করতে আমার ভালই লেগেছিল। আমি উত্তেজনা ভালবাসি আর এখন উত্তেজনাহীন জীবন আমার ভাল লাগছে না।

দরকারও নেই। তোমার বয়সী সাহসী মেয়ে একলাই জীবনে অনেকদূর যেতে পারে। তুমি আমার বিপদে সাহায্য করেছ। এখন আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই।

ওয়েডম্যান পকেট থেকে একটা খাম বার করে কোলের ওপর রেখে বললেন, আমি পাগল বটে, তবু আমি আমার ট্রাস্টিদের সঙ্গে কথা বলে এ টাকাটা তোমাকে দিতে চাই। তারপর খামটা সুশানের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এখন খুলো না। এমন কিছু বিরাট অঙ্কের টাকা নয়। তবে বছর পাঁচেক তুমি স্বাধীনভাবে ইচ্ছেমত বাঁচতে পারবে আশা করি।

জোর টাকাটা এখনও আছে।

-ওটা তোমার ফী। তর্ক করো না। বুড়ো ডাক্তারটা এসে পড়ল। সুযোগের সদব্যবহার কর। সুযোগ নষ্ট করতে নেই।

ডাক্তার এজলী ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন, আশা করি এবার আপনি একটু ঘুমিয়ে নেবেন।

সুশান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ মিঃ ওয়েডম্যান।

ওয়েডম্যান হাত তুলে বললেন, সুখে থাক বাছা! সাহায্যের দরকার পড়লে আমার কাছে এসো। না হলে, দূরে থেকো। তোমার মত বাচ্চা মেয়ের জায়গা এটা নয়। তারপর হঠাৎই ওয়েমানের চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেল। মেয়েটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ও কে? এখানে ওর কি দরকার? তারপর ঝগড়াটে গলায় বললেন–আমার করনেলিয়াস কোথায়? ওকে এখুনি এখানে আসতে বল। হেভওয়ে স্টিল মারজার সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা আছে।

সুশান খুব আঘাত আর দুঃখ পেল। ডাঃ এজলীকে জিজ্ঞেস করল, উনি কি সুখী?

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে এজলী বললেন, নিশ্চয়। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন তো। আমাকে এখনই গিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলতে হবে, ওনাকে বোঝাতে হবে।

হলে পৌঁছে খামটা খুলে সুশান দেখল তার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড-এর একটা চেক। সই রয়েছে ওয়েডম্যান, ব্যাংক ডাইরেক্টর।

হঠাৎ পুলিশের গাড়ির তীব্র হনের আওয়াজে তার চমক ভাঙ্গল। সে তাড়াতাড়ি সযত্নে চেকটা ব্যাগে রাখল। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবার আশা সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিনও। ভাবল–এখন সে স্বাধীন। সে এখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে কিংবা একটা অফিস বা দোকান। এমনকি একটা ডিটেটিভ এজেন্সীও খুলে বসতে পারে। এখন তাকে কারোর ওপর নির্ভর করতে হবে না।

আবার হর্ন বাজল। সুশান এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। গাড়ির ভেতর বসে আছে অ্যাডমস। সামনের দরজাটা খুলে দিল অ্যাডমস। সুশান গাড়িতে উঠে বসল। সে অ্যাডমসকে ওয়েডম্যানের সমস্ত কথা জানাল। গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলল।